সানুবাদ-

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিকা

অর্থাৎ

বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে বৈষ্ণবদিগের
কর্ম্মকাণ্ড ও বিধানাদি এবং ভগবন্মাহাত্ম্য
প্রভৃতি সংগৃহীত।

*****

যশোহর মল্লীকপুরনিবাসী
বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
সংগৃহীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা;

১নং নিমুগোস্বামীর লেন, দাক্ষায়ণী যন্ত্রে
শ্রীমাখনলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

সন ১৩০০ সাল।

সানুবাদ—

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিকা।

অর্থাৎ

বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে বৈষ্ণবদিগের
কর্ম্মকাণ্ড ও বিধানাদি এবং ভগবন্মাহাত্ম্য
প্রভৃতি সংগৃহীত।

-*****-

যশোহর মল্লীকপুরনিবাসী
বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
সংগৃহীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা;

১নং নিমুগোস্বামীর লেন, দাক্ষায়ণী যন্ত্রে
শ্রীমাখনলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

সন ১৩০০ সাল।

সূচীপত্র।

সূচিপত্র ।

সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।

সানুবাদ-

বৈষ্ণবধর্ম্ম।

-*****-

মঙ্গলাচরণ।

যমাহুর্ব্বিঘ্নহন্তারং গণেশং লম্বিতোদরং।
কেশবং সর্ব্ববন্দ্যঞ্চ কেচিদাহুঃ শিবং শিবং।
কেচিদাহুস্তথা সূর্য্যং প্রকৃতিং পুরুষং তথা।
চিদানন্দময়ীং দুর্গাং নমস্তস্মৈ পরাত্মনে॥

কেহ কেহ যাঁহাকে বিঘ্নবিনাশন লম্বোদর গণপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কেহ কেহ যাঁহাকে সর্ব্ব-বন্দ্য কেশব, কেহ বা শুভপ্রদ শিব, কেহ বা সূর্য্য, কেহ বা প্রকৃতি, কেহ বা পুরুষ এবং কেহ বা চিদানন্দময়ী দুর্গা বলিয়া বর্ণন করেন, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার।

গুরুবন্দনা ও তন্মাহাত্ম্য।

যং ধ্যায়ন্তি বুধাঃ সমাধিসময়ে শুদ্ধং বিয়ৎসন্নিভং
নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমমলং সর্ব্বেশ্বরং নির্গুণং।
ব্যক্তাব্যক্তপরং প্রপঞ্চরহিতং ধ্যানৈকগম্যং বিভুং
তং সংসারহেতুমজরং বন্দে গুরুং মুক্তিদং॥

সুধীগণ সমাধিকালে মেঘবিহীন গগনের ন্যায় নির্ম্মল, প্রসন্ন, নির্গুণ, আনন্দময় যে দেবদেব বিভুর চিন্তা করেন, সেই একমাত্র ধ্যানগম্য, ব্যক্তাব্যক্ত, মায়াদিবিহীন, জগতের নিয়ন্তা, জরামরণবিবর্জ্জিত গুরুদেবকে বন্দনা করি।

সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃ পাদসেবনাৎ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহানাং ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

শ্রীগুরুর চরণপদ্ম সেবা করিলে অখিল পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয়; অধিক কি, যাবদীয় তীর্থাবগাহনে যে ফল হয়, গুরুদেবের সেবা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই।

উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুং॥

জন্মদাতা পিতা এবং ব্রহ্মমন্ত্রদাতা পিতা, এই দ্বিবিধ পিতার মধ্যে মন্ত্রদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ; অতএব গুরুদেবকে জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও অধিকতর সম্মাননা করিবে।

বৈষ্ণবলক্ষণ সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা।

অধুনা সর্ব্বপ্রথমতঃ সংক্ষেপে বৈষ্ণবলক্ষণ ও তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

স্কন্দপুরাণে—

তুলসীং ধারয়েদ্‌যস্তু কণ্ঠে বা কর্ণয়োস্তথা।

ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রঞ্চ বৈষ্ণবঃ স হি নিশ্চিতং॥

যে ব্যক্তি কণ্ঠদেশে বা কর্ণযুগলে তুলসীমালা ধারণ করেন এবং যাহার ললাটদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিদ্যমান থাকে, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

অপিচ—

শঙ্খচক্রাঙ্কনং যস্য দৃশ্যতে তু কলেবরে।

ধারণঞ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাং অর্চ্চনং শ্রীহরেঃ সদা।

তদ্ধ্যানমেকচিত্তেন তন্নামকীর্ত্তনং তথা।

তন্নামশ্রবণং নিত্যং তৎপাদপরিবন্দনং।

তন্মন্ত্রস্য জপো নিত্যং চরণোদকসেবনং।

নৈবেদ্যভোজনং তস্য তথা চ হরিবাসরঃ।

যে কুর্য্যর্নিত্যমেতানি বৈষ্ণবাস্তে ন সংশয়ঃ॥

যাহাদিষের কলেবরে শ্রীহরির শঙ্খচক্রচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, যাঁহারা ললাটফলকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, যাঁহারা প্রত্যহ শ্রীহরির অর্চ্চনা, একচিত্তে তাঁহাকে চিন্তন, তদীয় নাম কীর্ত্তন, তন্নামশ্রবণ, তদীয় পাদবন্দন, সতত হরিমন্ত্র জপ, হরিপাদোদক সেবন, তদীয় নিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ এবং একাদশীদিনে উপবাস করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

অন্যচ্চ——

ন চলতি মনো যস্য ভগবৎপদপঙ্কজাৎ।

মুহূর্ত্তমপি ভো রাজন্ বৈষ্ণবঃ স ন সংশয়ঃ॥

যে ব্যক্তির চিত্ত ক্ষণকালের জন্যও ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্ম হইতে বিচলিত না হয়, তাহাকে প্রকৃত বৈষ্ণব কহে।

অপিচ——

যৎকর্ম্ম ক্রিয়তে লোকে অজ্ঞানাদ্বা জ্ঞানাদপি।

বৈষ্ণবঃ স চ বিজ্ঞেয় অর্প্যতে শ্রীহরেঃ পদে॥

কি জ্ঞানে, কি অজ্ঞানে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, যে ব্যক্তি সেই সমস্ত কর্ম্ম শ্রীহরির পদে সমর্পণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

অন্যচ্চ——

বিপদি পুলকে চৈব হরিনামপরায়ণঃ।

বৈষ্ণবঃ স হি বিজ্ঞেয় ইতি শাস্ত্রবিদাং মতং॥

কি বিপদ, কি হর্ষ, সকল সময়েই যে ব্যক্তি হরিনাম-পরায়ণ থাকেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলা যায়। শাস্ত্রবিদ্‌গণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রোক্তবিধিনা যস্তু নৈবাচরতি নিত্যশঃ।

মহাপাপী ভবেৎ সোপি নহি স বৈষ্ণবো মতঃ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে আচরণ না করে,

তাহাকে মহাপাতকে নিমগ্ন হইতে হয়, সে ব্যক্তি কদাচ বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

শাস্ত্রবিধিমনাদৃত্য বৃথা কৌপীনধারিণঃ।
শাস্ত্রোক্তলক্ষনৈর্হীনা ন চ তে বৈষ্ণবাঃ স্মৃতাঃ॥

যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনাদর করিয়া সেরূপ আচরণ না করত বৃথা কৌপীনাদি ধারণ করে এবং যাহারা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিবর্জ্জিত, তাহারা কদাচ বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হয় না।

পদ্মপুরাণে——

তুলসীং রোপয়েদ্‌যস্তু তুলসীং পূজয়েৎ সদা।
চিন্তয়েদ্ধরিরূপান্তাং স বৈ পরমবৈষ্ণবঃ॥

পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি তুলসী তরু রোপণ করে, নিরন্তর তুলসীর পূজা করে এবং তুলসী দেবীকে হরিরূপিণী জ্ঞান করে, তাহাকেই পরম বৈষ্ণব বলা যায়।

পদ্মপুরাণে—

জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থমেব চ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থে তং মন্যে বৈষ্ণবং জনং॥

ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই যাহার জীবন, হরিপ্রীতির জন্যই যাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং পুণ্যার্থই যাহার দিবারাত্রি অর্থাৎ কেবলমাত্র পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই যাহার দিনযামিনী

অতিবাহিত হয়; তাহাকেই প্রকৃত বৈষ্ণব কহে। পদ্ম-পুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষসংবাদে এইরূপ বর্ণিত আছে।

হরিভক্তিসুধোদয়ে——

শ্রীহরিমর্চ্চয়েদ্যস্তু হরিমন্ত্রৈশ্চ দীক্ষিতঃ।
বৈষ্ণবে হরিবুদ্ধিস্তু স বৈ পরমবৈষ্ণবঃ॥

যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, যে ব্যক্তি হরিমন্ত্রে দীক্ষিত, এবং যে ব্যক্তি বৈষ্ণবজনকে হরির ন্যায় জ্ঞান করে, তাহাকেই পরম বৈষ্ণব বলা যায়।

অপিচ——

শ্রীশিবে হরিবুদ্ধিস্তু অভেদঃ জ্ঞায়তে তয়োঃ।
বৈষ্ণবো পরমঃ সোপি প্রাপ্নোতি পরমং পদং॥

যে ব্যক্তি শ্রীশিবে হরিজ্ঞান করে, শিবে ও হরিতে যাহার অভেদ জ্ঞান, তাহাকেই পরম বৈষ্ণব বলা যায় এবং সেই ব্যক্তিই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ শাস্ত্রে যে প্রকার বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে আচরণ করিলেই তাহাকে পরম বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে; নতুবা বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইয়া কৌপীন ধারণ ও অঙ্গে তিলকাদি ধারণ করিলে তাহাকে বৈষ্ণব বলা দূরে থাকুক, মহাপাতকী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈষ্ণবলক্ষণ সবিস্তার পরে যথাস্থানে লিখিত হইবে। আজি কালি

প্রকৃত বৈষ্ণব অতিবিরল। অধিকাংশ ব্যক্তিকেই কপটাচারী বৃথা কৌপীনাদিধারী দেখা যায়। যাহা হউক, সংক্ষেপ যে বৈষ্ণবলক্ষণ বর্ণিত হইল, ঐ সম্বন্ধে কলিকাতা, নবদ্বীপ, যশোহর প্রভৃতিস্থানের যে সকল পণ্ডিতমণ্ডলীরা উহাতে সম্যক্ মত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল, যথা——

শ্রী হরিদাস শর্ম্মণাম্।
" চন্দ্রকুমার শর্ম্মণাম্।
" গঙ্গাচরণ শর্ম্মণাম্।
" ভুবনমোহন শর্ম্মণাম্।
" উমাচরণ শর্ম্মণাম্।
" অভয়চরণ শর্ম্মণাম্।
" গঙ্গামণি শর্ম্মণাম্।
" পূর্ণচন্দ্র শর্ম্মণাম্।
" প্যারীমোহন শর্ম্মণাম্।
" নীলকমল শর্ম্মণাম্।
" যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মণাম্।
" মহেন্দ্রনাথ শর্ম্মণাম্।
" ধীরানন্দ শর্ম্মণাম্।
" শ্রীনাথ শর্ম্মণাম্।
" গণেশচন্দ্র শর্ম্মণাম্।

" নীলমণি শর্ম্মণাম্।

" প্যারীকান্ত শর্ম্মণাম্।

" কালীকৃষ্ণ শর্ম্মণাম্।

" জগন্মোহন শর্ম্মণাম্।

" বিনোদবিহারী শর্ম্মণাম্।

" গোপালচন্দ্র শর্ম্মণাম্।

" ক্ষেত্রনাথ শর্ম্মণাম্।

" শশীভূষণ শর্ম্মণাম্।

" ব্রহ্মানন্দ শর্ম্মণাম্।

" চণ্ডীচরণ শর্ম্মণাম্।

" তারাপদ শর্ম্মণাম্।

" মতিলাল শর্ম্মণাম্।

" হরিনাথ শর্ম্মণাম্।

" রামনারায়ণ শর্ম্মণাম্।

" দীননাথ শর্ম্মণাম্।

" চন্দ্রকান্ত শর্ম্মণাম্।

" কালাচাঁদ শর্ম্মণাম্।

" ঠাকুরদাস শর্ম্মণাম্।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাতে স্বস্ব মত প্রদান করিয়াছেন, স্থানাভাবে তাহা প্রকাশিত হইল না।

অথ বৈষ্ণবদিগের প্রণাম রূপ মঙ্গলাচরণ যথা—

চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতশুদ্ধসিন্ধু
বৃন্দাবনীয়ং সুরসোর্ম্মিণমুদ্রিমগ্নাঃ।
যে বৈ জগন্নিজগুণৈঃ সমমাপুনন্তি
তান্ বৈষ্ণবাঁশ্চ হরিনামপরান্ নমামি ॥

অস্যার্থঃ।

যাঁহারা চৈতন্যদেবের বিশুদ্ধ চরিতামৃত সিন্ধু ও বৃন্দাবনচরিত সুন্দরলীলারসামৃত রসে নিমগ্ন হইয়া যাঁহারা নিজগুণ দ্বারা স্বয়ং পবিত্র হইয়া জগৎকে পবিত্র করিতেছেন সেই সকল হরিপরায়ণ মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের চরণে প্রণাম করি ॥

অথ বৈষ্ণব স্তোত্রং।

অহো নাথ জগন্নাতঃ দায়তা মে হি দর্শনি
স্বচ্ছরূপসদানন্দং শ্রীপ্রেমভক্তিভাজনং।
সর্ব্বত্যাগ সানুরাগ দীনহীন তারকং
কৃপাসিন্ধোর্বৈষ্ণবস্য পাদপদ্ম ভাবনং ॥ ১
সংসারান্ধকূপমগ্ন ভগ্ন ভক্তিমানসং
সংবারবোদ্ম স্নেহগম্যং প্রেমভক্তিদায়কং
উচ্চনীচনানুসন্ধ্য পাপমগ্নপাবনং

কৃপাসিন্ধোর্বৈষ্ণবস্য পাদপদ্মভাবনং ॥ ২

তৃণাদপি সুনীচবৎ দৃষ্টান্তেঽপি চ লক্ষণং
কৃষ্ণতুল্য সর্ব্বপাল্য তত্ত্বজাতিমোহনং।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমরত্নং দেহি মে সর্ব্বদায়কং
কৃপাসিন্ধোর্বৈষ্ণবস্য পাদপদ্মভাবনং ॥ ৩

অহোরাত্রং যেন সাধ্যং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনং
অশ্রুকম্পগদ্গদাদি প্রেমবারি নিঃসরং।
হা কৃষ্ণ করুণানাথ ভক্তিং দেহি সুনির্ম্মলাং
কৃপাসিন্ধোর্বৈষ্ণবস্য পাদপদ্মভাবনং ॥ ৪

ভক্তিমুক্তিবারণং হি বাঞ্ছনীয়পূজনং
রূপশ্যাম ঘনশ্যাম শ্রীলমূর্ত্তিচিন্তনং।
গূঢ়গোপাঙ্গনাভাব সেবাদিষু স্থাপনং
কৃপাসিন্ধোর্বৈষ্ণবস্য পাদপদ্মভাবনং ॥ ৫

ইতি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিকায়াং বৈষ্ণব-স্তোত্রং সমাপ্তং।

স্বরূপশক্তির উদাহরণ দেখ।

অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরিঃ প্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়ো
নিত্যানন্দসখঃ সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মীপ্রাণপতির্গদাধররসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গসপার্শ্বদঃ স, দয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ ॥

যিনি স্বরূপগোস্বামীর প্রিয়, নিত্যানন্দের পরম সুহৃৎ, সনাতনের একমাত্র গতি, যিনি গদাধরকে প্রেমরসে উল্লাসিত করিয়া থাকেন এবং যিনি সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত সর্ব্বদা বিহার করেন, সর্ব্বপ্রকার বিপৎভঞ্জন জগন্নাথনন্দন লক্ষ্মীপতি নরহরির প্রিয়তম ও অদ্বৈত প্রভু হইতে যিনি আবির্ভূত, সেই শচীনন্দকে আমি ভাবনা করি।

রূপধ্যানং।

উল্লাসদামনকদামগণাভিরাম
মারামরাগবিরামগৃহীতনাম।
কারুণ্যধামকণকোজ্জ্বলগৌরধাম
চৈতন্যনাম পরমং কলয়াম ধাম॥

প্রফুল্ল দামকে অর্থাৎ পুষ্পবিকশিত বনফুলের মালা যাঁহার গলদেশে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, যিনি সর্ব্বজন মনোরঞ্জন আত্মারাম ও নির্জ্জনবাসী, যিনি নিরন্তর হরিনামপরায়ণ করুণারসের সাগর এবং কণক হইতেও উজ্জ্বল যাঁহার অঙ্গের জ্যোতি, সেই চৈতন্যদেবকে আমি প্রতিনিয়ত চিন্তা করি।

যচ্চিন্তা ভবচিন্তনান্তকরণে ব্যাঘ্রীব পট্বী ভুবি
যন্নামাক্ষরযুগ্মমন্তসময়ে একং সহায়ং নৃণাং।
শ্রীরাধাশরদিন্দুসুন্দরমুখাম্ভোজেক্ষণোন্মত্তব-
ন্নেত্রদ্বন্দ্বমধুব্রতোঽনবরতং স শ্রীপতিঃ পাতু বঃ॥

যাঁহার চিন্তা জীবগণের জীবনান্তকারিণী অতি বল· শালিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ভবচিন্তা অস্ত করিতে পটু ও যাঁহার কৃষ্ণ এই নামাক্ষরদ্বয় অন্তকালে জীবদিগের একমাত্র সহায় হয় এবং যাঁহার নেত্ররূপ মধুপদ্বয় শারদীয় কমলের ন্যায় কোমল শ্রীমতী রাধিকার মুখাম্ভোজের মধু- পানে নিরন্তর মত্ত থাকে, সেই রাধারমণ তোমাদিগের রক্ষা করুন॥

অথ বৈষ্ণবানাং নামকীর্ত্তনং

প্রণম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টিং পবিত্রীকৃতভূতলম্।
সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরুং গুরুং শ্রীপুরুষোত্তমং॥ ১

অস্যার্থঃ। যাঁহার কৃপাকটাক্ষমাত্রে এই ভূমণ্ডল পবিত্র হইয়া থাকে এবং বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল প্রদানে সাক্ষাৎ কল্পতরু সদৃশ। সেই সর্ব্বপুরুষশ্রেষ্ঠ গুরুদেবকে আমি নতশির হইয়া বারংবার প্রণাম করি॥

মহৌজসো মহাভাগান্ মহাপতিতপাবনান্
মহাভাগবতান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুরূপিণঃ॥ ২

অস্যার্থঃ। মহাতেজস্বী, মহাভাগ্যবান, পতিত পাবন, পরম ভাগবত, সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ বৈষ্ণবদিগকে, আমি বন্দনা করি॥

ততঃ শচীজগন্নাথৌ খ্যাতৌ ভূদেবরূপিণৌ।
শ্রীবিশ্বরূপশ্রীবিশ্বম্ভরয়োঃ পিতরৌ শুভৌ॥ ৩

ধন্যশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্যাগ্রজরূপিণং।
শঙ্করারণ্যনামানং বিশ্বরূপমহাশয়ং॥ ৪
গদাধরং প্রাণনাথং লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়াপতিং।
সাক্ষাৎ প্রেমকৃপামূর্ত্তিং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং॥ ৫
তথা পদ্মাবতি শ্রীমন্মুকুন্দৌ দ্বিজসত্তমৌ।
নিত্যানন্দস্বরূপস্য পিতরাবতুলপ্রিয়ৌ॥ ৬
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং বসুধাজাহ্নবীপতিং।
শ্রীবীরভদ্রজনকং সর্ব্বপাষণ্ডখণ্ডনং॥ ৭
যদ্যপি প্রকৃতিক্ষুদ্রোঽবুদ্ধিমান্ বালকঃ স্বয়ং।
অনন্তবৈষ্ণবানন্তমহিমাখ্যানবালিশঃ॥ ৮
তথাপি রসনালৌল্যাদত্যন্তান্তঃকুতূহলাৎ।
করোমি বৈষ্ণবানন্তাভিধানস্মরণং কিয়ৎ॥ ৯ (যুগ্মকং)
কিঞ্চাত্র মম হীনস্য সর্ব্বৈষ্বেতন্নিবেদনং।
ক্রমভঙ্গভবা দোষা ন গ্রাহ্যাস্তৈর্গুণোদয়ৈঃ॥ ১০
শ্রীমাধবপুরীশ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যস্তথাচ্যুতঃ।
গোপীনাথঃ শ্রীনিবাসো গোবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ১১
হরিদাসঃ শ্রীমুরারিগুপ্তোনারায়ণস্তথা।
মুকুন্দো বাসুদেবশ্চ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ॥ ১২
পীতাম্বরো জগন্নাথঃ শ্রীনারায়ণশঙ্করৌ।
শ্রীরামপণ্ডিতশ্চক্রবর্ত্তিনীলাম্বরস্তথা॥ ১৩
গঙ্গাদাসো দ্বিজো বিষ্ণুঃ শ্রীসুদর্শনপণ্ডিতঃ।

বিদ্যানিধিস্তথা বুদ্ধিমন্তঃ শ্রীলসদাশিবঃ ॥ ১৪
শ্রীগর্ভঃ শ্রীনিধিঃ শুক্লাম্বরঃ শ্রীধরপণ্ডিতঃ।
কবিচন্দ্রো রামদাসো বনমালী হলায়ুধঃ। ১৫
বিজয়ো নন্দনাচার্য্য ঈশানো গরুড়ধ্বজঃ।
জগদীশঃ সঞ্জয়শ্চ শ্রীমান্ কাশীশ্বরস্তথা ॥ ১৬
গঙ্গাদাসো বাসুদেবো ভদ্ররামমুকুন্দকৌ।
শ্রীবল্লভাচার্য্যবর্য্যো মিশ্রঃ শ্রীলসনাতনঃ ॥ ১৭
আচার্য্যো বনমালী চ কাশীনাথদ্বিজোত্তমঃ।
শ্রীশ্বরাভিধানপুরঃ শ্রীমৎকেশবভারতী ॥ ১৮
পরমানন্দাখ্যপুরী দামোদরস্বরূপকঃ।
নরসিংহাখ্যানতীর্থশ্চ রামচন্দ্রপুরী তথা ॥ ১৯
ব্রহ্মানন্দপুরী চৈব শ্রীসত্যানন্দভারতী।
শ্রীমৎ সুখানন্দপুরী শ্রীগোবিন্দপুরী তথা ॥ ২০
গরুড়াবধূতদেবঃ পুর্য্যৌ রাঘবশঙ্করৌ।
ব্রহ্মানন্দস্বরূপশ্চ পুরী শ্রীযুক্তকেশবঃ ॥ ২১
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী বিশ্বেশ্বরানন্দমহাশয়ঃ।
শ্রীসচ্চিদানন্দনামানুভবানন্দ এব চ ॥ ২২
শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দপুরী নৃসিংহানন্দভারতী।
কাশীশ্বরাখ্যানদেবোঽনুপমঃ শ্রীসনাতনঃ ॥ ২৩
শ্রীরূপো জীবঃ প্রবোধানন্দঃ শুদ্ধসরস্বতী।
রঘুনাথদাসনামা তথা গোপালভট্টকঃ ॥ ২৪

রঘুনাথো লোকনাথঃ শ্রীমদ্ভূগর্ভনামকঃ।
রাঘবো জগদানন্দপণ্ডিতঃ শ্রীপুরন্দরঃ॥ ২৫
কাশীমিশ্রো রায়রামানন্দো বক্রেশ্বরো দ্বিজঃ।
শ্রীমদ্বাণীনাথ-পট্টনায়কঃ শ্রীগোবিন্দকঃ॥ ২৬
সদাশিবকবিক্ষ্মাভৃদ্দাসবংশী গদাধরঃ।
শ্রীমচ্ছিবানন্দসেনঃ শ্রীমুকুন্দভিষগ্বরঃ॥ ২৭
শ্রীমন্নরহরিঃ শ্রীলরঘুনন্দন এব চ।
রঘুনাথদাসবৈদ্যোপাধ্যায়মধুসূদনঃ॥ ২৮
দেবানন্দো দ্বিজবরঃ শ্রীগানাচার্য্যপুরন্দরঃ।
শ্রীযুক্তাচার্য্যচন্দ্রশ্চ শ্রীকৃষ্ণদাসপণ্ডিতঃ॥ ২৯
সতীর্থপরমানন্দঃ শ্রীমৎস্থষ্টিধরস্তথা।
গোবিন্দো মাধবো বাসুদেবো ঘোষাভিধানভৃৎ॥ ৩০
শ্রীলশ্রীরামদাসঃ শ্রীসুন্দরানন্দ এব চ।
শ্রীলঃ পরমেশ্বরঃ শ্রীলঃ পুরুষোত্তম এব চ॥ ৩১
শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীগৌরীদাসঃ শ্রীকমলাকরঃ।
বংশীগীতপ্রকাশী শ্রীবংশীবদনদাসকঃ॥ ৩২
শ্রীমদুদ্ধরণঃ শ্রীলদ্বিজ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
কবিরাজমিশ্রবর্য্যো মধুসূদনপণ্ডিতঃ॥ ৩৩
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গোবিন্দাচার্য্য এব চ।
শ্রীসার্ব্বভৌমকঃ শ্রীলানন্তাচার্য্যস্তথৈব চ॥ ৩৪
শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রশ্চ রঘুনাথো ধরামরঃ।

হরিদাসদ্বিজঃ শ্রীলসারঙ্গো মকরধ্বজঃ ॥ ৩৫
প্রদ্যুম্নমিশ্রস্তপনাচার্য্যঃ শ্রীভগবাংস্তথা।
উড়জঃ শ্রীবিষ্ণুদাসোহম্বষ্ঠঃ শ্রীবিষ্ণুদাসকঃ ॥৩৬
বনমালীদাসবৈদ্যো হরিদাসো গদাধরঃ।
উড়জঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ শ্রীকাশীশ্বরপণ্ডিতঃ ॥ ৩৭
বলরামো জগন্নাথদাসঃ শ্রীচন্দনেশ্বরঃ।
সিংহেশ্বরঃ শিবানন্দো বলরামো মহত্তমঃ ॥ ৩৮
সুবুদ্ধিমিশ্রস্তুলসীমিশ্রঃ শ্রীনাথসংজ্ঞকঃ।
কাশীনাথো হরিভট্টঃ পট্টনায়কমাধবঃ। ৩৯
রামানন্দবসুর্ব্রহ্মচারী শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
শ্রীরামচন্দ্রভূদেবঃ শ্রীমৎশ্রীকরপণ্ডিত ॥ ৪০
যদুনাথঃ কবিচন্দ্রঃ পণ্ডিতশ্রীধনঞ্জয়ঃ।
আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথঃ শ্রীসূর্য্যদাসপণ্ডিতঃ ॥ ৪১
শ্রীলশ্রীলক্ষ্মণাচার্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণাচার্য এব চ।
চৈতন্যদাসঃ পরমানন্দগুপ্তোভিষগ্বরঃ ॥ ৪২
শ্রীজগন্নাথকংসারিসেনৌ শ্রীযুক্তভাস্করঃ।
কবিচন্দ্রঃ শ্রীমুকুন্দঃ শ্রীরামসেনবল্লভঃ ৪৩
শ্রীযুক্তবলরামাখ্যো দাসো মহেশপণ্ডিতঃ।
শ্রীবৃন্দাবনদাসঃ শ্রীজগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ ॥ ৪৪
পরমানন্দাবধূতঃ শ্রীগঙ্গাদাসপণ্ডিতঃ।
কবিরাজশ্রীমুকুন্দানন্দঃ শ্রীজীবপণ্ডিতঃ ॥ ৪৫

চিরঞ্জীবঃ কৃষ্ণদাসঃ কৃষ্ণদাসাখ্যবালকঃ।
যদুনাথো দাসবর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণদাসপণ্ডিতঃ॥ ৪৬
স্বরূপচন্দ্রো গোস্বামী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
সুমনীষী চন্দ্রকান্তো মিশ্রঃ শ্রীভগবান্ মতিঃ॥ ৪৭
জগজ্জীবনগোস্বামী তথা ভাগবতো মহান্।
জগদ্ধিতায়াবতীর্ণ এষ মিশ্রপুরন্দরঃ॥ ৪৮
গোপালচন্দ্র গোস্বামী ধার্ম্মিকশ্চ মদীশ্বরঃ।
এতেষাং পাদপদ্মানি প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥ ৪৯

ইতিশ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং বৈষ্ণবানাং নাকীর্ত্তনং সমাপ্তং

গ্রন্থারম্ভে গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণ।

বাসুদেবগতপ্রাণং শ্রীকৃষ্ণনামজাপকং।
কৃষ্ণপূজারতং তঞ্চ শ্রীগৌরাঙ্গং নমাম্যহং॥

যিনি কৃষ্ণগতপ্রাণ, যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ করেন, এবং যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের পূজায় নিরত থাকেন, সেই গৌরাঙ্গদেবকে প্রণাম করি।

শাস্ত্রবেত্তা ধর্ম্মজ্ঞশ্চ ন চাহং সুকৃতির্নরঃ।
কৃপাঙ্কুরু মহাভাগ ভক্তিং দেহি নমোস্তু তে॥

হে মহাভাগ! আমি শাস্ত্রজ্ঞ বা ধর্ম্মজ্ঞ নহি, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, আমাকে ভক্তি প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার।

বৈষ্ণবানাং হিতার্থায় অবতীর্ণোসি ভূতলে।
বিনম্রশিরসা ভক্ত্যা নমামি চরণাম্বুজং॥

হে প্রভো! তুমি বৈষ্ণবকুলের হিতসাধনার্থ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি ভক্তি সহকারে অবনতমস্তকে তোমার চরণকমলে প্রণাম করি।

ত্বন্নামকীর্ত্তনং যত্র ত্বন্নামশ্রবণং যথা।
তৎস্থানং পরমং পুণ্যং সিদ্ধক্ষেত্রং মহীতলে॥

হে প্রভো! যে স্থানে তোমার নাম কীর্ত্তন হয় এবং যে স্থানে তোমার নাম শ্রবণ করা যায়, সেই স্থান পরম

পবিত্র এবং ধরাতলে সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বহূনি ভক্তিশাস্ত্রাণি শ্রুতপূর্ব্বাণি চিন্তয়ন্।
তনোমি বৈষ্ণবপ্রীত্যৈ ধর্ম্মশাস্ত্রং যথামতি॥

আমি বহুসংখ্যক শ্রুতপূর্ব্ব ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া বৈষ্ণবকুলের প্রীতিসাধনার্থ যথামতি এই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছি।

বৈষ্ণবলক্ষণং বক্ষ্যে প্রণম্য পদপঙ্কজৌ।
তস্মাদাদৌ মহাভাগ প্রার্থয়ে করুণাং তব॥

হে মহাভাগ! আমি সর্ব্বাগ্রে তোমার চরণপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক বৈষ্ণবলক্ষণ কীর্ত্তন করিব, এই হেতু তোমার করুণা প্রার্থনা করিতেছি।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায় গ্রন্থারম্ভে গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণ।

বৈষ্ণবলক্ষণং।

পদ্মপুরাণে——

ব্রহ্মোবাচ।

বৈষ্ণবলক্ষণং ব্রূহি শ্রোতুং কৌতূহলং মম।
যত্ত্বং বৈষ্ণবদেহেষু তিষ্ঠসি সততং বিভো॥

ব্রহ্মা ভগবান্ হরির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

হে বিভো! তুমি নিরন্তর বৈষ্ণবদেহে বিরাজ কর, অতএব আমার নিকটে বৈষ্ণবলক্ষণ কীর্ত্তন কর।

শ্রীহরিরুবাচ।

বৈষ্ণবানাং লক্ষণানি কল্পকোটিশতৈরপি।
সম্যগ্ বক্তুং ন শক্নোমি সংক্ষেপাৎ শৃণু সত্তম॥ ১
সংসারো বৈষ্ণবাধীনঃ দেবা বৈষ্ণবপালিতাঃ।
অহঞ্চ বৈষ্ণবাধীনস্তস্মাৎ শ্রেষ্ঠাশ্চ বৈষ্ণবাঃ॥ ২
ক্ষণমাত্রমপি ব্রহ্মন্ বিহায় বৈষ্ণবং জনং।
তিষ্ঠামি নাহমন্যত্র বৈষ্ণবা মম বান্ধবাঃ॥ ৩
বক্ষ্যমাণানি সর্ব্বাণি লক্ষণানি চতুর্মুখ।
বিদ্যন্তে সর্ব্বদা যেষাং তএব বৈষ্ণবা মতাঃ॥ ৪

অস্যার্থঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! শত কোটি কল্প কীর্ত্তন করিলেও বৈষ্ণবদিগের সমুদয় লক্ষণ বলিয়া শেষ করিতে পারি না, তবে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহিতেছি শ্রবণ কর। সংসার বৈষ্ণবের অধীন, দেবগণ বৈষ্ণবকর্ত্তৃক প্রতিপালিত, আমিও বৈষ্ণবদিগের অধীন, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ। হে চতুরানন! বৈষ্ণবগণ আমার পরম বন্ধু, বৈষ্ণবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ক্ষণমাত্র অন্যত্র থাকি না। হে চতুরানন! অধুনা বৈষ্ণবদিগের প্রকৃত লক্ষণ বলিতেছি।

কামক্রোধবিহীনা যে হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিতাঃ।
লোভমোহবিহীনাশ্চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥ ৫
অমৎসরা দয়াযুক্তা সর্ব্বভূতহিতৈষিণঃ।

সত্যোক্তিভাষিণশ্চৈব জ্ঞায়ন্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ৬
পিতৃভক্তা মাতৃভক্তা জ্ঞাতিপোষণতৎপরাঃ।
ধর্ম্মোপদেশিনো যে চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ৭
সমানং যে চ পশ্যন্তি ত্বাঞ্চ মাঞ্চ মহেশ্বরং।
কুর্ব্বন্ত্যতিথি পূজাঞ্চ বিজ্ঞেয়াস্তেঽপি বৈষ্ণবাঃ ॥ ৮
বেদবিদ্যানুরক্তা যে বিপ্রভক্তিরতাঃ সদা।
নপুংসকাঃ পরস্ত্রীষু জ্ঞায়ন্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ৯
একাদশীব্রতং যে চ ভক্তিভাবেন কুর্ব্বতে।
গায়ন্তি মম নামানি জ্ঞায়স্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ১০
দেবায়াতনকর্ত্তারস্তুলসীমাল্যধারিণঃ।
রুদ্রাক্ষধারিণো যে চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ১১
মৎপাদসলিলৈর্যেষাং সিক্তানি মস্তকানি চ।
মম নৈবেদ্য মশ্নন্তি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ১২
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈ রঙ্কিতানি মমায়ুধৈঃ।
ব্রহ্মন্ যেষাং শরীরাণি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ১৩
কর্ণয়োশ্চৈব শীর্ষেষু তুলসীপত্র মুত্তমং।
কদাচিৎ দৃশ্যতে যেষাং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ১৪
তৃণানি তুলসীমূলাৎ যে ছিন্দন্তি নরোত্তমাঃ।
সিঞ্চেয়ুস্তুলসীং যে চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ১৫
তুলসীমূলমৃদ্ভিশ্চ তিলকানি নয়ন্তি যে।
তুলসীকাষ্ঠপঙ্কৈশ্চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ১৬

গঙ্গাস্নানরতা যে চ গঙ্গানামপরায়ণাঃ।
গঙ্গামাহাত্ম্যবক্তারঃ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥ ১৭
ধাত্রীফলস্রজো যেষাং গলেষু কমলাসন।
য়জন্তি মাং তৎপত্রৈর্যে জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥ ১৮
শালগ্রামশিলা যেষাং গৃহে বসতি সর্ব্বদা।
শাস্ত্রং ভাগবতঞ্চৈব জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥ ১৯
সম্মার্জয়ন্তি যে নিত্যং মম স্থানানি সত্তমাঃ।
দীপং যচ্ছন্তি তত্রৈব জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ।। ২০
জীর্ণংমন্মন্দিরং যে চ কুর্ব্বন্তি নূতনং পুনঃ।
তত্রায়তনশোভাঞ্চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥ ২১
অভয়ং যে চ যচ্ছন্তি ভীরুভ্যশ্চতুরানন।
বিদ্যাদানঞ্চ বিপ্রেভ্যঃ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥ ২২
ক্ষুৎতৃট্প্রপীড়িতেভ্যশ্চ যে য়চ্ছন্ত্যন্নমম্বু চ।
কুর্য্যুর্যে রোগশুশ্রূষাং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥ ২৩
আরামকারিণো যে চ পিপ্পলারোপিণোঽপি চ।
গোসেবাং যে চ কুর্ব্বন্তি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥২৪
অত্যন্তভক্ত্যা যে ব্রহ্মন্ পিতৃয়জ্ঞং প্রকুর্ব্বতে।
কুর্ব্বন্তি দীনশুশ্রূষাং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥ ২৫
তড়াগগ্রামকর্ত্তারঃ কন্যাদানরতাশ্চ যে।
সেবন্তে শ্বশুরৌ যে চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ॥ ২৬
সেবন্তে জ্যেষ্ঠভগিনীং জ্যেষ্ঠভ্রাতরমেব চ।

পরনিন্দাং ন কুর্ব্বন্তি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ২৭

দেবস্বং ব্রাহ্মণদ্রব্যং পরস্বঞ্চ চতুর্ম্মুখ।

পশ্যন্তি বিষবৎ যে চ বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ ॥ ২৮

পাষণ্ডসঙ্গরহিতাঃ শিবভক্তিপরায়ণাঃ।

চতুর্দ্দশীব্রতরতা জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ২৯

বহুনাত্র কিমুক্তেন ভাষিতেন পুনঃ পুনঃ।

মচ্চর্চ্চাং যে চ কুর্ব্বন্তি জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনা ॥ ৩০

বৈষ্ণবেষু গুণাঃ সর্ব্বে দোষো নাস্তি চ কশ্চন।

তুলসীকাষ্ঠযুক্তাশ্চ বিজ্ঞেয়া বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ৩১

হে ব্রহ্মন্! যাহাদের কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, মোহ নাই, হিংসা নাই, দম্ভ নাই, মাৎসর্য্য নাই এবং দয়াদাক্ষিণ্যযুক্ত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সত্যবাদী, পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত ও জ্ঞাতি পোষণে রত, সর্ব্বদা জনসমাজে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকে, আর ভেদ বুদ্ধি শূন্য হইয়া তোমাকে আমাকে ও মহেশ্বরকে সমভাবে দেখে, তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবা। ৪—৭

বেদ পাঠ ও ব্রাহ্মণ সেবায় যাহারা সর্ব্বদা রত থাকে এবং পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ ব্যবহার করে, তাহারাই বৈষ্ণব। ৮

যাহারা একাদশীব্রতাচরণ ও আমার নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করে, তাহারাই বৈষ্ণব। ৯

যাহারা মঠপ্রতিষ্ঠা তুলসীমাল্য ও রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করে তাহারাই বৈষ্ণব। ১০

যাহারা আমার চরণামৃত মস্তকে ধারণ এবং নিয়ত আমার নৈবেদ্য ভোজন করে, তাহাদিকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবা। ১১

হে প্রজাপতে! যাহাদের শরীর, শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম দ্বারা অঙ্কিত, তাহারাই বৈষ্ণব।১২

হে বিধে! যাহাদের কর্ণে ও মস্তকে কদাচিৎও অত্যুত্তম তুলসীদল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকেও বৈষ্ণব বলিয়া জানিবা। ১৩

যাহারা তুলসীর মূলদেশ নিস্তৃণ করিয়া তদুপরি বারিসেচন করে ও যাহারা তুলসীর মূলদেশের মৃত্তিকা ও তুলসী কাষ্ঠ ঘর্ষিত পঙ্কদ্বারা তিলক ধারণ করে, তাহারাই বৈষ্ণব। ১৪। ১৫

যাহারা গঙ্গাস্নানে, গঙ্গা নাম কীর্ত্তনে, গঙ্গা মাহাত্ম্যবর্ণনে সর্ব্বদা রত, তাহারাই বৈষ্ণব। ১৬

হে চতুরানন! যাহার গলদেশে, ধাত্রী-মালা ও সেই পত্রের দ্বারা আমার পূজা করে, যাহাদের গৃহে শালগ্রাম শিলা ও ভাগবত শাস্ত্রের অধিষ্ঠান থাকে, তাহারাই বৈষ্ণব। ১৭। ১৮

যাহারা আমার মন্দিরের পরিমার্জনা ও তাহাতে দীপ

দান করে এবং মদীয় প্রাসাদের জীর্ণসংস্কার করিয়া তৎশোভা সম্বর্দ্ধিত করে, তাহারাই বৈষ্ণব। ১৯

হে ব্রহ্মন্! যাহারা ভীরু ব্যক্তিকে অভয় দান, ব্রাহ্মণকে বিদ্যা দান, ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত আতুরদিগকে অন্ন-জল দান করে এবং শুশ্রূষা দ্বারা তাহাদিগের পরিতৃপ্তি সাধন করে, যাহারা আরাম নির্ম্মাণ, অশ্বত্থবৃক্ষ রোপণ ও গো-সেবায় নিরত থাকিয়া পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান, দীনজনে দয়া, জলাশয়নির্ম্মাণ, কন্যা দান এবং শ্বশুর ও শাশুড়ীকে অন্ন দান দ্বারা সেবা করে, তাহারাই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়। ২০—২২

যাহারা যথাবিধি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সেবা করে, যাহারা পরনিন্দা পরিত্যাগ করে, যাহারা দেবতার, ব্রাহ্মণের ও পরের ধনকে বিষতুল্য বোধ করে, যাহারা পাষণ্ড-সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবভক্তিপরায়ণ ও চতুর্দ্দশীব্রতে তৎপর থাকে, তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। ২৩—২৮

হে প্রজাপতে! বৈষ্ণবশরীরে যাবদীয় গুণরাশিই দেখিতে পাওয়া যায়, দোষের লেশমাত্রও নাই। যাহারা সতত তুলসীকাষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক বিরাজিত থাকে, তাহারাই পরম বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হয়। ২৯

—

অথ গ্রন্থাবতরণং।

সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং শান্তং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনং।
নমামি পরমা ভক্ত্যা তং কৃষ্ণং শ্যামবিগ্রহং॥

অস্যার্থঃ।

যিনি সকলের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, শান্ত, নির্ব্বিকল্প ও নিরঞ্জন, আমি পরম ভক্তি সহকারে সেই শ্যামলমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

যানি যানি চ শাস্ত্রাণি বৈষ্ণবানি পুরাতনৈঃ।
রচিতানি ময়া তানি সংগৃহ্য বহুযত্নতঃ।
আলোচ্য তু মতং তেষাং নত্বা তান্ গতকল্মষান্।
রচিতা শ্রীবৈষ্ণবানামেষা ধর্ম্মপ্রকাশিকা॥

অস্যার্থঃ।

প্রাচীন মনীষিগণ পূর্ব্বে যে সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আমি বহুযত্নসহকারে সেই সমস্ত সংগ্রহ ও আলোচনা পূর্ব্বক সেই সকল বিগতকলুষ পণ্ডিতমণ্ডলীর পদে প্রণাম করিয়া এই বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকা রচনা করিতেছি।

ইদানীং মতভেদে নানাপ্রকার বৈষ্ণব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণবের মত গ্রহণ বা তৎসমালোচনা করা আমার অভিপ্রেত নহে, এই কারণেই তাহা-

দিগের মতের পরিচয় না দিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত সাধুগণের সম্প্রদায় সম্বন্ধ এবং উদীচ্য দাক্ষিণাত্যভেদে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত, তাহাই প্রভেদ করিয়া লিখিলাম, সহৃদয় সাধুবৃন্দ তাহা দৃষ্টি করিয়া কৃতার্থ করুন্। আহা! জীবের একমাত্র মঙ্গলদাতা, যিনি আপনার সুখসামগ্রী সকল পরিত্যাগ করিয়া জীবসমূহকে ঘোর সংসার হইতে মুক্ত করিতে বৈষ্ণবাবতার পথ দেখাইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যের মত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

বৈষ্ণবাধিকারঃ।

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাদেব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

প্রণবের উচ্চারণ, শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মণী গমন করিলে শূদ্রগণ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

নিষেধবচনং যদ্বৎ পুরাণে শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তু বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

যে নিষেধবচন সকল পুরাণাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে, সে সকল অবৈষ্ণব-পর তত্ত্বদর্শীগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবদিগের বেদ পাঠে অধিকার আছে॥

অথ বৈষ্ণবভেদাঃ।

বৈষ্ণবোঽবৈষ্ণবশ্চেবোপাসকো দ্বিবিধো মতঃ।
বৈষ্ণবো বিষ্ণুদীক্ষাকঃ শাক্তাদিকো হ্যবৈষ্ণবঃ॥
বৈষ্ণবোঽপি দ্বিধা প্রোক্তঃ সামান্যঃ সাম্প্রদায়িকঃ।
সামান্যস্তান্ত্রিকো জ্ঞেয়ো বৈদিকঃ সাম্প্রদায়িকঃ॥
সাম্প্রদায়ী দ্বিভেদঃ স্যাৎ গৃহি-ন্যাসি-প্রভেদকঃ॥
তাপাদিদশসংস্কার-সম্পন্নাৎ ন্যাসিসংজ্ঞকঃ॥ ৩
সন্ন্যাসী চ দ্বিধৈবাদৌ ব্রহ্মবিষ্ণুপুরঃসরঃ।
ব্রহ্মসন্ন্যাসী কাশ্যাদৌ দশনামা প্রসিধ্যতি॥ ৪
উদাসীনবদাসীনো গৃহে বিষ্ণুপরায়ণঃ।
উদাসীনো গৃহী হ্যেতদ্বচনাদেব গৃহ্যতে॥ ৫
কৃতাদিত্রিষু যুগেষু পূর্ব্বং সামান্যবৈষ্ণবঃ॥

অস্যার্থঃ।

বৈষ্ণব যথা।—সামান্য সাম্প্রদায়িক, গৃহী-সন্ন্যাসী, ব্রহ্ম-সন্ন্যাসী, উদাসীন, বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক। এইরূপ নানাবিধ বৈষ্ণব আছে। তাহার মধ্যে তান্ত্রিক বৈষ্ণব সামান্য ও বৈদিক বৈষ্ণবকে সাম্প্রদায়িক বলা যায়। গৃহী সন্ন্যাসীকে সাম্প্রদায়ীর মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায়, উহাদের পঞ্চবিধ সংস্কার আছে ও সন্ন্যাসীদিগের দশবিধ সংস্কার আছে শুনিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ব্রহ্মোপাসক ও

কতকগুলি বিষ্ণুর উপাসক আছে। ব্রহ্মসন্ন্যাসী বৈষ্ণবগণ কাশীতে বাস করেন। উদাসীন বৈষ্ণবগণ গৃহীর ন্যায় বিষ্ণুর উপাসনা করেন। গৃহেতে উদাসীনের ন্যায় অর্থাৎ বিষয়ে অনাশক্ত হইয়া নিরন্তর বিষ্ণুর উপাসনা করিবে, সত্যাদি তিন যুগে সামান্য বৈষ্ণব ছিল। কলিযুগে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রিয়ো লৌকিকো যশ্চ ব্যবহার্য্যঃ প্রদৃশ্যতে।
প্রমাণং নাস্তি তত্রেতি ন কুর্য্যাৎ তত্ত্ববিজ্জনঃ॥
শাস্ত্রেঽস্তি নাস্তি লোকে চ লোকেঽস্তি নাস্তি শাস্ত্রকে।
তত্র সন্দেহঃ কার্য্যস্তু বিচার্য্যশ্চ প্রসজ্যতে॥

অস্যার্থঃ।

শাস্ত্রে এবং লোকে যে ব্যবহার প্রদর্শিত আছে, তাহাই করিবে। শাস্ত্রে কিংবা লোকে যে ব্যবহারের প্রমাণ নাই, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই সকল কার্য্য করিবে না। শাস্ত্রেতে যাহা আছে, লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নাই;—ব্যবহারে প্রচলিত আছে, শাস্ত্রে প্রমাণ নাই, সেই স্থানে সন্দেহ পূর্ব্বক পণ্ডিত ব্যক্তি বিচার করিয়া তাহাতে প্রশক্ত হইবে।

কলিতে সেই সকল সম্প্রদায়ী দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানকালে কেবল একমাত্র হরিনাম ও হরিভক্তদিগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা পাদ্মোত্তর খণ্ডে, শ্রীসদাশিবনারদসংবাদে—

বিভর্ত্ত্যলৌকিকং ভক্তো বদেদ্ধসতি নৃত্যতি।
পরমানন্দযুক্তোহসৌ ক্বচিৎ গায়তি নন্দতি॥
ক্রন্দত্যচ্যুতভাবেন গদ্গদেন পুনঃ পুনঃ।
অনুশীলয়ন্ গোবিন্দং ভজতে চানুমোদতে।
তরেদেবং বিষ্ণুমায়াং দুস্তরাং মুনিমোহিনীং॥

হরিভক্তদিগের প্রাদুর্ভাব আছে। উহারা গৌরপ্রেমে মত্ত হইয়া কখন হাস্য, কখন গান, কখন নৃত্য, উহারা এই রূপে গোবিন্দের অনুশীলন করিতে২ দুস্তর মায়াজাল ভেদ করিয়া চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বিজাদিলক্ষণং।

ভগবদ্ভক্তগণ ও ব্রাহ্মণগণ, বিদ্বান্ বা মূর্খ হউক, উহারা আমার তনু, ইহা ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন।

জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণঃ॥
ইতি শূলপাণিঃ।

অন্যদপি গীতায়াং।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

বিদ্যা বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং॥ইত্যাদি

ইহার অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতি চতুষ্টয়ের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম।

শৌক্রং তথা চ সাবিত্রং দৈক্ষঞ্চ জন্ম সম্মতং।

জন্মত্রয়ং ব্রাহ্মণানাং স্ত্রীশূদ্রাণাং দ্বিজন্মতা॥

অস্যার্থঃ।

ব্রাহ্মণগণের তিনবার জন্ম হয়। যথা প্রথম শৌক্র, ২য় সাবিত্র, ৩য় দৈক্ষ। স্ত্রী ও শূদ্রগণের দ্বিবিধ জন্ম মাত্র হয়। সাবিত্র জন্ম নাই।

তাৎপর্য্য।—পিতৃ শুক্র দ্বারা শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক মাতৃগর্ত্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়াকেশৌক্র জন্ম কহে। তৎপরে উপনয়ন সংস্কার সময়ে সাবিত্রী উপদেশ পাইলে আত্মাতে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাব উপস্থিত হয়, উহাই সাবিত্রী-সমুদ্ভূত সুতরাং সাবিত্র নামে ব্যবহৃত দ্বিতীয় জন্ম। অনন্তর দীক্ষা—সমুদ্ভূত দৈক্ষ সংস্কারকে তৃতীয় জন্ম জানিবে।

অন্যচ্চ পৈঠীনসীঃ:—

ক্ষমা দয়া দমো দানং ধর্ম্মঃ সত্যং শ্রুতং ঘৃণা।

বিদ্যা বিজ্ঞান মাস্তিক্য মেতদ্ ব্রাহ্মণ লক্ষণং॥

ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়বোধকশ্রুতিরপি যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ উরূ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ইতি ॥

অত্র বিচারঃ।

শূদ্রোঽপি বিপ্রো মন্তব্যো বিপ্রঃ শূদ্রোঽপি নিষ্ক্রিয়ঃ।

ইত্যাদি বচনে তাদৃশ শূদ্রের প্রশংসা এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণের নিন্দা মাত্র জ্ঞাপন।

ইত্যাদি বচনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পৃথক্ পৃথক্ জাতিবোধ হইতেছে। অন্যথা বিপ্রঃ শূদ্রোঽপি নিষ্ক্রিয় ইত্যত্র শূদ্র বা কে ও ব্রাহ্মণ বা কে ইহা নিশ্চয় হইতে পারে না এবং শূদ্রোঽপি সবলায়তে ইতি উপনিষদি য এবং বেদ স ব্রাহ্মণ ইতি বচনং ব্রহ্মজ্ঞানপ্রশংসাপরং। জন্মান্তরে ব্রহ্মবোধকং বা।

শ্রুতিরপি।

যথাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপূরণং ॥

ইতি শ্রুত্যা বেদাধ্যয়ননিষেধাৎ বেদাধ্যয়ন ঘটিত ব্রাহ্মণ লক্ষণং ন সম্ভবতি।

য এবং বেদ সবিষ্ণুরেব ভবতি।

এতদ্বচনে তাদৃশ জ্ঞানবতাং বিষ্ণুত্বাভিধানং প্রশংসাপরং। জন্মান্তরে বিষ্ণুত্বাবধারকং বা। পূর্ব্বোক্ত পৈঠীনসীর বচনে

ব্রাহ্মণ লক্ষণে ধর্ম্মঃ সত্যং শ্রুতং ঘৃণা ইত্যত্র শ্রুতং বেদাধ্যয়নং। বেদাধ্যয়নস্য উপনয়ন-পূর্ব্বকত্বাৎ ইত্যাদি।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে——

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাধ্যায়ী ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অস্যার্থঃ।

ব্রাহ্মণগণ জন্মকালীন শূদ্র তুল্য হয়েন। উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজ এবং বেদ অধ্যয়ন করিলে উহাঁরা বিপ্র এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর কেহ কেহ কহিয়া থাকেন ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

পদ্মপুরাণে——

সমদমাদ্যৈগুণৈর্যুক্তাঃ সর্ব্বারাধ্যো জগদ্গুরুঃ।

অস্যার্থঃ।

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ কহিয়াথাকেন, যে ব্রাহ্মণেতে শম দম ইত্যাদি সকল গুণ থাকে, তাঁহাকে জগদ্গুরু বলা যাইতে পারে।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

অস্যার্থঃ।

যাহারা ভগবানের ভক্ত, তাহারা শূদ্র হইলেও তাহা-

দিগকে শূদ্র বলা যায় না, তাহাদিগকে ভাগবতোত্তম বলিয়া জানিবা এবং জনার্দ্দনে যাহাদিগের ভক্তি নাই, তাহারা ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাদিগকে চণ্ডাল বলিয়া জানিবা।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

অস্যার্থঃ।

হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর হরিভক্তি শূন্য ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম জানিবা। হরিদাস প্রভৃতি তাহার নিদর্শন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রতি ভক্তি ও মহাপ্রভুর নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

শালগ্রাম পূজাধিকারঃ।

হরিভক্তিবিলাসে——

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন:॥

অস্যার্থঃ।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ও সুনিতীতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, ঐকান্তিক ভক্ত যে সৎ শূদ্র, ইহাদিগের শালগ্রাম শিলা পূজনে সর্ব্বথা অধিকার আছে। কিন্তু অসৎ-শূদ্রের কোন রূপে তৎপূজনে অধিকার নাই।

অত্রৈবান্যত্র——

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভতে শাশ্বতং পদং॥

অস্যার্থঃ।

স্ত্রী কিম্বা শূদ্র ব্রাহ্মণাদির সকলে যথাবিত্ত শিলাচক্র পূজা করিলে সেই ভগবানের নিত্য স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

শূদ্রমধিকৃত্য বায়ুপুরাণে। বায়ুপুরাণে শূদ্র অধিকার করিয়া বলিতেছেন—

অযাচকপ্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থ মাচরেৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥

অস্যার্থঃ।

যথাবিধানে দীক্ষা ও শিক্ষাদি গ্রহণ করত একান্ত ভগবদ্ভক্ত এবং যথাশাস্ত্রানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদিতে সতত রত, অথচ অযাচক ও দাতা যে শূদ্র, সে কৃষি বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া এবং পুরাণাদি শাস্ত্র নিত্য শ্রবণকারী, এমত যে সৎ-শূদ্র তিনি শিলাচক্র পূজা করিবেন।

———

শূদ্রস্যাপি দ্বিজত্বং।

যথাবিধানে দীক্ষা গ্রহণ করিলে শূদ্রও দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

অস্যার্থঃ।

যেমন খনিতে জাত ও পুটেতে জাত স্বর্ণ, বর্ণেতে গুণেতে মূল্যেতে তুল্যতা হয়, তেমনি যে শূদ্র, বিধিবিধানে বিষ্ণু-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যথাবিধি বিহিত শাস্ত্রানুসারে ভগবদর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তিও শাস্ত্রীয় বচন বলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যথা—

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজায়তে।

বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি ন চ বৈ দ্বিজঃ॥

অস্যার্থঃ।

চণ্ডাল যদি ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত হয়েন, হে মহীপাল! সেও দ্বিজত্ব লাভ করে। বিষ্ণুভক্তি বৈমুখ দ্বিজাতিও দ্বিজাতি হয়েন না।

মনু বলিয়াছেন——

ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।

মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ॥

অস্যার্থঃ।

যে শূদ্র ধর্ম্মবেত্তা, ধর্ম্ম লিপ্সায় দ্বিজাতি আচার ব্যবহার অথবা ভগবদ্ভক্ত ভাব আশ্রয় করে, সে পঞ্চমহাযজ্ঞাদি কর্ম্ম

নমস্কার মন্ত্র দ্বারা নির্ব্বাহ করিলে কোন প্রত্যবায় নাই, বরং তাহতে খ্যাতি লাভ করিতে পারে।

ভক্তিমার্গে জাত্যভাবঃ।

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান কি বলিতেছেন
শ্রবণ করুন।

মাং হি পার্থ! ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যু: পাপযোনয়:।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥

হে পার্থ! অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিত স্ত্রী সকল তথা বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য ভক্তিকে বিশিষ্ট রূপে আশ্রয় করিলে পরা গতি অবিলম্বে আশ্রয় করে। আমার ভক্তি মার্গাশ্রিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে জাতি বর্ণাদি সম্বন্ধীয় কোন প্রকার প্রতি-বন্ধক নাই।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং॥

যখন অন্ত্যজ জাতি সকলও আমার বিশুদ্ধ ভক্তির অধি-কারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কেননা ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়; তখন

পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও স্বরূপগত ভক্তি সম্বন্ধীয় আচার দ্বারা পুণ্যফলরূপ অমঙ্গল শীঘ্র দূরীভূত হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া আমার নিরবদ্য ভজন মাত্রই কর।

অথ আশ্রমাঃ।

পরাশরভাষ্যে বামনপুরাণং——

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণানাং প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থং ত্রয়ো মতাঃ॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ।
গার্হস্থ্যমুচিতং ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ॥
ক্ষণং উৎসবরূপং।

একাদশীতত্ত্বে——

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা ত্বয়া জীবন্ বণিক্ ক্রিয়া ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রম চতুষ্টয়ে থাকিয়া আশ্রমোক্ত কার্য্য সকল আচরণ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিনটি আশ্রম আশ্রয় করিতে পারেন, বৈশ্যগণ ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য এই দুইটিমাত্র আশ্রম আশ্রয় করিবেন। শূদ্র-

গণ গার্হস্থ্য আশ্রম ব্যতীত আর কোন আশ্রম আশ্রয় করিতে পারিবেন না। শূদ্রসকল একমাত্র ব্রাহ্মণের সেবা করিবেন। ইহাতে যদি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে বাণিজ্যাদি কার্য্যও করিতে পারেন।

কলৌ সন্ন্যাসনিষেধঃ।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

কলিতে কোন ব্যক্তিই অশ্বমেধ গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, পলপৈতৃক ও দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে পারিবেন না।

গৌরাঙ্গচন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পাপাশক্ত ও দুর্ব্বল কলির জীব সকলকে হরিভক্তি বিতরণ করিয়া পরিত্রাণ করিব।

কলৌ সন্ন্যাস নিষেধনং ক্ষত্রিয়বৈশ্যবিষয়মিতি
স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যলিখনাৎ।

এই স্থলে কোন২ কৌপীনধারী মহাত্মারা আধুনিক কৌপীনাদি ধারণ করিয়া বলিয়া থাকেন, যে আমরা মহা-প্রভুর ভেক গ্রহণ করিয়াছি।

শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া। প্রাপ্তং হি প্রতিষিধ্যতে। ব্রাহ্মণা আশ্রমচতুষ্টয়বন্তো ভবন্তি। ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বানপ্রস্থঃ

সন্ন্যাসী চ (ঐ সকল দেখ) তত্রোপনয়নানন্তরং নিয়মং কৃত্বা যো গুরোঃ সন্নিধৌ স্থিত্বা সাঙ্গবেদাধ্যয়নং করোতি, স ব্রহ্মচারী, সাঙ্গবেদাধ্যয়নং সমাপ্য যো দারপরিগ্রহং কৃত্বা স্বধর্ম্মচরণং করোতি। স গৃহস্থ উচ্যতে। পুত্র মুৎপাদ্য য়ো বনবাসং কৃত্বা অকৃষ্টপচ্য ফলাদিকং ভক্ষয়িত্বা ঈশ্বরারাধনং করোতি স বানপ্রস্থঃ। য়ঃ সর্ব্বগৃহাদিকং ত্যক্ত্বা মুণ্ডিতমস্তকো গৈরিক কৌপীনাচ্ছাদনং দণ্ডং কমণ্ডলুঞ্চ বিভ্রন্ ভিক্ষাবৃত্তিমবলম্ব্য নির্জ্জনে তীর্থে বা স্থিত্বা কেবলমীশ্বরারাধনং করোতি, স সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসিধর্ম্মাঃ।

সদম্নে বা কদম্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে পি বা।
সমবুদ্ধিশ্বস্য শর্যৎ সন্ন্যাসী স প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অস্যার্থঃ।

গৃহাদি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া গৈরিকবর্ণ কৌপীনাচ্ছাদন ও দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবন রক্ষা করতঃ নির্জ্জনে ও তীর্থে বাস করিয়া কেবল ঈশ্বরারাধন পূর্ব্বক কাল ক্ষেপণ করিবেন। এই সকলগুলি সন্ন্যাসীর সামান্য ধর্ম্ম। উত্তমান্ন ও দগ্ধান্নে সমান জ্ঞান করিবেন এবং মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান করিবেন, সর্ব্বদা বৃথা আলাপ বর্জ্জন করিবেন।

দণ্ডকমণ্ডলুরক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র সন্ন্যাসীতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শুদ্ধাচারো দ্বিজান্নঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে লোভাদিবর্জ্জিতঃ।
কিন্তু কিঞ্চিৎ ন যাচেত সন্ন্যাসীতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ধ্যায়েৎ নারায়ণং শশ্বৎ সন্ন্যাসীতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
শশ্বৎ মৌনী ব্রহ্মচারী সম্ভাষালাপবর্জিতঃ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যেৎ সন্ন্যাসীতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিশ্চ হিংসা মায়া বিবর্জিতঃ॥
ক্রোধাহঙ্কাররহিতঃ সন্ন্যাসীতি প্রকীর্ত্তিতঃ।
অযাচিতোপস্থিতঞ্চ মিষ্টামিষ্টঞ্চ ভুক্তবান্॥
ন যাচেত ভক্ষণার্থী সন্ন্যাসীতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ।
দারুময়ীমপি যোষাঞ্চ ন স্পৃশেৎ যঃ স ভিক্ষুকঃ॥
অয়ং সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্ম ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ৩৩ অধ্যায়ে॥

অস্যার্থঃ।

দণ্ড কমণ্ডলু রক্তবস্ত্র মাত্র ধারণ করিবেন অর্থাৎ শুদ্ধ শোভার্থ কোন বেশ ধারণ করিবেন না এবং সর্ব্বদা এক স্থানে বাস করিবেন না, শুদ্ধাচারে সর্ব্বদা থাকিবেন। এবং লোভাদি বর্জ্জিত হইয়া দ্বিজান্ন ভোজন বিনা অন্য জাতির অন্ন ভোজন করিবেন না। ক্ষুধায় পীড়িত হইলেও

কাহার নিকট যাচ্ঞা করিবেন না। সর্ব্বদা নারায়ণের ধ্যান-পরায়ণ হইবেন। বৃথালাপ বর্জ্জন পুরঃসর সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্মময় জ্ঞান করিবেন। সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইবেন অর্থাৎ শত্রু বা মিত্রে অভিন্ন জ্ঞান ধারণ করিবেন এবং হিংসা, মায়া, ক্রোধ, অহঙ্কার রহিত হইবেন। অযাচিত মিষ্টামিষ্ট বস্তু সকল ভক্ষণ করিবেন। ক্ষুধার্থী হইয়া কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিবেন না। স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন ও তাহাদের নিকট বাস করিবেন না। আর অধিক কি বলিব, সন্ন্যাসিগণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিতা স্ত্রীমূর্ত্তিরও স্পর্শনাদি করিবেন না। ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়াছেন॥

তথাহ কূর্ম্মপুরাণে—

যদা মনসি সম্পন্নং বৈতৃষ্ণং সর্ব্ববস্তুষু।
তদা বৈরাগ্যমিচ্ছেত্তু পতিতঃ স্যাৎ বিপর্য্যয়ে॥

অস্যার্থঃ।

সর্ব্ব বস্তু বিষয়ে যৎকালে একান্ত নিস্পৃহ হইবেন, তৎকালে তিনি বৈরাগ্য ধর্ম্মের আশ্রয় যোগ্য হইবেন। আর বিপরীত আচরণ করিলে পতিত হইবেন।

অত্র প্রমাণং——

প্রব্রজ্যা বসিতো রাজ্ঞা দাসশ্চামরণান্তিকমিতি॥
মিতাক্ষরাধৃতং য়াজ্ঞবল্ক্যবচনং॥

প্রব্রজ্যা সন্ন্যাসঃ।

* প্রব্রজ্যা বসিতা যত্র এয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নির্ব্বাসং কারয়েৎ বিপ্রং দাসত্বং ক্ষত্রবৈশ্যয়োঃ।

ইতি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃত মলমাসতত্ত্বয়ং কাত্যায়নবচনঞ্চ।

অস্যার্থঃ।

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী যদি একবার স্ত্রীগমন করেন, তবে তাঁহাকে যাবজ্জীবন দাস করিয়া রাখিবেন। এই কথা যাজ্ঞবল্ক কহিয়াছেন। অথবা সন্ন্যাস–চ্যুত হইলে রাজা ব্রাহ্মণকে বাসচ্যুত করিবেন; ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে দাস করিয়া রাখিবেন।

এই পর্য্যন্ত ঐহিক রাজ দণ্ড কথিত হইল, মৃত হইলে পরলোকে যমরাজও তাহাকে দণ্ড করিবেন।

তদ্যথা—

যস্তু প্রব্রজিতো ভূত্বা পুনঃ সেবেত মৈথুনং।
ষষ্ঠিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

ইতি মিতাক্ষরা ধৃত বশিষ্ঠ বচনং।

দক্ষ সংহিতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে—

পারিব্রাজ্যং গৃহীত্বা তু যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি।
শ্বপাদেনাঙ্কয়িত্বা তং রাজা শীঘ্রং প্রবাসয়েৎ॥

অস্যার্থঃ।

যে ব্যক্তি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে

পারে না, রাজা তাহাকে কুক্কুর পদ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া শীঘ্রই দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

গুরুতল্পে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্য্যং ব্রহ্মহন্যুঃ শিরঃ পুমান্॥

ইতি মনুঃ।

গুরুপত্নী গমনে গন্তার ললাটে ভগাকার চিহ্ন করিয়া দিবেন। সুরাপানে পান কর্ত্তার ললাটে সুরাপাত্রের চিহ্ন করিয়া দিবেন। স্বর্ণাপহরণে হর্ত্তার ললাটে কুক্কুরের পদ চিহ্ন করিয়া দিবেন। ব্রহ্মহন্তার ললাটে একটা পুরুষ-মস্তক আঁকিয়া দিবেন।

ঐরূপ চিহ্নে চিহ্নিত পাপিষ্ঠদিগের সহিত কদাচ কেহ ভোজন করিবেন না এবং উহাদের যাজনাদি ক্রিয়া করিবেন না, উহাদিগকে অধ্যয়ন করাইবে না এবং উহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না; উহারা অতি-শয় দুঃখিত হইয়া এই ধরাধামে পর্য্যটন করিবে।

প্রকৃত মনুসরামঃ—

ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োস্ত প্রথমং আশ্রমত্রয়ং বিহিতং, শূদ্রস্যৈকো গৃহস্থাশ্রমঃ ঈশ্বরারাধনন্ত; সর্ব্বেষাং বর্ণানাং আশ্রমানাঞ্চ সাধারণধর্ম্মঃ।

ইতি পুরাণার্থপ্রকাশঃ।

দ্বিজানাং সাধারণধর্ম্মাঃ।

একাদশে তু ব্যক্তমেব উক্তং—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষঃ সাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাঃ গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উল্লিখিত আছে যে, ভগবানের মুখ বাহু উরু ও চরণ হইতে আশ্রমের সহিত চারিবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র, ইহাদের গুণ সকলও পৃথক্২ রূপে নিরূপিত হইয়াছে।

তৎফলঞ্চ তত্রৈব—

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ তান্ত্রিকবৈদিকৈঃ।
অর্চ্চয়ন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মর্ত্ত্যো বিন্দত্যভীপ্সিতাং॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পুরুষ সকল বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ইহ ও পরলোকে নিজ২ অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই।

বামন পূরাণে—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মে বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব-নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং।
যানি বর্ণাশ্রমোক্তানি ধর্ম্মানিহ ন হাপয়েৎ।
যো হাপয়তি তস্যাসৌ পরিকুপ্যতি ভাস্করঃ॥

স্ব২ আশ্রমোক্ত ধর্ম্ম সকল কদাচ পরিত্যাগ করিবে না

উহা ত্যাগ করিলে ভাস্কর তাহাদের প্রতি অতিশয় কুপিত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। স্বীয় ধর্ম্ম আচরণ করিতে২ পরিণামে যদ্যপি বিপরীত ফল প্রতিফলিত হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর; কারণ পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও কুলাচারের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে চরমে পরম পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেৎ তু নিয়তো যথাবৎ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥

স্নাতক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় এইরূপ বিধি অনুসারে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়া বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মের অনুসারে বিশেষরূপে বিষয় বাসনা বিহীন হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেৎ বলী-পলিত মাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥

অস্যার্থঃ।

গৃহস্থ যখন আপনাদের চর্ম্মের শিথিলতা ও কেশপক্বতা এবং পুত্রের পুত্র হইল দেখিবে, তখনই বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য বনে গমন করিবে।

সন্ত্যজ্য গ্রাম্য মাহারং বসনং ভূষণং তথা।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥

অস্যার্থঃ।

ধান্য যব গোধূমাদি সমুদায় গ্রাম্য আহার দ্রব্য, পরিচ্ছদ

ও গ্রাম্য ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া বন গমনে অনিচ্ছুক পত্নীকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া বা পত্নীর ইচ্ছা হইলে তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করিবে।

অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্য চাগ্নিপরিচ্ছদং।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রৌত অগ্নি অর্থাৎ সুসংস্কৃত অগ্নি ও তাহার উপকরণ, স্রুক্ স্রুবাদি গ্রহণ করিয়া গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমন পূর্ব্বক তথায় বাস করিবে॥

বসীত চর্ম্ম চিরং বা সায়ং স্নায়াৎ প্রগে তথা।
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং শ্মশ্রু-লোম-নখানি চ॥

মৃগচর্ম্ম বা কৌপীন, বৃক্ষের ছাল প্রভৃতি পরিধান ও প্রাতঃ-সায়াহ্নে স্নান করিবে। সর্ব্বদা জটা শ্মশ্রু নখ লোম ধারণ করিবে ইত্যাদি।

তথাহি মনুঃ——

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং॥

যিনি শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি এই ধরায় অশেষ সুখ ও মহতী কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন।

শ্রুত্যাদ্যনাদরে দোষাঃ।

তথাচ ব্রহ্মজামলে—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ও নারদপঞ্চরাত্রি প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অনাদর করিয়া কেবল যে ঐকান্তিকী হরিভক্তি, তাহা কেবল উৎপাতের নিমিত্তই হইয়া থাকে জানিবা।

স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ধর্ম্মের অনাদরে দোষ কহিতেছেন যথা—

বান্তাশ্যুল্কমুখঃ প্রেতো বিপ্রধর্ম্মাৎ স্বকাৎ চ্যুতঃ।
অমেধ্যকুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ॥
মৈত্রাক্ষজ্যোতিকপ্রেতো বৈশ্যো ভবতি পূয়ভুক্।
বৈনাশকশ্চ ভবতি শূদ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাৎ চ্যুতঃ॥

অস্যার্থঃ।

স্বধর্ম্মচ্যুত ব্রাহ্মণেরা পরলোকে ছর্দ্দিভোজী উল্কামুখ নামে প্রেতবিশেষ হয়েন অর্থাৎ আলেয়া সদৃশ, প্রেত-বিশেষ। স্বধর্ম্মচ্যুত ক্ষত্রিয়েরা বিষ্ঠা এবং মৃত শরীর ভোজী কটপূতন নামে প্রেতবিশেষ হয়েন। বৈশ্যও ঐরূপ। স্বধর্ম্ম-চ্যুত শূদ্র, বস্ত্র স্থিত কীট ভোজী চেলা প্রেতবিশেষ হয়েন।

ব্রাহ্মণধর্ম্মাঃ।

এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কহিতেছি শ্রবণ কর—

অধ্যাপনং অধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥

অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ষণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

প্রাগুক্ত ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটী ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা।

আজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণাঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥

ব্রাহ্মণেরা স্ব—বৃত্তি দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, যদি তাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন; ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে কৃষ্যাদি বৈশ্য ধর্ম্মও অবলম্বন করিতে পারেন।

গৌতমকল্পে—

আপৎকল্পে ব্রাহ্মণস্যাব্রাহ্মণাঃ বিদ্যোপযোগো হনুগমনং শুশ্রূষা সমাপ্তে ব্রাহ্মণো গুরুর্যাজনাধ্যাপনপ্রতিগ্রহাঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বপূর্ব্বং গুরোস্তদলাভে ক্ষত্রিয়বৃত্তিঃ তদলাভে-

বৈশ্য বৃত্তিঃ। অপরমপি য়থোক্তকৃষিবাণিজ্যে চ স্বয়ংকৃতে ॥

ব্রাহ্মণ আপৎকালে ক্ষত্রিয় হইতে অধ্যয়ন করিতে পারে, অধ্যয়নকালে অনুগম ও গুরুশুশ্রূষা করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে ঐ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ক্ষত্রিয়ের গুরু হইবেন। যাজন, অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ এই তিনটি জীবিকা ইহার মধ্যে পূর্ব্বকল্প প্রধান। এই সমস্ত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। উহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে বৈশ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে এবং অন্যত্র লিখিত আছে ব্রাহ্মণ কৃষি বাণিজ্যাদি করিতে পারে ॥

একোদ্দেশেন প্রবৃত্তৌ অন্যস্যাপি সিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ ॥

জিজ্ঞাসিত ধর্ম্ম নির্ণয়ের উপষ্টম্ভে জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মের নির্দ্দেশ প্রসঙ্গ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নিষ্ঠ: ব্রহ্মযজ্ঞরত: সদা।
শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শুচিমান্ ব্রহ্মতেজো সিবিবর্সী ॥

পূর্ব্বকালে নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী নর্ম্মপুর নামক নগরে শাণ্ডিল্য গোত্রে মহাতপা ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ, বিশ্বানর মুনি জন্ম গ্রহণ করেন।

গৃহিধর্ম্মাঃ।

দেবৈর্ম্মনুষ্যৈঃ পিতৃভিস্তির্য্যগ্ভিশ্চোপজীব্যতে।
গৃহস্থঃ প্রত্যহৈব যস্মাৎ তস্মাৎ শ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমঃ ॥

অস্যার্থঃ।

গৃহস্থ দেবলোক, পিতৃলোক, মনুষ্য ও পশুদিগেরও প্রত্যহই উপজীব্য হইয়াছে, এইহেতু সর্ব্বাপেক্ষা গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।

অস্নাত্বা চাপ্যহুত্বা বাহদত্ত্বা চাশ্নাতি য়ো গৃহী।
বেদাদীনামৃণী ভূত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে ॥

যে গৃহস্থ স্নান, হোম, অতিথিসৎকার প্রভৃতি কর্ত্তব্য কার্য্য সকল না করিয়া ভোজন করে, সেই গৃহস্থ দেবতাদিগের নিকট ঋণী হইয়া দীর্ঘকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে ত্বজপী পূয়শোণিতং।
অহুতাশী কৃমিং ভুঙ্‌ক্তে অদত্বা বিড়্‌বিভোজনং ॥

যে নরাধম অস্নাত হইয়া ভোজন করে, তাহার ভোজন মলের তুল্য হয়। অজপী ব্যক্তির ভক্ষ্য দ্রব্য পূযশোণিত তুল্য ও অহুতভোজী ব্যক্তির ভোজন কৃমি ভোজনের তুল্য এবং যে পামর দান না করিয়া ভোজন করে, সে বিষ্ঠা ভোজন করে।

সর্ব্বদা ব্রহ্মযজ্ঞে রত, ব্রহ্মতেজোনিধি সেই জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণুভক্ত পরমভক্ত বিশ্বানর, অখিল শাস্ত্রার্থ ও লৌকিকাচার সকল পরিজ্ঞাত ছিলেন। একদা তিনি মনে২ পরিধ্যান করিয়া পরে চিন্তা করিলেন যে, আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ আশ্রম

সম্যক্‌রূপে আচরণ করিলে ইহকাল ও পরকালে পরম সুখ লাভ করা যায়, ঈদৃশ অতি শ্রেয়স্কর আশ্রম কি আছে?

ইদং শ্রেয়স্ত্বিদং শ্রেয়স্ত্বিদং তু সুকরং ভবেৎ।
ইত্থং সর্ব্বং সমালোচ্য গার্হস্থ্যং স প্রশংস হ॥

এই আশ্রম শ্রেয়স্কর কি এই আশ্রম শ্রেয়ঃসাধন ও সুখ সাধ্য?—এই প্রকারে আশ্রমসমস্ত মনে মনে আলোচনা করিয়া পরিশেষে গার্হস্থ্য আশ্রমকেই বহুতর প্রশংসা করিলেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইহাদিগের সকলেরই গৃহস্থই আশ্রয়স্বরূপ।

ব্রহ্মচর্য্যং হি গার্হস্থ্যং যাদৃক্ কল্পনয়া স্থিতং।
স্বভাবচপলে চিত্তে কৃতমপ্যকৃতং তদা॥

এই গৃহস্থাশ্রমে যে প্রকার ব্রহ্মচর্য্য দেখা যায়, সেই প্রকার চপলমতি ব্রহ্মচারীতেও দেখা যায় না। যে ব্রহ্মচারী ছলে বা লোকভয়ে কিংবা কোন স্বার্থ বশতঃ যদি স্বধর্ম্ম-বিরোধী কোন গর্হিত কার্য্য মনে মনে সঙ্কল্প করেন, তাহাহইলেও তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া থাকে।

পরদারপরিত্যাগাৎ স্বদারপরিতোষণাৎ।
ঋতুকালাভিগামিত্বাৎ ব্রহ্মচারী গৃহীরিতঃ॥

পরস্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া তাহার প্রীতি সম্পাদন করিলে গৃহস্থ ব্রহ্মচারী হইতে পারেন।

বৈরাগ্যাৎ গৃহমুৎসৃজ্য গৃহধর্ম্মান্ হৃদি স্মরেৎ।
স ভবেদুভয়োঃ ভ্রষ্টো ন বনস্থো ন বা গৃহী॥

যে ব্যক্তি বৈরাগ্য বশতঃ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহধর্ম্ম স্মরণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বানপ্রস্থ ও গার্হস্থ উভয় আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

অযাচিতোপস্থিতয়া যো বৃত্ত্যা বসতে গৃহী।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টঃ ভিক্ষুকাৎ স বিশিষ্যতে॥

যদি কাহার নিকট যাচ্ঞা না করিয়া উপস্থিত বস্তু দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং যে কোন বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকে; এই প্রকার গৃহস্থ, ভিক্ষুকাশ্রম হইতেও শ্রেষ্ঠ॥

ইতি বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিয়াং বৈষ্ণবাধিকারাদি কথনং সমাপ্তং

অথ বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক-বৈষ্ণবানাং আহ্নিক-পূজাকালীন-বস্ত্রধারণবিধিঃ।

যদাহ অত্রিঃ —

অধৌতং ক্ষারধৌতং বা পরেদ্যুর্ধৌত মেব বা।
কষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপিনঞ্চ পরিত্যজেৎ॥
নচার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন।

তদ্বিষয়ে অত্রি কহিতেছেন দেখ — অধৌত বস্ত্র কিংবা

রজক ধৌত বস্ত্র অথবা কষায় বস্ত্র, মলিন বস্ত্র ও কৌপীন ধারণ করিয়া পূজাদি করিবে না। বস্ত্র আর্দ্র থাকিতে কদাচ পরিধান করিবে না।

অন্যচ্চ——

নগ্নো মলিনবস্ত্রঃ স্যাৎ নগ্নশ্চার্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ।
নগ্নো দ্বিগুণবস্ত্রঃ স্যাৎ নগ্নো রক্তপটস্তথা॥
নগ্ন শ্যোতবস্ত্রঃ স্যাৎ নগ্নঃস্নিগ্ধপটস্তথা।
দ্বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ॥
শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি।
মোহাৎ কুর্ব্বন্নধো গচ্ছেৎ তদ্ভবেদাসুরং কৃতং॥
জপহোমাপবাসে তু ধৌতবস্ত্রধরো ভবেৎ।
অলঙ্কৃতঃ শুচির্মৌনী শ্রাদ্ধাদৌ চ জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

অস্যার্থঃ।

যাহার অধৌত বস্ত্র এবং অপবিষ্কৃত, তিনি উলঙ্গ। যাহার বস্ত্র সাধারণ পরিমাণের অর্দ্ধেক, তিনি উলঙ্গ। যাহার বস্ত্র দ্বিগুণ তিনি উলঙ্গ। যাহার বস্ত্র রক্তবর্ণ, তিনি উলঙ্গ। যাহার বস্ত্র হোম ঘৃত-দগ্ধ, শ্যোত, তিনি উলঙ্গ। যাহার বস্ত্র তৈলাক্ত, তিনি উলঙ্গ। যাহার দুই কচ্ছ, তিনি উলঙ্গ। যাহার উত্তরীয় নাই, তিনি উলঙ্গ। যাহার বস্ত্র পরিধান নাই, তিনি ত উলঙ্গই বটেন।

উলঙ্গ ব্যক্তি, বেদোক্ত এবং স্মৃতি প্রতিপাদিত

কর্ম্ম অথবা ভক্তিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্ম্ম, মনো মধ্যে চিন্তাও করিবে না। অজ্ঞান বশত যদি করে, তাহা হইলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। আর কার্য্যাদি অর্থাৎ মন্ত্রজপ, হরি-নামাদি করা হইলে অসুরগণের তৃপ্তি সাধন করা হয়॥

অন্যচ্চ গোভিলঃ—

একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাৎ দেবতার্চ্চনং॥

অপিচ ত্রৈলোক্যমোহনপঞ্চরাত্রে যথা—

শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ।

অঙ্গিরাঃ——

শৌচং সহস্ররোমানাং বায়বগ্ন্যর্কেন্দুরশ্মিভিঃ।

রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্ট মাবিকং নৈব দুষ্যতি॥

বস্ত্র ধারণ বিষয়ে অঙ্গিরা অন্য প্রকার যাহা কহিয়াছেন, তাহাও কহিতেছি। যে বস্ত্র অসংখ্য লোম দ্বারা নির্ম্মিত, তাহার বিশুদ্ধি বায়ু অগ্নি এবং চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ দ্বারা হইয়া থাকে। মেষলোম নির্ম্মিত বস্ত্রে রেতঃ-স্পর্শ ও শব-স্পর্শ হইলেও দোষ হয় না।

কাকবিষ্ঠা সমং হ্যুক্তং মবিধৌতঞ্চ যদ্ভবেৎ।

রজকাদাহৃতং যচ্চ ন তদ্বস্ত্রং ভবেচ্ছুচি॥

অস্যার্থঃ।

যে বস্ত্র ধৌত করা নহে, তাহাকে কাকবিষ্ঠার সমান কহিয়া থাকে। যে বস্ত্র রজকের আলয় হইতে আসিয়াছে, তাহাও শুদ্ধ নহে।

কিঞ্চান্যত্র —

ধারয়েদ্বাসসী শুদ্ধে পরীধানোত্তরীয়কে।

অচ্ছিন্নস্বদশে শুক্লে আচমেৎ পীঠসংস্থিতঃ॥

আরও কহিতেছি – যাহা ছিন্ন নহে এবং যাহার দশাগুলি অতিসুন্দর, এরূপ পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিবে॥

ইতি বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং বস্ত্রধারণবিধিঃ সমাপ্তঃ।

অথ দ্বাদশতিলকাদি-বিধিঃ।

ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যাৎ নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।

দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধপৌণ্ড্রানি বৈষ্ণবঃ॥

কেশবাদি দ্বাদশ নামে দ্বাদশ তিলক ধারণ করিবে॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীশ্রীমৎ হরিভক্তিবিলাসে যথা—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ, নারায়ণমথোদরে।

বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু, গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥

বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ, বাহৌ চ মধুসূদনঃ।

ত্রিবিক্রমং কন্দরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে।

শ্রীধরং বামবাহৌ তু, হৃষীকেশন্তু কন্দরে।

পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।

তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবায়েতি মূর্দ্ধনি॥

দ্বাদশতিলকবিধি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে আছে, তাহাই শ্রীশ্রীমৎহরিভক্তিবিলাস দেখিয়া তিলকের ক্রম, নির্দ্দিষ্ট স্থান ও মন্ত্রাদি লিখিত হইল যথা—

ললাটে কেশবায় নমঃ, উদরে নারায়ণায় নমঃ. বক্ষঃস্থলে শ্রীমাধবায় নমঃ, কণ্ঠস্থলে শ্রীগোবিন্দায় নমঃ, দক্ষিণ-পার্শ্বে বিষ্ণবে নমঃ, দক্ষিণ বাহুতে শ্রীমধুসূদনায় নমঃ, দক্ষিণ স্কন্ধেতে শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ, বামপার্শ্বে শ্রীবামনায় নমঃ, বামবাহুতে শ্রীশ্রীধরায় নমঃ, বাম স্কন্ধেতে শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ, পৃষ্ঠদেশে শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ, কটিতে শ্রীদামোদরায় নমঃ। অনন্তর বামহস্তের প্রক্ষালিত জল শ্রীবাসুদেবায় নমঃ —এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ স্বীয় মস্তকে ধারণ করিবে।

কিঞ্চ——

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতং।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে॥
ইতি ন্যাসং সমাচর্য্য সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
ন্যসেৎ কিরীটমন্ত্রঞ্চ মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে॥

অস্যার্থঃ।

আরও সকলেরই প্রথমে ললাটেই রচনার বিধান আছে। ললাটাদি ক্রম অনুসারেই ধারণের বিধান করা হইল।

অথ কিরীটমন্ত্র যথা—

ওঁ কিরীট কেয়ূর হার মকর কুণ্ডল—
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্ত পীতাম্বর ধর—
শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল শ্রীভূমিসহিত—
স্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ।

যাহার অঙ্গে সুন্দর কিরীট কেয়ূর ও কুণ্ডল শোভমান; যাহার হস্ত, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে শোভিত; যিনি পীত-বসন-ধারী; শ্রীবৎস দ্বারা অলঙ্কৃত যাঁহার বক্ষঃস্থল; লক্ষ্মীর আলয় সহিত নিজ সুন্দর জ্যোতির প্রকাশ করিয়া এবং সহস্র সূর্য্য তুল্য তেজশালী, তাঁহাকে নমস্কার।

অত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য নিত্যতামাহ পাদ্মে, শ্রীভগবদুক্তং—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থং বা রক্ষার্থং চতুরানন।
মৎপূজাজপকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহং ॥

অস্যার্থঃ।

হে চতুরানন! আমার ভক্ত ব্যক্তি, বৈষ্ণবগণ, স্থিরচেতা হইয়া সন্ধ্যা ও প্রাতঃ কালে আমার পূজা ও হোম সময়ে আমার প্রিয় সাধনের জন্য ও নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত, স্বীয় রক্ষার নিমিত্ত, ভয়নাশক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অবশ্যই ধারণ করিবে।

স্কান্দে কার্ত্তিক—প্রসঙ্গে—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা শুভ্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
চণ্ডালোঽপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥

অস্যার্থঃ।

যাহার ললাট দেশে শুভ্র মৃত্তিকার ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, সে যদি চণ্ডালও হয়, তথাপি তাহার আত্মা অতি পবিত্র।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মী ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতং যশঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা মূর্ত্তিঃ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতো হরি॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং যং শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি।
আকল্পকোটি পিতরস্তস্য তৃপ্তা ন সংশয়ঃ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে।
তদা বিংশৎ কুলং তস্য নরকাদুদ্ধরাম্যহং॥

তত্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণবিধিঃ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিং॥

অস্যার্থঃ।

হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি আদর্শ বা জলে প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়েন।

অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ॥

তস্মাৎ ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং সুশোভনং।
বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে॥

অস্যার্থঃ।

যে সকল অধম দ্বিজ, ছিদ্রবিহীন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করে, তাহাদিগের ললাটে সর্ব্বদাই কুক্কুরের পদ স্থাপিত থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব হে শুভদর্শনে! দণ্ডাকৃতি ছিদ্র যুক্ত সাতিশয় সুন্দর পুণ্ড্র ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীদিগের সর্ব্বদা ধারণ করা উচিত।

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানাং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে।
অন্যেষাস্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

অস্যার্থঃ।

বিষ্ণুমন্ত্র-উপাসক ব্রাহ্মণদিগের পক্ষেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের ব্যবস্থা, অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে ত্রিপুণ্ড্রের ব্যবস্থা, বেদবিহিত বিজ্ঞেরা ইহাই কহিয়াছেন। শূদ্রাদি, বিষ্ণুমন্ত্র-উপাসক হইলে তাহাদের পক্ষেও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণের বিধি জানিবে।

তত্রগোপীচন্দনাপীকৃতং ঊর্দ্ধপুণ্ড্র মাহাত্ম্যং।

উক্তঞ্চ গরুড়-পুরাণে নারদেন—
যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং,
করে সমাদায় ললাট পট্টকে।

করোতি নিত্যন্তু তথোর্দ্ধপুণ্ড্রং।
ক্রিয়াফলং কোটিগুণং সদা ভবেৎ ॥

অস্যার্থঃ।

নারদ কহিয়াছেন—যিনি দ্বারকাজাত মৃত্তিকা হস্তে লইয়া ললাটপট্টকে প্রত্যহ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তাহার ক্রিয়াফল কোটিগুণে বৃদ্ধি হয়।

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেৎ মৃদা।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে।
সমারভ্য ভ্রুবোর্ম্মূলং অন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥

নাসিকার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয় বিভাগকে নাসিকার মূল কহে। ভ্রূর মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্র রচনা করিবে।

অতএব উক্তং হরিমন্দিরলক্ষণং—
নাসাদি কেশপর্য্যন্তং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্র-সমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং ॥
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মাৎ মধ্যে। ন লেপয়েৎ

এই উদ্দেশে হরিমন্দিরেয় লক্ষণ বলা হইতেছে। নাসা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতিশয় সুন্দর

এবং মধ্যে ছিদ্রযুক্ত যে পুণ্ড্র, উহাকেই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে।

পুণ্ডে বামপার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব ও মধ্যস্থলে বিষ্ণু অতএব মধ্যস্থলে সচ্ছিদ্র রাখিবে।

তুলসী মৃত্তিকা দ্বারাও পুণ্ড্র রচনার বিধান করিতেছেন যথা—

তুলসীমৃত্তিকা–পুণ্ড্রং যঃ করোতি দিনে দিনে।
তস্যাবলোকনাৎ পাপং যাতি বর্ষকৃতং নৃণাং॥

ইতি বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিয়াং বস্ত্রাদি-ধারণবিধিঃ সমাপ্তঃ।

অথ বৈষ্ণবানাং উপসনাঙ্গ-আচমনবিধি।

যথা—

হরিভক্তির তৃতীয় বিলাসে—

ত্রিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবম্।
অথ প্রক্ষালণে দ্বয়োঃ পাণ্যোঃ গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যুভৌ॥
মধুসূদন মেকঞ্চ মার্জ্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমং।
উন্মার্জ্জনেঽপ্যধরয়োর্ব্বামনশ্রীধরাবুভৌ॥
প্রক্ষালণে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ।
পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নি দামোদরং ততঃ॥

বাসুদেবং মুখে সংকর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ।
নাসয়োর্নেত্রযুগলে অনিরুদ্ধ-পুরুষোত্তমৌ ॥
অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতং।
জনার্দ্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ ॥
দক্ষিণে তু হরিংবাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি।
নামান্তঞ্চ চতুর্থান্তমাচরেৎ ক্রমতো জপন্ ॥
অশক্তশ্চৎ কেবলং দক্ষিণকর্ণং পশেৎ ॥

অস্যার্থঃ।

কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ ও মাধবায় নমঃ—এই মন্ত্র দ্বারা আচমন করিবে। গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ—এই মন্ত্র দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিবে। বামনায় নমঃ—এই মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ওষ্ঠ স্পর্শ করিবে। শ্রীধরায় নমঃ এই মন্ত্রে অধর স্পর্শ করিবে। হৃষীকেশায় নমঃ—এই মন্ত্রে হস্ত-দ্বয় প্রক্ষালণ করিবে। পদ্মনাভায় নমঃ—এই মন্ত্রে পাদদ্বয়ে জল প্রক্ষেপ করিবে। দামোদরায় নমঃ—এই মন্ত্রে নিজের মস্তকে জল সেচন করিবে। বাসুদেবায় নমঃ—এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। সঙ্কর্ষণায় নমঃ—এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ করিয়া দক্ষিণ নাসা স্পর্শ করিবে। প্রদ্যুম্নায় নমঃ—এই মন্ত্রে বাম নাসা স্পর্শ করিবে। পুরুষো-ত্তমায় নমঃ ও অনিরুদ্ধায় নমঃ—এই মন্ত্রে বাম ও দক্ষিণ চক্ষু স্পর্শ করিবে। পুনশ্চ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অধোক্ষজায় নমঃ—

ও নৃসিংহায় নমঃ—এই মন্ত্রে বাম ও দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। অচ্যুতায় নমঃ—এই মন্ত্রে নাভি স্পর্শ করিবে। জনার্দ্দনায় নমঃ—এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে। উপেন্দ্রায় নমঃ—এই মন্ত্রে মস্তক স্পর্শ করিবে। হরয়ে নমঃ—এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহু ও কৃষ্ণায় নমঃ—এই মন্ত্রে বাম বাহু স্পর্শ করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেই ঐরূপ আচমন সিদ্ধি হইবে।

ইতি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিয়াং আচমনবিধিঃ সমাপ্তঃ

অথ উপাসনা।

উপাসনা চতুর্ব্বিধা ভবন্তি তদ্যথা—

বিশ্বরূপোপাসকাঃ, অহংগ্রহোপাসকাঃ।

প্রতীকোপাসকাঃ, আনুগত্যোপাসকাঃ॥

ইতি চতুর্ব্বিধাঃ।

অস্যার্থ।

বিশ্বরূপেতি বিভূতি উপাসনা অর্থাৎ এই দেবতা সেই বিশ্বতোমুখ, ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিষ্ণু। এইরূপে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য এই সকলকে অভেদরূপে চিন্তা করার নাম বিভূতি উপসনা।

অথ অধিকারীপ্রকরণ।

বশীভবন্তি দেবাদ্যা যস্যাশা গৌরপাদয়োঃ।
ক্ষুদ্রনৃপাস্তু কিং গণ্যাস্তদ্ভক্তাস্ত্বধিকারিকাঃ॥

অস্যার্থঃ।

অহে! আমার সন্দেহ হইতেছে যে, নৃপতিরা শ্রীচৈতন্য-দেবের চরণকমল আশ্রয় করিতে কামনা করেন কি না। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে রাজ-অনুমতির আবশ্যকতা আছে। গ্রন্থকার এ বিষয়ে সক্রোধে কহিতেছেন যথা—"আশা যস্যে-ত্যাদি" অপর মূলার্থে প্রকাশ আছে। উপসংহার—শ্রীগৌরদেবের চরণকমলে যাহার আশা আছে, দেবতারাও তাহার বশতাপন্ন; অতএব তদধিকারী ভক্তের নিকট ক্ষুদ্র নৃপতিরা কিরূপে গণ্য হইবেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মহামূল্য চিন্তামণি প্রাপ্ত হইলে কোন্ মূঢ় ব্যক্তি রজতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়?

ত্রিবিধাধিকারী কথনং।

উত্তমো মধ্যমশ্চ স্যাৎ কনিষ্ঠশ্চেতি সত্রিধা।

অস্যার্থঃ।

অধিকারী ত্রিবিধ; উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

অত্র উত্তমো যথা—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়ঃ শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥

অস্যার্থঃ

যে ব্যক্তি শাস্ত্রে ও যুক্তিতে নিপুণ; অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, ভক্তিশাস্ত্রে ভাগবতাদিতে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান্ ও দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত, সেই ব্যক্তিই উত্তম অধিকারী বলিয়া কথিত।

মধ্যমাধিকারী যথা—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।

অস্যার্থঃ।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রাদিতে নিপুণ নহে, কিন্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ তাহাকেই মধ্যম অধিকারী কহে।

কনিষ্ঠাধিকারী যথা—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ সঃ কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।

অস্যার্থঃ।

যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা অতি কোমল অর্থাৎ তার্কিকগণের তর্ক শ্রবণ করিলে শাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধার অল্পতা জন্মে, তাহাকেই কনিষ্ঠ অধিকারী কহে।

অত্র গীতাদিযুক্তানাং চতুর্ণাং।

গীতাদি শাস্ত্রে অধিকারীচতুষ্টয় নিরূপিত আছে, তন্মধ্যে যাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হয়, সেই সেই

অধিকারী আপন আপন স্বার্থযুক্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ভক্তিতে অধিকারী হইয়া থাকেন। শৌনক প্রভৃতি মহাত্মগণ এবং ধ্রুব ও সনকসনন্দাদি পরম ভাগবতগণই তাহার নিদর্শন। গীতাদিতে ভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট ভক্তির যে চতুর্ব্বিধ অধিকারী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা এই ত্রিবিধ অধিকারী নিরূপণমাত্র; বাস্তবিক উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই ত্রিবিধভেদই ভাগবতমহাত্মগণের মীমাংসিত। যথা গীতায়াং—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে্মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একো ভক্তো বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। উদারা সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানিনস্ত্বৈব মে মতম্। আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিং। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য দেবতাঃ॥

অস্যার্থঃ।

হে অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী* এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতশালী ব্যক্তিরা আমার ভজনা করিয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিধ অধিকারীর মধ্যে জ্ঞানীভক্তই সকলের শ্রেষ্ঠ।

---

* আর্ত্ত—যে ব্যক্তি পীড়িত বা বিপদাপন্ন। জিজ্ঞাসু—আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভে যে বাসনা করে। অর্থার্থী—ভোগার্থ ভোগসাধন অর্থের অভিলাষী। জ্ঞানী—আত্মতত্ত্ববিৎ।

কারণ আমাতেই তাহার ঐকান্তিক ভক্তি ও আমাতেই তাহার মন নিরন্তর অনুরক্ত থাকে। আমি জ্ঞানিদিগের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং জ্ঞানীগণও আমার অতিশয় প্রিয়। অন্যান্য ভক্তেরা আমার প্রিয়পাত্র নহে তাহা বলিতে পারি না; ফল জ্ঞানীভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিভক্তেরাই আমার সাক্ষাৎ আত্মা-স্বরূপ। জ্ঞানী ভক্ত আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকে। বহু বহু জন্মের পর জ্ঞানবান হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারে। জ্ঞানিভক্তগণ সকলই বাসুদেবময় বলিয়া জ্ঞান করেন; সুতরাং জ্ঞানী ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। যাহারা বিবিধ কামনাবদ্ধ, সুতরাং ভক্তিবিহীন, তাহারা হৃতজ্ঞান হইয়া আমাকে লাভ করিতে অসমর্থ হয় এবং অন্যদেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে এইজন্যই তাহাদি-গকে পুনঃপুনঃ শরীর ধারণ করিতে হয়। যতো ইত্যাদি ভাগবতে—

ভুক্তির্মুক্তিঃ স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

অস্যার্থঃ।

যাবৎ ভক্তি ও মুক্তি স্পৃহারূপিণী পিশাচী হৃদয়ে অবস্থিতি করে, তাবৎ ভক্তিসুখ জ্ঞানীপুরুষের অভ্যুদয় লাভ কিরূপে হইবে?

বেদান্তমতে ঈশ্বর উপাসনার অধিকারী যথা—

অধিকারী তু—বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধি-গতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ-

বর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃসাধনচতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা।

অস্যার্থঃ।

বিধিবাক্যানুসারে যাহারা বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া সামান্যতঃ বেদার্থসকল অবগত হইয়াছেন, যাঁহারা ইহজন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপসমূহ বিনাশ পূর্ব্বক অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা সাধন করিয়াছেন এবং যাঁহারা সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন, তাঁহারাই ঈশ্বরতত্ত্বপর্য্যালোচনায় অধিকারী। এই অধিকারীবিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতিকথিত প্রমাণ প্রদান করিতেছি। তদ্‌যথা—

শান্তো দান্ত ইত্যাদিশ্রুতেঃ। উক্তঞ্চ—প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায় প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিণে। গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে ইতি।

অস্যার্থঃ।

যাহারা শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্দোষ, আজ্ঞাবহ, গুণবান্, সর্ব্বদা অনুগত ও মুমুক্ষু, এবম্বিধ শিষ্যকে এই সকল বিষয়ের উপদেশ দিবে।

ন্যায়শাস্ত্রমতে ঈশ্বরোপাসনায় অনধিকারীর লক্ষণ লিখিত হইতেছে। যথা—

তদুক্তং মণিকৃতা,—তস্মাদবিবেকিনঃ সুখমাত্রলিপসবো বহুতরদুঃখানুবিদ্ধং সুখমুদ্দিশ্য শিরো মদীয়ং যদি যাস্যতি কৃত্বা পরদারাদিষু প্রবর্ত্তমানা ইত্যাদি বদন্তো নাত্রাধিকারী।

অস্যার্থঃ।

মণিকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যে সকল সুখলিপ্সু অবিবেকী বহুতর দুঃখপূর্ণ কিঞ্চিন্মাত্র সুখের উদ্দেশে "আমার মস্তক যাউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই," এই বলিয়া পরদারাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ঈশ্বরোপাসনায় অধিকারী হইতে পারে না।

উক্ত দর্শনে অধিকারীর লক্ষণও ব্যক্ত আছে, যথা—

যে চ বিবেকিনঃ অস্মিন্ সংসারকান্তারে কিয়ন্তি দুঃখদুর্দ্দিনানি কিয়তী বা সুখখদ্যোতিকা ইতি কুপিতফণিফণামণ্ডলচ্ছায়প্রতিমমিদমিতি মন্যমানাঃ সুখমপি হাতুমিচ্ছন্তি তেঽত্রাধিকারিণ ইতি।

অস্যার্থঃ।

যে সকল বিবেকী এই সংসারকান্তারে দুঃখরূপ দুর্দ্দিন কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে এবং সুখখদ্যোতিকারই বা পরিমাণ কি, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক সংসারকে কুপিত সর্পের

ফণামণ্ডলস্থ ছায়ার ন্যায় ভয়াবহ জ্ঞানে সংসারসুখে জলাঞ্জলি প্রদানে বাসনা করেন, তাহারাই যথার্থ অধিকারী। *

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা —

তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যাবৎ সর্ব্বোপাধিবিমুক্ত না হয় যাবৎ আমার কথা অর্থাৎ মদীয় গুণশ্রবণাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎকাল নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

অপি চ। যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বিত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন, যথা—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি যাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বং প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

কেহই কখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে প্রকৃতিজাত গুণসমূহ দ্বারা কর্ম্মে

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সর্পের ফণার নিম্নভাগে যে সামান্যমাত্র ছায়া বিদ্যমান থাকে, যে ব্যক্তি সেই ছায়ায় শ্রান্তি দূর করিতে অবস্থিত হয়, অনতিবিলম্বেই সর্প তাহাকে দংশন করে। তদ্রূপ সংসারসুখও সামান্যমাত্র, সেই সুখে লিপ্সাপরতন্ত্র হইয়া অনুরক্ত হইলে আর পরিত্রাণের উপায় থাকে না, বিবেকীগণ সেইটী জানিয়াই তাহাতে বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

প্রবৃত্ত হইতে হয়; অতএব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু সে কর্ম্ম কি? কর্ম্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ম্মকেই বুঝাইত, আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসাদার্থ যজ্ঞ ইত্যাদি কর্ম্ম বুঝাইত অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম বুঝাইত, তাহা নহে। কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে দোষারোপ করিয়া শ্রী। কহিতেছেন, যথা—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচাং প্রপদ্যন্তে ল সুখলি- বেদবাদরতা পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ। কাম র উদ্দেশে পরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাঃ। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভো ত নাই," প্রতি। ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসা ঈশ্বরো- য়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

হে পার্থ! যাহারা বক্ষ্যমাণস্বরূপ শ্রুতি প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশূন্য। যাহারা বে স্তি দুঃখ- হইয়া ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই এইর ণিফণা থাকে, যাহারা কামপরবশ হইয়া স্বর্গই পরম চ্ছন্তি মনে করে, জন্মই কর্ম্মের ফল এইরূপ বলিয়া থাকে, য. কেবল ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষব বাক্যমাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্খ। এইরূপ বাক্য অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ অকৃতনিশ্চয়া বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না। অর্থাৎ কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। তবে

কি কর্ম্ম করিতে হইবে? যাহা কাম্য নহে নিষ্কাম কর্ম্ম তাহাই করিতে হইবে।

নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলি? নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষণ ভগবান্ নির্দ্দেশ করিতেছেন; যথা—

ভগবানুবাচ।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ।

কর্ম্মতে তোমার অধিকার হউক, কিন্তু যেন কর্ম্মের ফল না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না। কর্ম্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, পরন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে কর্ম্মের আবশ্যক কি?

প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোপি প্রবর্ত্ততে ইতি॥

স্বপ্রয়োজন কার্য্য ভিন্ন অর্থাৎ আত্মসুখসাধন কার্য্যের উদ্দেশ না করিয়া মূঢ় ব্যক্তিও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না।

যদি উদর পরিতোষের ইচ্ছা না থাকে, তবে কে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়? ভগবান্ পরশ্লোক দ্বারা ভ্রম নিবারণ করিতেছেন; যথা—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ইতি।

অস্যার্থঃ।

হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক যোগস্থিত হইয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও। সঙ্গত্যাগ কাহার নাম? কর্ম্মের প্রতি অনুরাগরহিত হইয়া কর্ম্ম কর, আহার করিতে হইবে সন্দেহ নাই, প্রবৃত্তির গুণে তোমাকে খাইতে হইবে, কিন্তু ভোজনে অনুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না। যোগস্থ কি, পরার্দ্ধশ্লোকে তাহাও কথিত হইতেছে।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃসমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

অস্যার্থঃ।

কর্ম্ম করিবে কিন্তু সিদ্ধ হউক অথবা অসিদ্ধ হউক সমান জ্ঞান করিবে। তোমার যে পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তুমি তাহাই করিবে। এইরূপ সিদ্ধাসিদ্ধকে সমান জ্ঞান করাকেই ভগবান্ যোগ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।

ভগবানুবাচ।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসেত্যাদি।

বিবেকবুদ্ধিতে কর্ম্মসমূহ আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম নির্ম্মম ও বিকারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

ঈশ্বরে কর্ম্ম কিরূপে সমর্পিত হইতে পারে?

অস্যোত্তরঃ।

অধ্যাত্মচেতসা, এই বাক্যের সহ সংন্যস্য শব্দ বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অধ্যাত্মচেতসা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

অহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি ইত্যনয়া বুদ্ধ্যা।

ঈশ্বর কর্ত্তা, তাঁহার ভৃত্যস্বরূপে এই কার্য্য করিতেছি, এই প্রকার কার্য্য করিলেই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হইল।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষ্যতে যোগ- যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

অস্যার্থঃ।

সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী ব্যক্তি আপনাকে ও সর্ব্ব ভূতকে আত্মসদৃশ দেখেন।

তদ্‌যথা—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

অস্যার্থঃ।

হে অর্জ্জুন! যে যোগী আত্মদৃষ্টান্তে সকল প্রাণীতে সুখ বা দুঃখই হউক সমানরূপে দর্শন করেন, তিনিই পরম যোগী।

তথা—সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

অস্যার্থঃ।

যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হইয়া শত্রুতে ও মিত্রে সমান জ্ঞান করে এবং মান ও অপমান তুল্য বিবেচনা করেন, কি শীত কি উষ্ণ কি সুখ কি দুঃখ সকল বিষয়ে যাহার সমান জ্ঞান, সেই ব্যক্তি আমার প্রিয় ও ঐকান্তিক ভক্ত।

ইতি বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং অধিকারী প্রকরণং নিষ্কামকর্ম্ম চ সমাপ্তং

অথ বৈরাগ্যং।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টংভক্তি যোগং নিজং যঃ প্রাতুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য-
নামা আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং নীয়তাং চিত্ত-
ভৃঙ্গং ॥

ক্ব তাবদ্বৈরাগ্যং ক্ব চ বিষয়বার্ত্তাসু নরকোদ্বেগঃ
ক্বাসৌ বিনয়ভরমাপূর্ণলহরী। ক্ব তাবত্তেজো বা লৌকিক-
মথ মহাভক্তিপদবী ক্ব স বাসম্ভাব্যা যদবকলিতং গৌর-
গতিষু ॥

অস্যার্থঃ।

নিতান্ত গৌরভক্তগণের যেরূপ দৃষ্ট হয়, সেরূপ বৈরাগ্য
কোথায়? সেরূপ বিষয়বার্ত্তারূপ নরকোদ্বেগই বা কোথায়?
সেরূপ বিনয়নম্রতার তরঙ্গই বা কোথায়? সেরূপ অলৌ-
কিক তেজই বা কোথায়? আর সেরূপ মহাভক্তিপথই বা
কোথায় সম্ভবে?

মহাত্মা চৈতন্যদেব হরিগুণ গান করিতে করিতে হরি-
নাম বিলাইতে বিলাইতে নবদ্বীপ আঁধার করিয়া তীর্থ
পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। লোকে জানিল তীর্থপর্য্যটন,

কিন্তু তাঁহার অন্তরে অন্তরে প্রেমভক্তি-প্রচার ইচ্ছা বলবতী। সঙ্গে ভক্তপ্রধান অদ্বৈত, অবধূত নিত্যানন্দ, গদাধর, বংশীবদন হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ। তাঁহারা ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া জাহ্নবীর তটে তটে হিমালয় পর্য্যন্ত গমন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

একদা তাঁহারা জাহ্নবীর তীরে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মপ্রাণ গোবিন্দ ঘোষ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ কায়স্থকুলোদ্ভব, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান কেহই বলিতে পারে না। জনরব আছে যে, অগ্রদ্বীপের নিকট বৈষ্ণবলীলা নামে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল, সেই গ্রামই তাঁহার জন্মভূমি। এখনও সেই গ্রামে ঘোষ উপাধিধারী কায়স্থগণের বাস আছে। অনেকে বলেন, গোবিন্দও সেই বংশীয়। যাহা হউক, তৎকালে গোবিন্দের অবস্থাগত বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। তিনি নিঃসন্তান, সহধর্ম্মিণীও পরলোকগতা। তাৎকালিক জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে গোবিন্দ শৈশব হইতেই শিক্ষাশূন্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি উচ্চ ও হৃদয়ে অচলাভক্তি এবং ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস ছিল; চৈতন্যদেবকে দেখিবামাত্রই মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেই তরুণবয়স্ক সন্ন্যাসীর জ্যোতির্ম্ময় কান্তি হইতে যে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল, সেই প্রভায় গোবিন্দের হৃদয় দিব্যালোকে আলোকিত হইল। কি-

মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কাঁদিয়া বলিলেন, প্রভো! "আমি সংসার চাহি না, ধন মান ঐশ্বর্য্য কিছুই চাহি না, তোমার চরণে স্থান দেও। আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া পদসেবা করিব।" আর আমি বিষয় বাসনা চাহি না, যথা—

ভিক্ষাশনং ভুবনমায়তনৈকদেশঃ
শয্যা ভুবঃ পরিজনো নিজদেহভারঃ।
বাসাশ্চ জীর্ণপটখণ্ডনিবদ্ধকন্থা
হা হা তথাপি বিষয়ান্ন জহাতি চেতঃ॥

অস্যার্থঃ।

ভিক্ষায় ভোজন, দেবায়তনের একপ্রান্তেই বাসস্থান, ভূমিই শয্যা, নিজদেহভারই নিজ নিজ পরিজন এবং জীর্ণবস্ত্রখণ্ডে নিবদ্ধ কন্থাই পরিধানবস্ত্র হইয়াছে। হা ধিক্, তথাপি হৃদয় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।

চৈতন্যদেব প্রীত হইলেন, নবীন বৈরাগীকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন, গোবিন্দ! চিন্তা নাই, তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে, কিন্তু নিষ্কামব্রত সকলের অসাধ্য। যে ব্যক্তি সকামী, যে সংসারী, সে ব্যক্তি আমার তীর্থপর্য্যটনের সঙ্গী হইতে পারিবে না। তুমি যদি অসকামী ও নিষ্কামী হও, তাহা হইলেই আমাদিগের সঙ্গী হও।

গোবিন্দদেব যেন হাতে আকাশ পাইলেন, পদধূলি গ্রহণ করিলেন, বলিলেন "প্রভো! আজ হইতে নিষ্কাম ব্রত গ্রহণ করিলাম, আজি হইতে এই ভাগীরথীক্ষেত্রে তোমার সঙ্গী হইলাম"। সেই দিন গোবিন্দ মহাপ্রভুর তীর্থপর্য্যটনের সঙ্গী হইলেন। আরও বলিলেন, আজি হইতে আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিলাম।

যথা শ্রীমৎভাগবতে পরীক্ষিতের প্রতি শুকবাক্য—

চিরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতাঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্। রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্ কস্মাৎ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ।

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিতেছেন, হে মহারাজ! পথিমধ্যে কি চীর পাওয়া যায়? বৃক্ষ সকল কি স্বীয় স্বীয় অভিমত ফলপুষ্প বিতরণ করিয়া পথিকগণের সম্ভাষণ করে না? সরোবর সকল কি স্বচ্ছ বারি প্রদান করিয়া পিপাসাতুর ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধন করে না আর পর্ব্বতের কন্দর সকল কি নিরাশ্রয় লোকসকলকে বাসস্থান দান করে না? হে পাণ্ডুনন্দন! এই সকল উপায় থাকিতে যে সকল সাধু ধনমদে অন্ধ, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে কি নিমিত্ত ভজনা করিয়া থাকে ইহা অতীব আশ্চর্য্য।

অপিচ।

বাসো বল্কলমাস্তরঃ কিশলিয়ান্যোকতরূণাং তলং
মূলানি ক্ষতায় ক্ষুধাং গিরিনদীতোয়ং তৃষাশান্তয়ে।
ক্রীড়ামুগ্ধমৃগৈর্ব্বয়াংসি সুহৃদো নক্তং প্রদীপঃ শশী,
স্বাধীনে বিভবে তথাপি কৃপণাং যাচন্ত ইত্যদ্ভুতম্॥

অস্যার্থঃ।

আমাদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন, তপোবনে সেই সমস্ত সম্পত্তিই আছে। দেখ, বল্কল বস্ত্রের, পল্লবরাশি আস্তরণের ও তরুতল গৃহের কার্য্য করিতে পারে; ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত ফল মূল, তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত গিরিনদীর জল পর্য্যাপ্ত হয়; মুগ্ধ মৃগগুলির সহিত ক্রীড়া, পক্ষিকুলের সহিত সৌহৃদ্য সম্পন্ন হইতে পারে; রাত্রিকালে দীপালোকের প্রয়োজন চন্দ্রের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ নিজের আরও সম্পত্তি থাকিতেও যে ব্যক্তি দীনভাবে পরের নিকট যাচ্ঞা করে, ইহা যাহার পর নাই অদ্ভুত।

একদা শুভদিনে গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণসমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী অগ্রদ্বীপে আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন। যথাসময়ে তাঁহাদিগের মধ্যাহ্নক্রিয়া সমাহিত হইল, কিন্তু সে দিন আর মুখশুদ্ধির উপাদান কিছু জুটিল না। অন্তর্যামী চৈতন্যদেব ভক্তগণের মুখপানে চাহিয়া, গোবিন্দের অন্তর বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আজ আর মুখশুদ্ধির কিছু

জুটিল না। ভক্তগণ সকলেই নীরব; নিষ্কাম বৈরাগ্যের ত সঞ্চয় নাই, কোথায় কে কি পাইবে, কিন্তু গোবিন্দের কপাল ভাঙ্গিল। এখনও গোবিন্দ নিষ্কামী হইতে পারেন নাই, যোড়হস্তে বলিলেন, "প্রভো! যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমার কাছে হরীতকী আছে, প্রভুর সেবায় অর্পণ করি।"

চৈতন্যদেব ভক্তের অন্তরের কথা বুঝিয়াছিলেন। গোবিন্দের এখনও সঞ্চয়স্পৃহা নিবৃত্তি হয় নাই বুঝিয়াছিলেন, তথাপি গোবিন্দের মুখে শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হরীতকী কোথায় পাইলে?"

কোথায় পাইলাম? এই কথার উত্তর দিতে কি জানি কেন গোবিন্দের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। সবিনয়ে বলিলেন, প্রভো! কল্য যেখানে অতিথি হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে হরীতকী একটী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।

চৈতন্যদেবের অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্য প্রকটিত হইল, বলিলেন, "গোবিন্দ! ভক্তের সামগ্রী আমি গ্রহণ করিব, ভক্তের বস্তু ভক্ত-বৈরাগীর অতি প্রিয়, তুমি হরীতকী দেও, কিন্তু আজি হইতে তুমি আর আমাদের সঙ্গী হইতে পারিবে না।"

গোবিন্দের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, প্রভুর মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া তাঁহার প্রাণে যেন বিষম আঘাত লাগিল, দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুপ্রবাহ বহিল, যোড়হস্তে

সকাতরে বলিলেন, "প্রভো! আমি দাসানুদাস, আমি কি অপরাধ করিলাম? আমার প্রতি এ কঠোর আজ্ঞা কেন?"

মহাপ্রভু সস্নেহে গোবিন্দদেবকে বলিলেন, "গোবিন্দ! কাঁদিও না, তোমার অন্তর পবিত্র, তুমি যথার্থ ভক্ত, হরি-ভজনের সম্পূর্ণ অধিকারী, কিন্তু তুমি বৈরাগী নও, তোমার সংসারতৃষ্ণা এখনও তৃপ্ত হয় নাই, তুমি সংসারে ফিরিয়া যাও, গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বর উপাসনা কর, তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে।"

মুক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ কহিতেছেন, যথা—

ভগবদ্গীতায়াং শ্রীগৌরাঙ্গদেবেন।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ লোকান্নোদ্বিজতে তু যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যো হি স মে প্রিয়ঃ॥

অস্যার্থঃ।

যাঁহা হইতে লোক সকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যিনি লোক হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না যিনি, হর্ষ অমর্ষ এবং ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্ত বৈরাগী এবং তিনিই আমার প্রিয়।

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।

অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥

অস্যার্থঃ।

যাহারা বিষয়ে নিতান্ত আসক্ত, বনে থাকিলেও তাহাদিগের নানা দোষোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে এবং বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইলে গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও তপস্যা অসম্ভাবিত নহে। ফলতঃ গর্হিত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসক্তিশূন্য হইয়া সৎকর্ম্মে নিরত থাকিলে গৃহই তপোবন তুল্য হইতে পারে।

সমাশ্লিষ্য স্তুর্য্যৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব।
অমেধ্যক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো
মহামোহান্ধানাং কিমিহ রমণীয়ং ন ভবতি ॥

স্পর্শরসলোলুপ কামকূপমগ্ন পুরুষেরা মাংসপিণ্ডকে স্তন বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করে; লালাক্লিন্ন মুখ মদ্যপূর্ণ পানপাত্র বোধে স্বচ্ছন্দে পান করে; অতি অপবিত্র ক্লেদার্দ্র চর্ম্মবিবরে বিহার করে। হায়! যাহারা মহামোহে অন্ধীভূত, এ জগতে কোন্ বস্তু তাহাদিগের প্রীতিকর নহে?

অত্র প্রমাণং ভাগবতে—

হরিদাসের প্রতি গৌরাঙ্গের উক্তি যথা—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।

অস্যার্থঃ।

মাতা, ভগিনী, কন্যা ইহাদের সহিত কদাচ নির্জ্জনে বাস করিবে না; কারণ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ অতিশয় প্রবল, উহারা বিদ্বান্ ব্যক্তির চিত্তেও হঠাৎ মোহ উৎপাদন করে।

ইতি বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং বৈরাগ্যপ্রকরণং সমাপ্তং।

অথ জ্ঞানোপদেশপ্রকরণং।

ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্ ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগ্ধিকৃচ তপসো ধিকৃচ যামিনঃ। কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূন্ কেষাঞ্চিল্লেশোপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ।।

অস্যার্থঃ।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যচরণপদ্মের মকরন্দ লেশহীন অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানী, নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম ও উৎকট তপাদিকারকগণকে ধিক্কার পূর্ব্বক নিন্দা করিতেছেন। অহং ব্রহ্ম এই বাক্যোচ্চারণ মাত্রেই যে তত্ত্বমসি এরূপ মহাবাক্যার্থ সঙ্গত হয় তাহা নহে; যাহাদিগের বদন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রফুল্ল, তাহাদিগকে ধিক্! যাহারা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদিতে সর্ব্বদা আগ্রহবিশিষ্ট; অতএব জড়বুদ্ধি, পরমার্থ চেষ্টা সম্বন্ধে অজ্ঞান অথচ সাংসারিক মায়িক অস্থায়ী সুখসেবাচেষ্টায় নিরত, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে ধিক্। উৎকট তপস্যাকারীগণকে অর্থাৎ যাহারা গ্রীষ্মকালে সূর্য্য আলোক ও চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া, বর্ষাকালে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিধার সহিয়া; হেমন্তাদিকালে দেহকে জলে মগ্ন করিয়া; দীর্ঘ জটাশ্মশ্রু ও নখ ধারণ করিয়া অনাহারে মল-মূত্র-ত্যাগরহিত হইয়া ঘোর ক্লেশ সহন পূর্ব্বক জপধ্যানাদি করে, তাহাদিগকেও ধিক্। সংযমীদিগকে অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিয়াছে, তাহাদিগকে ধিক্, যেহেতু উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই শ্রীগৌরচরণকমলের মকরন্দ প্রাপ্ত হয় নাই। হায় হায়! সেই মনুষ্যাকারগণ কি শোচনীয়! যেহেতু তাহারা বিষয়রসে অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিষয়ভোগ দ্বারা মদগর্ব্বিত। গ্রাম্য বা আরণ্য পশুগণ যেরূপ আহারাদি করে, তাহারাও

সেইরূপ করে সন্দেহ নাই। এস্থলে শ্রীগৌরপদে আশ্রয় ব্যতীত জ্ঞানাদি সকলই বৃথা ইতি নিন্দা। উপসংহার— যাহারা সংযম ও ভোগে নিযুক্ত থাকে, সেই শ্রীগৌর-পাদপদ্মে মকরন্দলেশরহিত ব্যক্তিগণকে ধিক্।

শিষ্যঃ।

অথাসাং নিরোধে ক উপায় ইতি।

অস্যার্থঃ।

কি উপায় দ্বারা এই পঞ্চবৃত্তির নিরোধ হইবে ?

গুরুঃ।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।

অস্যার্থঃ।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুই উপায় দ্বারা ঐ সকল বৃত্তির নিরোধ হইবে।

চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী। বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়-নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেকবিষয়-নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলী-ক্রিয়তে বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাট্যতে ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥

অস্যার্থঃ।

জীবমাত্রের অন্তরে চিত্তবৃত্তি নাম্নী নদী আছে। এই নদী দ্বিবিধরূপে বহিতেছে। একটী কল্যাণবহা, অপরটী পাপবহা। কল্যাণবহার কল্যাণস্রোত এবং পাপবহার পাপস্রোত বহিতেছে। এই নদীও বাহ্য পৃথিবীর গঙ্গা যমুনাদের মধ্যে কল্যাণবহা নদীর কৈবল্য নামে অমৃত সাগর আছে, সেই কৈবল্যসাগরে গিয়া মিশ্রিত হইবার জন্য সতত বিবেকরূপ ভূমিতে নিম্না হইয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং পাপবহা নদীর সাগর দুস্তর সংসারসাগর; সে, এই দুস্তর সংসারসাগরে মিশিবার জন্য সতত অবিবেক ভূমিতে নিম্না হইয়া প্রবাহিত।

জীবগণের ব্যুত্থান অবস্থায় কল্যাণবহা নদীর কল্যাণরূপ জলের স্রোত বদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু পাপবহা নদীর মুখ খোলা থাকে; সুতরাং সতত পাপজলের স্রোত বহিতে থাকে। অতএব এ অবস্থায় মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য বৈরাগ্য দ্বারা কল্যাণবহা নদীর মুখ খুলিয়া দিবে এবং অভ্যাস দ্বারা পাপবহা নদীর মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। এই দুইটী প্রক্রিয়া দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ হইবে। অর্থাৎ প্রথমে পাপবহা নদীর বিষয়াত্মক যে পাপের স্রোত সংসারসাগরের দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহাকে বৈরাগ্যরূপিণী মৃত্তিকাবন্ধে রুদ্ধ কর। অনন্তর বিবেকজ্ঞানের অভ্যাস কর। তাহা হইলে সেই অভ্যাসবলে কল্যাণবহা

নদীর আবদ্ধ কল্যাণাত্মক জলস্রোত স্বয়ংই বহমান হইয়া উঠিবে। অতএব ইহা স্থির জানিও, চিত্তবৃত্তির নিরোধ অভ্যাস ও বৈরাগ্য উভয়াধীন।

চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ। তদর্থ-প্রযত্নো বীর্য্যম্ উৎসাহঃ তৎসংপিপাদয়িষয়া তৎসাধনানুষ্ঠানম্ অভ্যাসঃ।

অর্থাৎ অবৃত্তিক চিত্তের প্রশান্তরূপ অবস্থানের নাম স্থিতি। এই স্থিতি সম্পাদনার্থে যে উৎসাহ হয়, সেই ইচ্ছা দ্বারা উক্ত স্থিতিসম্পাদক যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের (অর্থাৎ ক্রিয়াযোগের) যে পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান, তাহাকেই অভ্যাস কহে।

ভাবার্থ এই যে, যাবৎ বিবেকখ্যাতিরও পর বৈরাগ্য দ্বারা নিবৃত্তি না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অভ্যাসের সম্পাদনে যত্নবান্ থাকিবে (১)। কিছুকাল অভ্যাস করিয়া সহসা ত্যাগ করিবে না; অথচ মধ্যে মধ্যে আলস্যও করিবে না (২)। এবং তপস্যা (শীত উষ্ণাদির সহিষ্ণুতা), ব্রহ্মচর্য্য (গুপ্তেন্দ্রিয়ের সংযম) বিদ্যা (উপদেশ গ্রহণ) ও শ্রদ্ধা ইহাদের নাম সৎকার। এই সৎকার সকলকে সতত অভ্যাসের সহায়ী করিয়া রাখিবে (৩) এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা সম্পাদিত অভ্যাস দৃঢ়াবস্থায় অবস্থিত হয়, সুতরাং অনাদিকাল আগত প্রবল শত্রু ব্যুত্থান সংস্কার দ্বারা অভিভব হওয়ার সম্ভাবনা দূরতঃ পরাহত হইল।

চিত্তবৃত্তির নিরোধসাধন দুইটী। তন্মধ্যে অভ্যাস নিরূপণীয় বটে, সুতরাং তাহার নিরূপণ সঙ্গত হইল, কিন্তু বৈরাগ্যের আর নিরূপণ করিবার আবশ্যক নাই। দেখ, বিষয়ে অনাসক্তিকে বৈরাগ্য কহে, ইহা লোকে প্রসিদ্ধই আছে। না, একথা বলিও না, লৌকিক বৈরাগ্য শাস্ত্রীয় নহে। বিষয়ে অনাসক্তিরূপ লৌকিক বৈরাগ্য একটা না একটা নিমিত্তপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমষ্টিতে সেই নিমিত্ত তিনটি বলিতে পারি। প্রথম বিষয়ের অপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় প্রাপ্তি বিষয়ের উপভোগে অসামর্থ্য, তৃতীয় প্রাপ্তি বিষয়ের নাশ। এই ত্রিবিধ নিমিত্ত প্রযুক্তই বিষয়ে অনাসক্তি হইয়া থাকে। এইরূপ বৈরাগ্য দ্বারা মুমুক্ষুগণের কিছু কার্য্য হয় না। যে বৈরাগ্য চিত্তবৃত্তির নিরোধকার্য্যে সমর্থ, তাহার লক্ষণ অবশ্য নিরূপণীয়। সেই অবশ্য নিরূপণীয় বৈরাগ্য দ্বিবিধ। পরবৈরাগ্য ও অপর বৈরাগ্য। পর বৈরাগ্য পরে হয়। অপর বৈরাগ্য অগ্রে হয়। অপর বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং বিবেকবৃত্তির উৎপত্তি হয়। তৎপরে পর বৈরাগ্য হইলে বিবেকবৃত্তির নিরোধ এবং জীবন্মুক্তি বা সমাধি হয়। অনন্তর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। অনন্তর দেহ মুক্ত হইলেই কৈবল্য হয়।

আস্তাং বৈরাগ্যকোটির্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি-স্তত্ত্বানুধ্যানকোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ। কোট্যংশোপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণগণোধঃ স্বতঃসিদ্ধশ্রীমচ্চৈ-তন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতিরামোদভাজাম্।

অস্যার্থঃ।

গ্রন্থকার কহিতেছেন যে, শ্রীমচ্চৈতন্যভক্তের ভক্তগণেরও যে প্রকার গুণসমূহ থাকে, তাহা অন্য কাহাতে থাকে না, অতএব শ্রীগৌরপ্রভুর সাক্ষাৎ ভক্তগণের মহিমার কথায় কি প্রয়োজন? বৈরাগ্যকোটি অর্থে বিবিধ প্রকার বৈরাগ্য অথবা পক্ষান্তরার্থে বৈরাগ্যচূড়ামণি অর্থাৎ অতি বৈরাগ্য। তাহা থাকিলে কি হইবে? শম দম ক্ষান্তি মৈত্র্যাদি কোটি থাকিলেই বা কি হইবে? শম অর্থে ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি, দম অর্থে বিষয়াদিতে ইন্দ্রিয়বিরাগ, ক্ষান্তি অর্থে অক্ষোভণীয় চিত্ততা এবং মৈত্র্যাদি অর্থে শুদ্ধতাদি। নিরন্তর ধ্যানেইবা কি হইবে? আর বিষ্ণুসম্বন্ধীয় কোটি ভক্তিতেই বা কি হইবে? যেহেতু ভগবানের সর্ব্বশক্তিসার স্বরূপাহ্লাদিনী শক্তিবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়ভক্তগণের চরণনখরানন্দ যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ যে গুণসমূহ আছে, তাহার কোট্যংশের একাংশও অন্য কাহাতে হইতে পারে না। অতএব এস্থলে প্রকাশিত হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যভক্তের অনুচরগণের যে গুণসকল স্বভাবত হয়, তাহার কোট্যংশের একাংশও অন্য কাহাকে ভজিয়া পায় না।

ইতি বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং জ্ঞানোপদেশ প্রকরণং সমাপ্তং

অথ শিবপূজা

বৈষ্ণবগণমধ্যে মহাদেব প্রধান; অতএব তাঁহার পূজা করা নিতান্ত আবশ্যক।

অত্র প্রমাণং ভাগবতে যথা—

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥

অস্যার্থঃ।

যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, দেবগণ মধ্যে অচ্যুত, বৈষ্ণবগণ মধ্যে মহাদেব শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পুরাণ সকলের মধ্যে শ্রীমৎভাগবতই প্রধান।

ইদানীং শিবপূজায়া নিত্যতামাহ।

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে যথা—

বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনং।
অনভ্যর্চ্চ্য ন ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনং॥

অস্যার্থঃ।

শিবপূজার নিমিত্ত যদ্যপি প্রাণ পরিত্যাগ বা শিরঃকর্ত্তন করিতে হয়, তাহাও শ্রেষ্ঠ, তথাপি সাধকগণ ভগবান

ত্রিলোচনের অর্চ্চনা না করিয়া কদাচ ভোজন করিবেন না।

প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে।
প্রত্যহং পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং প্রিয়ে॥

অস্যার্থঃ।

হে পমরেশ্বরি! হে প্রিয়ে! এই দেহে যাবৎ জীবন থাকিবে, তাবৎ পরম ভক্তি সহকারে মহাদেবের পূজা করা সাধকগণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

তথা বিশ্বসারতন্ত্রে যথা—

অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্ব্বকালেঽপি সর্ব্বথা।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

অস্যার্থঃ।

ব্রাহ্মণগণ নিত্য নিত্য শিবপূজা করিবেন, তাহাতে কালাকাল বা কার্য্যাকার্য্য ও শুচি অশুচি ইহার কিছুই বিচার করিবেন না।

পূজয়েৎ মৃতকে বাপি জননে মনুজেঽপি বা।
সর্ব্বত্রৈবং বিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥

অস্যার্থঃ।

সাধকগণ নিত্যকর্ত্তব্য শিবের পূজা করিতে হইলে

জনানাশৌচ বা মৃতশৌচই ঘটুক, কিন্তু তাহা বলিয়া শিব পূজা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। অর্চ্চনা করিবামাত্র অভিপ্রেত ফললাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

শুদ্ধাশুদ্ধবিচারো হি নাস্তি তচ্ছিবপূজনে।
যেন তেন প্রকারেণ বিল্লপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ॥

অস্যার্থঃ।

যেনতেন প্রকারেণ বিল্লপত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণ শিবপূজা করিবেন, তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধ অর্থাৎ অশৌচাদি বিচার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।

তন্ত্রান্তরে যথা—

সূতকে মৃতকে শৌচে ন ত্যজেৎ শিবপূজনং।
বর্জ্জয়িত্বা দশাহন্তু মহাগুরুনিপাতনে॥

অস্যার্থঃ।

সূতক বা মৃতাশৌচে শিবপূজা বর্জ্জন করিবে না, কিন্তু মহাগুরুনিপাতে দশদিন যাবৎ শিবপূজা করিবে না।

এই বচনে যে বর্জ্জন পদের উল্লেখ করিয়াছি, উহা প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গোপর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের পূজা করিবে না। আর ইহাও বলা যায় যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিতে মহাগুরুনিপাতে শিবপূজা করিতে পারিবে না, তাহা

হইলে স্মার্ত্তধৃত বচনের সহিত বিরোধ জন্মে। তথাচ তিথিতত্ত্বে স্মার্ত্তধৃত স্কন্দপুরাণীয় শিববাক্য যথা—

বিপ্রস্য তু সদৈবাহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
গৃহ্ণন্ বলিং প্রহৃষ্যামি প্রিয়ানামিব দর্শনাৎ॥

অস্যার্থঃ।

শূলপাণি স্বয়ং কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণ শুচি হউক বা অশুচিই হউক, আমি প্রিয়জন দর্শনে যেরূপ সুখী হই, তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়াও তাদৃশ সুখী হইয়া থাকি।

শূদ্রকর্ম্মাণি যো নিত্যং স্বীয়ানি কুরুতে প্রিয়ে।
তস্যাপ্যর্চ্চাং প্রগৃহ্নামি চন্দ্রখণ্ডবিভূষিতে।

অস্যার্থঃ।

হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণ শূদ্রজাতির সংকল্পিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যদি আমাকে পূজা করে, তাহা হইলে আমি সেই পূজা ব্রাহ্মণের পূজা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি।

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে প্রথমপটলে যথা—

পূজয়েচ্ছিবলিঙ্গন্তু চত্বারো ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি॥
শিবলিঙ্গং প্রপূজ্যঞ্চ বিল্বপত্রৈর্ব্বরাননে।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে শিবপূজা গরীয়সী॥

অস্যার্থঃ।

হে পরমেশ্বরি! কি শাক্ত অর্থাৎ শক্তিমন্ত্রে উপাসক, কি শৈব অর্থাৎ শিবমন্ত্রে উপাসক, কি বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিজাতিরই শিবপূজায় অধিকার আছে। ইহাদের বিল্লপত্র দ্বারা নিত্য নিত্য শিবের অর্চ্চনা করা আবশ্যক। স্বর্গে অর্থাৎ স্বর্গলোকে, মর্ত্ত্যে মানবলোকে, পাতালে সর্ব্বত্রই শিবপূজার প্রশংসা আছে।

ব্রহ্মাণ্ডবাসিনাং দেবি শিবপূজা সুসাধনং।

অস্যার্থঃ।

হে দেবি! ব্রহ্মাণ্ডবাসীদিগের শিবপূজা একমাত্র সাধন।

সূতসংহিতায়াং শিবমাহাত্ম্যে চতুর্থেঽধ্যায়ে যথা—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাণপ্রস্থশ্চ সুব্রতে।
এবং দিনে দিনে দেবং পূজয়েৎ অম্বিকাপতিং।

অস্যার্থঃ।

হে দেবি! হে সুব্রতে! ব্রহ্মচারী, গৃহী ও বাণপ্রস্থ ইহাদের প্রত্যহ অম্বিকাপতি দেবদেব মহাদেবের পূজা করা একান্ত আবশ্যক।

সন্ন্যাসী দেবদেবেশং প্রণবেনৈব পূজয়েৎ।
নমোঽন্তেন শিবেনৈব স্ত্রীণাং পূজা বিধীয়তে॥

অস্যার্থঃ।

সন্ন্যাসীগণ প্রণব দ্বারা এবং নারীগণ নম এই মন্ত্র দ্বারা মহাদেবের পূজা করিবে।

বিরক্তানান্তু শূদ্রাণাং এবং পূজা প্রকীর্ত্তিতা।
অন্যেষামপি সর্ব্বেষাং নরাণাং মুনিপুঙ্গবাঃ॥

অস্যার্থঃ।

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! বিষয়বিরক্ত, বিরক্ত শূদ্র ও অপরাপর মানবগণের এইরূপে শিবপূজা করা বিধেয়।

অন্যচ্চ নারদীয়পুরাণে যথা—

স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ জনেশ্বর।
স্পর্শনে নাধিঽকরোঽস্তি বিষ্ণৌ বা শঙ্করেঽপি বা॥

অস্যার্থঃ।

হে লোকেশ্বর! স্ত্রী, অনুপনীত বালক ও শূদ্রগণ প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ইতি যদুক্তং তৎ শিবলিঙ্গেতরপরং অন্যথা নমোঽন্তেন শিবেন ইত্যাদি বচনবিরোধাৎ॥

তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিতে স্ত্রীদিগের নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সূতসংহিতায়াং জ্ঞানযোগখণ্ডে দ্বিতীয়াধ্যায়ে যথা—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ মহেশ্বরঃ।
আরাধ্যতে প্রসাদার্থং ন দুর্বৃত্তৈঃ কদাচন॥

অস্যার্থঃ।

সদাচারী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা সকলেই প্রসন্নতা লাভার্থ মহেশ্বরকে আরাধনা করিতে পারিবে; কিন্তু দুর্বৃত্ত ব্যক্তিগণ কদাচ শিবের আরাধনা করিতে পারিবে না।

শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে যথা—

বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি দ্বিজেন্দ্রাস্তান্ত্রিকী তু সা।
তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি॥

অস্যার্থঃ।

হে দ্বিজেন্দ্র। তান্ত্রিক ব্যক্তিগণ তন্ত্রানুসারে তান্ত্রিকী পূজা করিবেন। বৈদিকগণ বেদমার্গানুসারে বৈদিকী পূজা করিবেন; কিন্তু তান্ত্রিকগণ বৈদিকী ও বৈদিকগণ তান্ত্রিকী পূজা করিতে পারিবে না।

শিবপূজায়াঃ ফলমাহ লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে প্রথমপটলে যথা—

শিবপূজা মহেশানি সর্ব্বধর্ম্মেষু শস্যতে।
সর্ব্বধর্ম্মেষু যৎ ধর্ম্ম সর্ব্বদানেষু যৎ ফলং॥
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শিবপূজাসু পার্ব্বতি।
নির্ম্মায় বিধিবৎ লিঙ্গং বিধিবৎ পূজয়েৎ শিবং॥
রহস্যং বিধিবদ্দেবি কৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
শিবপূজা মহেশানি যৎ গৃহে সততং প্রিয়ে।
কাশীপুরং মহেশানি তদ্‌গৃহং বরবর্ণিনি॥

অস্যার্থঃ।

মহেশ্বর কহিতেছেন, হে মহেশানি! শিবপূজা করিলে সমুদায় ধর্ম্ম ও সমস্ত দানের ফল লাভ করিতে পারা যায়। শৈবগণ বিধিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া যদ্যপি যথাযথ পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসেই চরমে পরমপদ লাভ করিতে পারেন। হে পার্ব্বতি! যাঁহারা প্রতিদিন শিবপূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাত্মদিগের গৃহ কাশীতুল্য পবিত্র।

মৎস্যসূক্তেহপি যথা—

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
মহেশার্চ্চনপুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।
এতেন শিবার্চ্চনস্য নিত্যত্বকাম্যত্বে সংগচ্ছতে॥

অস্যার্থঃ।

সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত বাজপেয় যজ্ঞ

করিলে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, বলিতে কি, উহা শিবপূজার নিত্য ফলের একাংশেরও যোগ্য নহে।

ত্রৈকালিকশিবার্চ্চনফলমাহ যথা—

ষট্‌দীপিকাধৃতকূর্ম্মপুরাণীয়বচনং—
প্রাতরুত্থায় যো লিঙ্গং ভক্ত্যা সংপূজয়েৎ সকৃৎ।
কপিলালক্ষদানেন যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ॥

অস্যার্থঃ।

যাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি শিবপূজা করেন, তাঁহারা লক্ষকপিলা ধেনুদানের ফল প্রাপ্ত হন।

শিবলিঙ্গং প্রপূজ্যাথ সর্ব্বপূজাফলং লভেৎ।
স্বর্গে মর্ত্তে চ পাতালে ত্রিদিবাঃ সংস্থিতাঃ সদা।
তেষাং পূজা ভবেৎ দেবি শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ॥

অস্যার্থঃ।

হে দেবি! একমাত্র শিবলিঙ্গের পূজা করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালস্থ সমস্ত দেবতার পূজা করা হয় এবং সমুদয় দেবতার পূজার ফলও লাভ করিতে পারা যায়।

মধ্যন্দিনকরে প্রাপ্তে যো লিঙ্গং পরিপূজয়েৎ।
সম্পূর্ণাং পৃথিবীং দত্ত্বা যৎ ফলং তদবাপ্নুয়াৎ॥

অস্যার্থঃ।

যিনি মধ্যাহ্নকালোচিত শিবপূজার অনুষ্ঠান করেন, তিনি সম্পূর্ণ পৃথিবীদানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন!

বারুণীমাশ্রিতে সূর্য্যে শিবং যস্তু সমর্চ্চয়েৎ।
গবাং শতসহস্রস্য দত্তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥

অস্যার্থঃ।

যিনি সূর্য্যদেবের অস্তগমনসময়ে মহেশ্বরের পূজা করেন, তিনি সহস্র গাভীদানের ফল লাভ করিতে পারেন।

শিবপূজায়া অকরণে দোষমাহ লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে প্রথম-পটলে যথা—

যদ্রাজ্যং লিঙ্গপূজায়াং রহিতং সততং প্রিয়ে।
তদ্রাজ্যং পতিতং মন্যে বিষ্ঠাভূমিসমং স্মৃতং॥

অস্যার্থঃ।

যে সকল দেশ শিবপূজাবর্জ্জিত, শাস্ত্রকারেরা সেই সকল দেশকে বিষ্ঠাময় ভূমি বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রিয়া দেবি লিঙ্গং যো ন প্রপূজয়েৎ।
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি ত্রয়শ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

অস্যার্থঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির মধ্যে কেহ যদ্যপি শিবলিঙ্গ পূজা না করে, তাহা হইলে তাহারা চণ্ডাল তুল্য হইয়া থাকে।

উৎপত্তিতন্ত্রে যথা—

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা গাণপোহথবা।
শিবার্চ্চনবিহীনস্য কুতঃ সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে॥

অস্যার্থঃ।

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য এই সকল ব্যক্তি যদ্যপি শিবপূজা না করে, তাহা হইলে তাহারা কদাচ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

শিবলিঙ্গং সমুল্লঙ্ঘ্য যোঽর্চ্চয়েদন্যদেবতাং।
স নৃপঃ সহ দেশেন রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

অস্যার্থঃ।

যে রাজা অগ্রে শিবপূজা না করিয়া অন্য দেবের পূজা করেন, তিনি সেই দেশের সহিত রৌরব নরকে গমন করেন।

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে প্রথমপটলে যথা—

সর্ব্বপূজাসু দেবেশি লিঙ্গপূজা পরং পদং।
তস্মাৎ লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহেশানি! যাবতীয় পূজার মধ্যে লিঙ্গপূজাই শ্রেষ্ঠ ও পরম পদের একমাত্র কারণ; অতএব প্রথমত শিবলিঙ্গ পূজা করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

অথ লিঙ্গলক্ষণং।

লিঙ্গার্চ্চনাতন্ত্রে যথা—

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং লিঙ্গং সর্ব্বাবয়বসুন্দরং।
দীর্ঘাকৃতিং মহেশানি সাক্ষাৎ রুদ্রং মহেশ্বরং॥
বেষ্ঠনং কুণ্ডলীং বিদ্ধি প্রকৃতিং পরমেশ্বরীং।
তয়োরেকতরো দেবি পরং ব্রহ্ম পরংপদং॥

অস্যার্থঃ।

হে দেবি! যিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অবয়ববিশিষ্ট সুন্দর ও দীর্ঘাকার তিনিই রুদ্রদেব আর প্রকৃতিরূপা পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনী ঐ দেবাদিদেবকে বেষ্ঠন করিয়া আছেন, ইহাঁদের মধ্যে একের উপাসনা করিলেই চরমে পরমপদ লাভ করিতে পারা যায়।

লক্ষণহীন-লিঙ্গপূজানিষেধো যথা

ষট্‌কর্ম্মদীপিকাধৃতশিবধর্ম্মে—

লিঙ্গং সুলক্ষণং কুর্য্যাৎ ত্যজেৎ লিঙ্গমলক্ষণং।
দৈর্ঘ্যহীনে ভবেৎ ব্যাধিশ্চাধিকে শত্রুবর্দ্ধনং॥
মানহীনে বিনাশঃ স্যাদধিকে চ শিশুক্ষয়ঃ॥
বিস্তারে বাধিকে হীনে রাষ্ট্রনাশো ভবেদ্ধ্রুবং।
পীঠহীনে তু দারিদ্র্যং শিরোহীনে কুলক্ষয়ঃ।
ব্রহ্মসূত্রবিহীনে চ রাজ্যং রাষ্ট্রং চ নশ্যতি॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন লিঙ্গং কুর্য্যাৎ সুলক্ষণং॥

কি প্রকার শিবলিঙ্গ গঠন করিবে, তাহার লক্ষণ যথা—

কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার শিবলিঙ্গ গঠন না করিলে ব্যাধি জন্মে। অধিক হইলে শত্রুবৃদ্ধি হয়। লিঙ্গ গঠনে মৃত্তি-কার যে পরিমাণ আছে, তাহা যথাযথ না হইলে আত্ম-বিনাশ হয়। মৃত্তিকার পরিমাণ অধিক হইলে পুত্রের হানি হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রবিহীন হইলে রাজ্য ও রাষ্ট্র বিনাশ, পীঠবিহীন হইলে দারিদ্র্য, বজ্রবিহীন হইলে কুলক্ষয় হয়। অতএব যাহাতে ঐ সমস্ত দোষ না, ঘটে সেইরূপে শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করাই সাধকগণের কর্ত্তব্য।

ইতি বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং শিবপূজা-প্রকরণং সমাপ্তং।

অথ মালাধারণবিধিঃ।

নারদপঞ্চরাত্রে—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈব বিশেষতঃ।
দ্বিকণ্ঠীং তুলসীমালাং ধারয়েচ্চ বরাননে॥

অস্যার্থঃ।

শম্ভু কহিলেন, হে বরাননে! ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র-গণ দ্বিকণ্ঠী মালা ধারণ করিতে পারে।

যোগসারে যথা—

শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুভগে তুলসীং পরমং পদং।
অভক্তো বাপি ভক্তো বা নীচানীচতরোঽপি বা।
তুলসীং ধারয়েৎ যস্তু মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥

অস্যার্থঃ।

কি ভক্ত, কি অভক্ত, কি নীচ, কি অনীচ, যে কেহ তুলসীমালা ধারণ করেন, তিনিই পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যো নরঃ।
তুলসীং ধারয়েৎ লোকে বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥

অস্যার্থঃ।

যাঁহারা শিখাতে হস্তে কণ্ঠে ও কর্ণমূলে তুলসী ধারণ করেন, তাঁহারা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

একাদশীতত্ত্বে—

ন ধারয়ন্তি যে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধকোপাগ্নিনা হরেঃ॥

অস্যার্থঃ।

যাহারা তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিত মালা ধারণ না করে, তাহারা ইহকালে হরির কোপাগ্নিতে দহ্যমান এবং পরকালেও তাহাদিগকে নরকে নিয়ত বাস করিতে হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

নিত্যঞ্চ তুলসীমালা ধারণে মুক্তিমাপ্নুয়াৎ।
নাপ্যশৌচে পরিত্যক্তা ত্যাগেন নরকং ব্রজেৎ॥
যথা দ্বিজৈর্যজ্ঞসূত্রং তথা তুলসীমাল্যবৎ।
নাশৌচে বাধ্যতে তত্র কণ্ঠলগ্নং ভবেদ্যদি।
স্নানে দানে তপঃশ্রাদ্ধে হরিমন্ত্রমুপাসনে।
বিনা তিলকমাল্যে চ নিষ্ফলঞ্চেতি সর্ব্বশঃ॥

অস্যার্থঃ।

নিয়ত তুলসীমালা কণ্ঠে ধরিলে মুক্তিলাভ হয়। অশৌচ অবস্থাতেও কণ্ঠ হইতে মালা পরিত্যাগ করিবে না, ত্যাগ করিলে নরকে গমন করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণ যেরূপ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, তদ্রূপ তুলসীমালাও কণ্ঠে ধারণ করা কর্ত্তব্য। অশৌচ অবস্থাতেও তুলসীমালা কণ্ঠে থাকিলে কোনরূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। স্নান, দান, তপস্যা, শ্রাদ্ধ, হরিমন্ত্রারাধন, বিনা তিলকে ও বিনা মালাধারণে এই সকল কার্য্য নিষ্ফল হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিকায়াং মালা-ধারণবিধিঃ।

অথ রুদ্রাক্ষধারণাদি-প্রকরণং।

শিখায়াং দশমং ধার্য্যং কণ্ঠে চ পঞ্চবিংশতি।
কর্ণয়োঃ পঞ্চকং ধৃত্বা হৃদি চাষ্টোত্তরং শতং॥
নাভৌ সপ্ত চ রুদ্রাক্ষং ধারয়েন্মোক্ষভাক্ ভবেৎ।
রুদ্রাক্ষধারণাদেব নরো দেবত্বমাপ্নুয়াৎ॥

অস্যার্থঃ।

মোক্ষকামী ব্যক্তি শিখাতে দশটী, কণ্ঠদেশে পঞ্চবিংশতি, কর্ণমূলে পাঁচটী, হৃদয়ে অষ্টোত্তরশত ও নাভিদেশে সাতটী রুদ্রাক্ষ ধায়ণ করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে দেবত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রুদ্রাক্ষধারণং মালিনীতন্ত্রে যথা—

পঞ্চবক্ত্রঃ স্বয়ং রুদ্রঃ কালাগ্নির্নাম নামতঃ।
অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণাৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ॥

অস্যার্থঃ।

পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ স্বয়ং রুদ্রস্বরূপ, উহা কালাগ্নি নামে বিখ্যাত। উহা ধারণ করিলে অগম্যাগমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণ জন্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা

যায়। রুদ্রাক্ষ একবক্ত্র, দ্বিবক্ত্র, ত্রিবক্ত্র ও পঞ্চবক্ত্র আছে; কিন্তু ধারণ করিতে হইলে বক্ত্রাধিক্যেই ফলাধিক্য হয়।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং রুদ্রাক্ষ-প্রকরণং সমাপ্তং

অথ ত্রিপুণ্ড্রপ্রকরণং।

ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মাদিকৃত-কপালস্থ ত্রিযুগরেখাত্রয়ং।

শব্দকল্পদ্রুমঃ যথা—

ত্রিপৌণ্ড্রেন বিনা কুর্য্যাৎ যৎ কিঞ্চিৎ বৈদিকীং ক্রিয়াং
সা নিষ্ফলা ভবেৎ ভূপ ব্রাহ্মণাদিকৃতাপি চ ॥

শিবাগমে যথা—

দীক্ষিতৈস্তু ধার্য্যং তির্য্যক্ ত্রিপৌণ্ড্রকং।

বিষ্ণ্বাগমে যথা—

দীক্ষিতৈস্তু যথাশাস্ত্র ঊর্দ্ধপৌণ্ড্রং বিধারয়েৎ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে যথা—

ঊর্দ্ধপৌণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু ত্রিপৌণ্ড্রকং।
অর্দ্ধচন্দ্রঞ্চ বৈশ্যস্য বর্ত্তুলং শূদ্রযোনিজঃ॥

অন্যচ্চ—

শিবধর্ম্মোত্তরে যথা—

সিতেন ভস্মনা কুর্য্যাৎ যজ্ঞভস্মেন সর্ব্বদা।
তদভাবে চন্দনেন মৃদা বারিপাণি বা॥

অথ শিবোধর্ম্মোত্তরে—

সিতেন ভস্মনা কুর্য্যাৎ ললাটে চ ত্রিপৌণ্ড্রকং।
ব্যর্থমেব ভবেৎ সর্ব্বং বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা॥
সচ্ছিদ্রং কুরুতে যস্তু পুণ্ড্রং পশুপতে দ্বিজঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু তস্য ছিদ্রং প্রজায়তে॥

অস্যার্থঃ।

ভস্মাদি-নির্ম্মিত ত্রিযুগ রেখাত্রয়যুক্ত ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা উচিত। শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে,—হে দ্বিজগণ! ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যে কোন বৈদিকী ক্রিয়া করা যায়, তৎসমস্তই বিফল হইয়া থাকে। শিবাগমে কথিত আছে,—দীক্ষিত ব্যক্তি তির্য্যক্ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। বিষ্ণ্বাগমে লিখিত আছে,—দীক্ষিত ব্যক্তি ঊর্দ্ধত্রিপুণ্ড্র ধারণ

করিবেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত আছে,—বিপ্রগণ ঊর্দ্ধ ত্রিপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয়গণ সামান্য ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্যগণ অর্দ্ধচন্দ্রাকার ও শূদ্রগণ বর্ত্তুলাকার ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। ত্রিপুণ্ড ধারণ করিতে হইলে যজ্ঞীয় শুক্লবর্ণ ভস্ম নির্ম্মিত ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা উচিত। তদভাবে মৃত্তিকা ও বারি দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতে হইবে। শিবধর্ম্মোত্তরে কহিয়াছেন,—শুক্লবর্ণ ভস্ম নির্ম্মিত ত্রিপুণ্ড্রক ললাটদেশে ধারণ না করিয়া শিবপূজা করিলে সেই পূজা বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। সর্ব্বদা যিনি সচ্ছিদ্র ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করেন, তিনি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ লাভ করিতে পারেন না। ভস্মাভাবে গোপীচন্দনাদি দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ও ত্রিপুণ্ড্রাদি করিবে।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং ত্রিপুণ্ড্র-প্রকরণং সমাপ্তং।

অথ পূজাবিধিঃ।

তত্র পূজোপক্রমঃ। সাধকঃ প্রাতঃকৃত্যাদি সন্ধ্যান্তং সমাপ্য উত্তরাভিমুখো ভূত্বা পাদৌ প্রক্ষাল্য আচামেৎ।

তদাহ শাক্তানন্দতরঙ্গিনীধৃতবচনং।—

প্রথমং জলমানীয় পাদপ্রক্ষালনঞ্চরেৎ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা পাদপ্রক্ষালনং স্মৃতং॥
দিবা পূর্ব্বমুখো ভূত্বা রাত্রৌ কৃত্বা উদঙ্‌মুখং।
শিবস্য পূজনে দেবি সদা কুর্য্যাদুদঙ্‌মুখং॥

শিবপূজায়াং দিঙ্‌নিরূপণমাহ রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যোপ্যেবং॥

অত্র হেতুমাহ রুদ্রজামলে যথা—

ন প্রাচীমগ্রতং শম্ভোর্নোদীচীং শক্তিসংস্থিতাং।
ন প্রতীচীং যতঃ পৃষ্ঠ অত্র মতোদক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥

অস্যার্থঃ।

দ্বিগজণ প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর উত্তরমুখ হইয়া পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিবেন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিনীধৃত লিখিত আছে যে, প্রথমে জল আনয়নপূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া পাদপ্রক্ষালন করিবে। সাধকগণ দিবসে পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং রাত্রিকালে উত্তরমুখী হইয়া অন্য দেবতার পূজা করিবে; কিন্তু হে দেবি! কি দিবা, কি রাত্রি, যখন তখন পূজা

করুক না কেন, বিনা উত্তরমুখে শিবপূজা করিবে না। রঘুনন্দন কহিয়াছেন, শিবের পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তরভাগ আশ্রয় করিয়া শিবপূজা করিবে না। কেবল একমাত্র দক্ষিণভাগ আশ্রয় করিয়া পূজা করিবে।

অথ বৈষ্ণবের ধ্যান।

নারদপুরাণে যথা—

রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ শঙ্করঞ্চ দদর্শ সঃ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং সস্মিতং চন্দ্রশেখরং।
প্রসন্নবদনং স্বচ্ছং শান্তং শ্রীমন্তমীশ্বরং।
বিভূতিভূষিতাঙ্গঞ্চ পরং গঙ্গাজটাধরং।
ভক্তপ্রিয়ঞ্চ ভক্তেশং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্তুঞ্চ কোটিচন্দ্রসমপ্রভং।
জপন্তং পরমাত্মানং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্ববীজং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরং।
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ দেবেন্দ্রৈঃ পরিশোভিতং।
দেবদেবং মহাদেবং শোভিতং শ্বেতচামরৈঃ॥

বিশেষধ্যানং যথা—

ওঁ সদ্যোজাতং প্রিয়ম্বদং দেবমষ্টবাহুং।
মহৌজসং ভুজঙ্গমেখলং সর্ব্বকামফলপ্রদং।

ওঁ অঘোরাখ্যং মহাদেবং জটালম্বিতমস্তকং।
অঘোরং ঘোররূপেণ সর্ব্বদেববরপ্রদং।
ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং সহস্রসূর্য্যসংপ্রভং।
ত্রিনেত্রঞ্চ উমাকান্তং দেবদেবং অহং ভজে ইত্যাদি।

এষাং মন্ত্রমাহ যজুর্ব্বেদীয়-আপস্তম্ব-শাখায়াং।—
ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ॥

ওঁ বামদেবায় নমঃ। ওঁ জ্যেষ্ঠায় নমঃ, ওঁ কলায় নমঃ। ওঁ কলবিকরণায় নমঃ, ওঁ প্রমথনায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ। ওঁ ঘোরায়াপ্যথ ঘোরায় নমঃ। ঘোরেভ্যো নমঃ। ঘোরতরেভ্যো নমঃ, ঘোরঘোরতরেভ্যো নমঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যো নমঃ। ওঁ গায়ত্রী যথা—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং পতিঃ ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ ইত্যাদি।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং শিবপূজা-প্রকরণং সমাপ্তং।

বৈষ্ণবেরমতে শিবার্চ্চনং

সূত উবাচ।

স্বগৃহ্যোক্তেন আচম্য সামান্যার্ঘ্যাদিকং বিধায় গুরুং ধ্যাত্বা পাদ্যাদিনা গুরুং সংপূজ্য শিবদেবং পূজয়েৎ॥

শিবার্চ্চনং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিকরং পরং।
সান্তং সর্ব্বগতং শূন্যং মাত্রাদ্বাদশকে স্থিতং।
পঞ্চবক্ত্রানি হ্রস্বানি দীর্ঘাণ্যঙ্গানি বিন্দুনা।
সবিসর্গং বদেদস্ত্রং শিবঊর্দ্ধং তথা পুনঃ।
ষষ্ঠেনাধো মহামন্ত্রো হৌমিত্যেবাখিলার্থদঃ॥

ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ।

সূত বলিলেন, শিবার্চ্চন বলিব। এই অর্চ্চনাতে ভোগ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। হৌং এই মহামন্ত্রে শিবের অর্চ্চনা করিবে। উক্ত মন্ত্র নিখিল অর্থ প্রদান করে। উভয় হস্তদ্বারা উভয় পাদ স্পর্শ করিয়া পাদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে হইবে। ইহার নাম মহামুদ্রা। তৎপরে সর্ব্বদেহে করাঙ্গন্যাস করিবে। ওঁ ফট্ এই মন্ত্রে হস্ততল দ্বারা পৃষ্ঠ শোধন করিতে হইবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলী হইতে তর্জ্জনী অঙ্গুলী পর্য্যন্ত অঙ্গন্যাস করিবে। অতঃ-

পর পূজাবিধি বলিব। হৃদয়পদ্মের কর্ণিকাতে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ এই সকল পূজা করিতে হইবে। তৎপরে আবাহন ও অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও স্নানীয় প্রভৃতি উপচারে পূজা করিবে। অনন্তর অগ্নিকার্য্য অর্থাৎ হোম-বিধি বলিব। ফট্ এই মন্ত্রে স্থণ্ডিল করিয়া হুঁ এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলাভ্যুক্ষণ করিতে হইবে। পরে শক্তিন্যাস করিয়া স্থণ্ডিল কিম্বা কুণ্ডে অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর গর্ভাধানাদি অগ্নি সংস্কার করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত সমস্ত কার্য্য করিবে। নমঃ এই মন্ত্রে সর্ব্ব কার্য্য সমাধান করিয়া অঙ্গদেবতার সহিত শিবের হোম করিতে হইবে। পরে পদ্মগর্ব্ভমণ্ডল বৃষবাহন শম্ভুর অর্চ্চনা করিবে। চতুঃষষ্টি পদান্বিত মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হইবে। অগ্নিকোণে অর্দ্ধচন্দ্রাকার সুশোভন কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া সেই কুণ্ডে অগ্নি ঈশ প্রভৃতি দেবগণের পূজা করিবে এবং মণ্ডলদিক্প্রান্তে অস্ত্রপূজা করিয়া কর্ণিকাতে সদা-শিবের পূজা করিতে হইবে।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবমতে শিবার্চ্চনপ্রকরণং
সমাপ্তং।

অথ সাকার-নিরাকারনিরূপণং

পূর্ব্বোক্ত প্রতীকোপাসকের বিষয় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ যাহা কহিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই কহিতেছি।

ভগবদ্‌গীতায়াং যথা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বদাম্যহং॥

অস্যার্থঃ।

তুমি এইরূপ মনে করিবে না যে, ত্রিবিধ উপাসক সকল সুখলাভ করে এবং আমার ভক্ত সকল ক্লেশ পান। আমার ভক্ত সকল অনন্যরূপে অর্থাৎ আমাকেই চিন্তা করে, ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ; দেহযাত্রার জন্য সমস্ত বিষয়ই তাহারা স্বীকার করে অতএব তাহারা নিত্য অভিযুক্ত। তাহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করে। তাহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান এবং তৎপালন কার্য্যাদি আমিই করিয়া থাকি; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগ বিহিত স্বীকার করিলেও সমস্ত বিষয়ভোগ অনায়াসে হয়, তাহাতে সকামী, প্রতীকোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছুমাত্র ভেদ নাই, অতএব ভক্তদিগের কামনা

না থাকিলেও আমি যোগক্ষেম বহন করি, আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে পরমানন্দ লাভ করে। প্রতীকোপাসকগণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকরত পুনরায় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পতিত হয়, তাহাদের নিত্যসুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্য বশতঃ ভক্তগণের উপকার চেষ্টা করিয়া আনন্দ লাভ করি। তাহাতে আমার ভক্তগণের অনুমাত্র অপরাধ নাই। যেহেতু তাহারা আমার নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করিয়া থাকে না। আমি স্বয়ং তাহাদের অভাব মোচন করি।

প্রমাণান্তরং যথা—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ স ম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

অস্যার্থঃ।

যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া অর্থাৎ আমাতে একান্ত রত হইয়া আমাকে উপাসনা করে, সুদুরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলা যায়।

যেহেতু তাহার কার্য্যাদি সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর, সুদুরাচার শব্দার্থ ভাল করিয়া জান। বদ্ধজীবের চরিত্র দুই প্রকার; সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত, শরীর রক্ষা, সমাজ রক্ষা ও মনের

উন্নতির সম্বন্ধে যত প্রকার শৌচ পুণ্য পুষ্টিকর ও অভাব অনির্ব্বাহি আচার অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই সাম্বন্ধিক। শুদ্ধজীব-স্বরূপ আত্মার যে আমার প্রতি চিৎকার্য্যরূপ আচার আছে, তাহা জীবের স্বভাবসিদ্ধ। তাহার অন্য নাম অমিশ্রা বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধদশায় জীবের কেবল ভক্তি সাম্বন্ধিক আচারের সহিত সম্বন্ধ রাখে, একান্ত ভজনরূপ ভক্তি বদ্ধজীবের উদয় হইলেও দেহ ধারণ পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। অন্যন্যভক্তি উদিত হইলে জীবের কদর্য্যাচার থাকে না। যে পরিমাণে কৃষ্ণরুচি বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে ইতররুচি দলিত হইতে থাকে, নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ ইতররুচি বল প্রকাশ পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে, পরন্তু অতি শীঘ্রই তাহা কৃষ্ণরুচি দ্বারা খর্ব্বিত হইয়া যায়। ভক্তের উন্নতি-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তাহাতে উক্ত ঘটনাক্রমে দুরাচার এমত কি সুদূরাচার পরহিংসা পরদ্রব্যহরণাদি ক্রিয়া যাহাতে ভক্তের স্বভাবত অনুরাগ হইতে পারে না। যদিও কখন কখন লক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে গিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা প্রবল প্রবল প্রবৃত্তি-রূপ মদ্ভক্তি দূষিত হয় না, ইহাই সত্য। কোন কোন পরম ভক্তের মৎস্যাদি ভোজন লক্ষ্য করিয়াও তাহাদিগকে অসাধু মনে করিবে না। মন্তব্য বিধিবাক্য আছে। বিধি-বাক্য লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায় হইবে।

উপাস্য, উপসনা ও উপাসকভেদে দেবতা নিরূপণ

করা হইতেছে যথা—

ব্রহ্ম দুই প্রকার ;—সাকার ও নিরাকার। যাহার রূপ নাই, গুণ নাই ও নাম নাই এবং কোন আকারও নাই তাঁহাকেই নিরাকার কহে। যথা একমেবাদ্বিতীয়ং শ্রুতিঃ।

উপনিষদে—

তত যদুত্তরোত্তরং দমুরূপমনাময়ং যত্র তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। অথেতরে দুঃখমেবাভিযান্তি॥

অস্যার্থঃ।

যিনি কারণের কারণ, তাঁহার কোন রূপ নাই। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন। তদ্ভিন্ন সকলেই দুঃখভাগী হন, অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের মূল বেদ, তাহাতে এক-মাত্র নিরাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা লিখিত আছে। তবে আমরা কেন সেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করি না? অস্যোত্তর,—যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন, তাঁহাদিগকেও নির্গুণ হইতে হইবে, নির্গুণ ব্রহ্মের উপা-সকের লক্ষণ দর্শন কর। শ্রীভগবদ্গীতায়াং যথা—

সুখদুঃখসমঃ শান্তঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যমিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

অস্যার্থঃ।

যাহারা সুখ-দুঃখে সমান জ্ঞান করেন, মৃৎপিণ্ড সুবর্ণখণ্ড ও প্রস্তরখণ্ড এই বস্তুত্রয় যিনি অভেদ জ্ঞান করেন, প্রিয়, অপ্রিয়, আত্মনিন্দা বা আত্মস্তুতি, মান, অপমান, শত্রু কি মিত্রপক্ষ, যাহার এই সমুদায়ে সমান জ্ঞান জন্মে, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। অস্মদাদিরা নহে। যাহার সুন্দর রূপ আছে, গুণ আছে ও নাম আছে এবং আকারাদি আছে, তাহাকে সাকার ব্রহ্ম কহে। বৈষ্ণবদিগের মত আদান করিয়া দর্শন করাইতেছি, দেখ।

পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে পঞ্চদশতম অধ্যায়ে নারদ-সদাশিব-সম্বাদে যথা—

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বভূতচরাচরং।
পরমাত্মা সর্ব্বসাক্ষী বদন্তি যোগিনশ্চ তৎ।
এতৎ সর্ব্বং ভগবতস্তেজো রূপঞ্চ বৈভবং।
জ্যোতিরভ্যন্তরে দেহং বদন্তি বৈষ্ণবাঃ কিল।
যথা বিম্বানি সূর্য্যাদেঃ সোদকে সুঘটেষু চ।
তথৈব সর্ব্বভূতেষু পশ্যন্তি কৃষ্ণবৈভবং॥

অস্যার্থঃ।

যোগীগণ কহেন, যিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপক, সর্ব্বভূতস্বরূপ পরমাত্মা ও সর্ব্বসাক্ষী, তিনিই নিরাকার ব্রহ্ম; কিন্তু বৈষ্ণবদিগের মতে অর্থাৎ সদাশিব-নারদের মতে এই স্থাবরজঙ্গম যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমুদয় বিভব সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অন্তরে জ্যোতির্ম্ময়, বাহিরে পরমপুরুষের আকার। যেমন জলপূর্ণ পাত্রাদিতে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ চরাচরময় এই জগতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের প্রতিবিম্ব পাত হইতেছে।

কোটিসূর্য্যসমসঙ্কাশং কোটীন্দুনিন্দিতাননং।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং কোটিশ্রীপাদসেবিতং।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং কৈশোরং শ্যামলাকৃতিং।
পীতাম্বরং গোপবেশং শিখিপুচ্ছলসচ্ছিখং।
বৈষ্ণবৈর্ভক্তিযোগেন চক্ষুসো ভয়বর্জ্জিতং।
দৃষ্ট্বা চ কথ্যতে ব্রহ্ম সাকারং জ্যোতিষাং পতিঃ॥
প্রসূনাজ্জায়তে গন্ধো গন্ধাৎ পুষ্পং বিবুধ্যতে।
তথৈব তেজসো ব্রহ্ম সাকারমনুমীয়তে।
আদিত্যাজ্জায়তে তেজস্তেজসো নৈব ভাস্করঃ।
সাকারস্তেজসো হেতুর্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
যস্য পাদনখজ্যোৎস্নাজ্যোতির্ব্রহ্মৈককারণং।
তদ্দেবং রাধিকাকান্তং কৃষ্ণং ভজ পরাৎপরং।

সগুণাদি চ যত্তত্ত্বং ময়া তে কথিতং মুনে।
শ্রোতুমিচ্ছসি কিং বৎস তন্মে কথয় নারদ॥

অস্যার্থঃ।

কোটি সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার জ্যোতিঃ, কোটিচন্দ্র বিনিন্দিত বদন, কোটিকন্দর্প তুল্য যাহার লাবণ্য, কোটি কোটি লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন, দ্বিভুজ মুরলীধারী, কিশোর বয়স, শ্যামসুন্দর, পীতাম্বরধারী, নবীন রাখালবেশ, শিখিপুচ্ছধারী ও ভক্তদিগের লোচনানন্দবর্দ্ধন, সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণই সাকার পরমব্রহ্ম।

পুষ্প হইতে গন্ধের উৎপত্তি হয়, গন্ধ হইতে পুষ্পের উৎপত্তি হয় না, সূর্য্য হইতেই তেজের প্রকাশ হয়, তেজ হইতে সূর্য্যের প্রকাশ হয় না; অতএব সূর্য্য যেমন তেজের হেতু, পুষ্প যেমন গন্ধের হেতু, গন্ধ ও তেজ, পুষ্প ও সূর্য্যের হেতু নয়, তদ্রূপ সাকার হইতে নিরাকারের প্রকাশ, নিরাকার হইতে সাকার প্রকাশমান নহে। অধিক কি কহিব, যিনি কারণের কারণ, যাঁহাকে পরমব্রহ্ম বলা যায়, তিনিই সাকার ব্রহ্ম এই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের নখজ্যোতিঃ; অতএব হে মুনে! সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ভজনা কর।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং শিবনারদ সম্বাদে সাকার ও নিরাকারপ্রকরণং সমাপ্তং।

অথ বৈদিক সাধন ভক্তি।

শরীরধারী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য ; ইহা বেদ ও নানাপুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে যথা—

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেব উপাসীত বাঙ্‌মনঃকায়কর্ম্মভিঃ॥

অস্যার্থঃ।

যে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অর্থাৎ কীটাদি মহেশ্বর পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের তন্ময়তা জ্ঞান না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত বিধি-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের উপসনা করিবে। যথা শ্রুতিঃ "আত্মাবা-রোশ্রোব্যো মন্তব্যঃ নিধিধ্যাসনমিতি অর্থাৎ ধ্যান করিবে।

উপসনাদি সাধনভক্তি যথা—

গৌরাঙ্গদেব সনাতনকে সাধনভক্তি শিক্ষা দিতেছেন, হে সনাতন! যাহা হইতে মহাধন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই কহিতেছি যথা—

হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ চরিতামৃতধৃতবচনং।—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যা ভাবনা সাধনাবিধাঃ॥
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।

অস্যার্থঃ।

সাধন নামা ভক্তি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়নিচয় হইতে উৎপন্ন হইয়া আন্তরিকভাব ও ভক্তগণের হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব জন্মিয়া দেয়, সন্দেহ নাই। চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামীও স্বয়ং এই শ্লোকের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

নিত্যসিদ্ধ [illegible] সাধ্য কভু নয়,
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ,
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥ ইত্যাদি
তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপত্বং,
তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থলক্ষণত্বং।

স্বরূপলক্ষণস্যোদাহরণং যথা—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি ইত্যাদি।

তটস্থলক্ষণস্যোদাহরণং যথা—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমভক্তির স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা কবিরাজ গোস্বামী অর্থ প্রকাশ করিতেছেন, যথা—

কৃষ্ণপ্রেমভক্তির অভিন্ন শ্রবণাদি নবলক্ষণাভক্তি অর্থাৎ ভক্তির ও প্রেমের অভেদ অর্থ আছে জানিবে, ইহারই নাম স্বরূপলক্ষণ।

তটস্থ লক্ষণ যথা——

ভক্তি হইতে ভিন্ন হইয়া সাধকদেহে শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণপ্রেমধন অর্থাৎ প্রেম ভক্তির উদয় হইবে।

প্রথমতঃ রূপগুণ, লীলা, শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য।

অত্র প্রমাণং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ যথা—

বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।

অস্যার্থঃ।

সেই সাধন নাম্নী উত্তমাভক্তি পুনশ্চ দ্বিবিধ বৈধীসাধন ভক্তি ও রাগানুরাগসাধন ভক্তি।

অত্র বৈধী যথা—

যত্র রাগানুবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরূপ জায়তে।
শাসনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈদী ভক্তিরুচ্যতে॥

অস্যার্থঃ।

যাহাদের ভক্তিতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না, তাহাদের শাস্ত্রের

শাসনই ভক্তিরপ্রবর্ত্তক হয়, তাদৃশ ভক্তিকে বৈদিকশাস্ত্র-বিধি স-সমুদ্ভূক্ত সাধন ভক্তি কহে।

পাদ্মে—স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণোর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
ইত্যাদি।

ভগবান্ বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ কর, কদাচ বিস্মৃত হইও না। বিধি ও নিষেধ সকল এই উভয়ের কিঙ্কর অর্থাৎ অধীন হইতেছে।

একাদশে—মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষঃ সাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জগ্গিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাৎ ভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ॥

অস্যার্থঃ।

পরাৎপর ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্রবর্ণ স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্মের সহিত উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে যে সেই আত্মজন্মদাতা সর্ব্বেশ্বর সাক্ষাৎ পুরুষ ভগবান কৃষ্ণকে ভজনা করিতেছে না, সে আপন পদভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত অর্থাৎ নীচযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে। এই প্রমাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ সন্ধ্যাবন্দনাদির ন্যায় কর্ত্তব্য; না করিলে নরকে গমন করিতে হয়, ইহাই সূচিত হইল; অতএব ইহা নিত্যকর্ম্ম।

অন্যঞ্চ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ যথা—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসানাং ভূমিসম্পদাং।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনং॥

অস্যার্থঃ।

এই পৃথিবীতে জীবের পার্থিব সম্পদ স্বর্গ অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি এবং অণিমাদি সিদ্ধিসমূহের মূলকারণ শ্রীকৃষ্ণের চরণার্চ্চনমাত্র, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সাধন নাই।

একাদশে—

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিক তান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্যাবিন্দত্যভীপ্সিতাং॥

অস্যার্থঃ।

মনুষ্য সকল এইরূপ বা কথিতরূপ বৈদীকীভক্তি ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ করিয়া ভগবানের ধ্যান ও অর্চ্চনা করত অভীপ্সিত সিদ্ধিলাভ করিতেছে।

অস্নাতাশী মলং ভুঙ্ক্তে হ্বজপী পূয়শোণিতং।
অহোতাশী কৃমিং ভুঙ্ক্তোপ্যদত্তা বিড়্বিভোজনঃ॥

অস্যার্থঃ।

যে নরাধম অস্নাত হইয়া ভোজন করে, তাহার ভোজন মলের তুল্য হয়। যে ব্যক্তি স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র জপ না করিয়া ভোজন করে, তাহার ভক্ষ্য দ্রব্য পূয়শোণিত জানিবে।

ইত্যাদি। যাহার অকরণে প্রেত্যবায় অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় তাহাকে নিত্য কর্ম্ম কহে, দেখ জপ ধ্যান ধারণাদি সাধন ভক্তি না করিলে নরকে গমন করিতে হয়। আর যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার জন্য ফল শ্রুতি থাকে তাহাকে কাম্য কর্ম্ম কহে।

সৎকথা শ্রবণং মূলং শ্রবণেনৈব সাধনং।
সাধনেন ভবেদিষ্টং বিফলং শ্রবণং বিনা॥

অস্যার্থঃ।

অতএব শ্রবণ কীর্ত্তন কর্ত্তব্য, দেখ বৈদিক ভক্তি ও বৈদিক রাগভক্তির দৃষ্টান্ত বলিতেছি। ফলে ফুলে একত্রে থাকিলে ক্রমে বৃদ্ধি হয় নচেৎ কচি বেলায় অর্থাৎ অপক্কে ফুলে উঠাইলে ঐ ফল বৃদ্ধি হয় না, পচিয়া ছড়িয়া যায়, তদ্রূপ বৈদিক ভক্তি ফুল রাগভক্তি ফল, একত্রে থাকিয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইলে ঐ ফল আপনি ছড়িয়া পরে, কিন্তু বৈদিক সাধন ভক্তি দুই প্রকার বিধি ও সাধন রাগানুগা সাধন সর্ব্বাদৌ বৈদিক ভক্তি কর্ত্তব্য।

সাধনভক্তির উপক্রমে ভগবান্ অর্জুনের প্রতি যাহা কহিয়াছেন, তাহাই কহিতেছি যথা—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

অস্যার্থঃ।

এতাদৃশ অনন্য ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ যে, তাহারা মন ও প্রাণকে সম্যক আমাতে সমর্পণ করাতে পরস্পর

ভাব বিনিময় ও হরি কথার কথোপকথন করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধ প্রেমাবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজ রসান্তর্গত মধুর রস পর্য্যন্ত সম্ভোগ পূর্ব্বক রমণ করিয়া থাকেন।

অন্যদপি গীতায়াং যথা—

শ্রেয়ো হি জ্ঞান মভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্ম ফলত্যাগ স্তানগাচ্ছন্তিরনন্তরং॥

অস্যার্থঃ।

হে অর্জুন! নিরূপাধিক প্রেম লাভের উপায় একমাত্র সাধন ভক্তি। সেই ভক্তিযোগ দুই প্রকার অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ ব্যাপার ও বহিস্করণ ব্যাপার ভগবন্নিষ্ঠ, অন্তঃকরণ ব্যাপার ত্রিবিধ অর্থাৎ স্মরণাত্মক মননাত্মক এবং অভ্যাসাত্মক কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি মন্দ তাহাদের পক্ষে প্রাক্তন তিন প্রকার অন্তঃকরণ ব্যাপার সুদুর্গম। শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপার সকলের পক্ষেই সুগম, অতঃ কারণাৎ আমার সম্বন্ধে মনন বা বুদ্ধিই উৎকৃষ্টজ্ঞান, তাহা অভ্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ। অভ্যাসকালে ধ্যান যত্ন পূর্ব্বক কৃত হয় কিন্তু অভ্যাসের ফল যে মনন তাহা উপস্থিত হইলে অনায়াসে ধ্যান হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা, সুতরাং হইয়া থাকে কেননা ধ্যান স্থির হইলে, সামান্য স্বর্গ সুখ বা মোক্ষসুখ স্পৃহা দূর হয়। সেই স্পৃহা-

দ্বয় দূর হইলে আমার রূপ গুণাদি ব্যতিরিক্ত সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ে উপরতিরূপ শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ নিবৃত্তিরূপ শান্তি হয়।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিকায়াং সাকার ও নিরাকার প্রকরণং সমাপ্তং

অথ ঋষ্যাদিন্যাস।

প্রথমং প্রাতর্কৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্ত পীঠন্যাসন্তং বিনস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রী—চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—শ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ গৌতমীয়ে হৃষিঃ প্রজাপতিশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা পুনঃ। অর্দ্ধলক্ষ্মীহরিঃ প্রোক্ত শ্রীবীজেন ষড়ঙ্গকং। ততো ধ্যানং—উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং পার্শ্বদ্বন্দে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টং। নানারত্নোল্লসিত বিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিং। এবং ধ্যাত্বা ন্যসেৎ। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং—বর্ণানুক্তা সার্দ্ধচন্দ্রান্ ইত্যাদি দর্শনাৎ সর্ব্বত্রসানুস্বারঃ। অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমো ললাটে। আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমো মুখে। ইং মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমো দক্ষনেত্রে। ঈং গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ নমো বামনেত্রে। সর্ব্বত্র এবং। উং বিষ্ণবে ধৃত্যৈ দক্ষকর্ণে।

উং মধুসূদনায় শান্ত্যৈ বামকর্ণে। ঋং ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ দক্ষনাসাপুটে। ঋৃং বামনায় দয়ায়ৈ বামনাসাপুটে। ঌং শ্রীধরায় মেধায়ৈ দক্ষগণ্ডে। ৡং হৃষিকেশায় হর্ষায়ৈ বামগণ্ডে। এবং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ ওষ্ঠে। ঐ দামোদরায় লর্জ্জায়ৈ অধরে। ওং বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ উর্দ্ধদন্তপংক্তৌ। ওং সঙ্কর্ষণায় সরস্বত্যৈ অধোদন্তপংক্তৌ। অং প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ মস্তকে। অঃ অনিরুদ্ধায় রত্যৈ মুখে। কং চক্রিণে জয়ায়ৈ খং গদিনে দুর্গায়ৈ গং শার্ঙ্গিণে প্রভায়ৈ ঘং খড়্গিনে সত্যায়ৈ ঙং শঙ্খীনে চণ্ডায়ৈ দক্ষকরমূলসন্ধগ্রকেষু। চং হলিনে বাণ্যৈ ছং মুষলিনে বিলাসিন্যৈ জং শূলিনে বিজয়ায়ৈ ঝং পাশিনে বিরজায়ৈ ঞং অঙ্কুশিনে বিশ্বায়ৈ বামকরমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। টং মুকুন্দায় বিনদায়ৈ ঠং নন্দজায় সুনদায়ৈ ডং নন্দিনে স্মৃত্যৈ ঢং নরায় ঋদ্ধ্যৈ ণং নরকজিতে সমৃদ্ধ্যৈ দক্ষপাদ মূলসন্ধ্যগ্রকেষু। তং হরয়ে শুদ্ধ্যৈ থং কৃষ্ণায় ভথ্যৈ দং সত্যায় বুদ্ধ্যৈ ধং সাত্ত্বতায় মত্যৈ নং শৌরয়ে ক্ষমায়ৈ বামপাদমূলসন্ধ্যগ্রেকেষু। পং শূরায় রমায়ৈ দক্ষপার্শ্বে। ফং জনার্দ্দনায় উমায়ৈ বামপার্শ্বে বং ভূধরায় ক্লেদিন্যৈ পৃষ্ঠে। ভং বিশ্ব মূর্ত্তয়ে ক্লিন্নায়ৈ নাভৌ। মং বৈকুণ্ঠায় বসুদেবায়ৈ উদরে। যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ হৃদি। রং অসৃগাত্মনে বলিনে পরায়ৈ দক্ষাংশে।

লং মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়ণায়ৈ ককুদি। বং মেদাত্মনে বালায় সূক্ষ্মায়ৈ বামাংশে। শং অস্থ্যাত্মনে বৃষঘ্নায়

সন্ধায়ৈ হৃদিদক্ষকরে। যং মজ্জাত্মনে বৃষায় প্রজ্ঞায়ৈ হৃদাদি বামকরে। সং শুক্রাত্মনে হংসায় প্রভায়ৈ হৃদাদিদক্ষপাদে। হং প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ হৃদাদিবামপাদে। লং জীবাত্মনে বিমলায় অমোঘায়ৈ হৃদাদি উদরে। ক্ষং ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ মুখে ইত্যাদি।

কেশবাদিমাহ সারদায়াং যথা—

কেশবনারায়ণমাধব গোবিন্দবিষ্ণবঃ।
মধুসূদনসংজ্ঞোহন্যঃ স্যাত্ত্রিবিক্রমবামনৌ।
শ্রীধরশ্চ হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ততঃ পরঃ।
দামোদরোবাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণ ইতীরিতঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ স্বরার্ণমূর্ত্তয়ঃস্মৃতাঃ।
পশ্চাচ্চক্রী গদী শার্ঙ্গী শঙ্খী হলী পুনঃ।
মূষলী শূলিসংজ্ঞোহন্যঃ পশী স্যাদঙ্কুশী পুনঃ।
মুকুন্দোনন্দজোনন্দী নরোনরকজিদ্ধরিঃ।
কৃষ্ণঃ সত্যঃ সাত্বতঃ স্যাৎ শৌরিঃ শূরোজনার্দ্দনঃ।
ভূধরোবিশ্বমূর্ত্তিশ্চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
বলী বলানুজোবালোবৃষঘ্নশ্চ বৃষঃ পুনঃ।
হংসোবরাহোবিমলোনৃসিংহোমূর্ত্তয়োহলাং।
কেশবাদ্যা ইমে শ্যামাঃ শঙ্খচক্রলসৎকরাঃ।
কীর্ত্তিঃ কান্তিস্তুষ্টিপুষ্টী ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া।
মেধা সহর্ষা শ্রদ্ধা স্যাল্লজ্জা লক্ষ্মী সরস্বতী।
প্রীতীরতিরিমাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমেণ স্বরশক্তয়ঃ।
জয় দুর্গা প্রভা সত্যা চণ্ডা বাণী বিলাসিনী।

বিজয়া বিরজা বিশ্বা বিনদা সুনন্দা স্মৃতিঃ।
ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিঃ স্যাত্তুষ্টির্ব্বুদ্ধির্ম্মতিঃ ক্ষমাঃ॥
রমোমা ক্লেদিনী ক্লিন্না বসুদা বসুধা পরা।
তথা পরায়ণা সূক্ষ্মা সন্ধ্যা প্রজ্ঞা প্রভা নিশা।
অমোঘা বিদ্যুতা চেতি কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সর্ব্বকামদাঃ।
এতাঃ প্রিয়তমাঙ্গেষু নিমগ্না সস্মিতাননাঃ।
বিদ্যুদ্দামসমাভাঃ স্যু পঙ্কজাভবাহবঃ॥
ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ।

এইক্ষণ নারায়ণ মন্ত্র কথিত হইতেছে—ও নমো নারায়ণায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে নারায়ণের পূজাদি করিবে। এই মন্ত্রের পূজাক্রম এই—প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি স্নানান্ত কর্ম্ম করিয়া পূজামণ্ডপে গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাচমন করিবে। তৎপরে সামান্যর্ঘ সংস্থাপন পূর্ব্বক মাতৃকান্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া কেশবকীর্ত্ত্যাদি ন্যাস করিতে হইবে। এই ন্যসের ঋষ্যাদি এই—শিরসি ওঁ প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। এইরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। শ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। শ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। শ্রীঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। শ্রীঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। শ্রীঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। শ্রীঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এই করাঙ্গন্যাস করিয়া শ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে হৃদয়াদিতে ষড়ন্যাস করিবে। তৎপরে ধ্যান

করিতে হইবে। যথা—উদয়াশীল শত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী প্রতপ্ত সুবর্ণের তুল্য দেহকান্তি, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বসুমতী আছেন। নানাবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত এবং পীতবস্ত্র পরিধান এইরূপ শঙ্খ, চক্র গদা ও পদ্মধারী বিষ্ণুকে বন্দনা করি এই প্রকার ধ্যান করিয়া অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ এই বলিয়া ন্যাস করিবে। এইরূপ অন্যান্য স্থানেও ন্যাস করিবে। যে যে স্থানে যে যে মন্ত্রে ন্যাস করিতে হইবে তাহা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে দৃষ্টি করিলে সহজে বোধগম্য হইবে। কেশবাদি এক একটি দেবতার নাম এবং কীর্ত্তি প্রভৃতি এক একটি শক্তির নাম উল্লেখ করিয়া এই ন্যাস করিবে। এই জন্য এই ন্যাসের নাম কেশবকীর্ত্ত্যাদি হইয়াছে। কেশবাদি এই—কেশব, নারায়ণ, মাধব গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই ষোলটি স্বরমূর্ত্তি এবং চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মূষলী, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নর, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাত্বত, শৌরি, শূর, জনার্দ্দন, ভূধর, বিশ্বমুর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বৃষঘ্ন, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমলা ও নৃসিংহ। এই পঞ্চত্রিংশৎ হলমূর্ত্তি, সাকল্যে একপঞ্চাশৎ। কীর্ত্ত্যাদি এই—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি এই ষোড়শ স্বর মূর্ত্তি এবং জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডা, বাণী,

বিলাসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনদা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, ভক্তি, বুদ্ধি, মতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা ও বিদ্যুতা এই পঞ্চত্রিংশৎ ফল-প্রদ, মূর্ত্তি। সমুদায়ে একপঞ্চাশৎ। এই সকল মূর্ত্তি সর্ব্বকাম ফল ইহারা স্বীয় পতির অঙ্কে নিবিষ্টা, হাস্যবদনা এবং বিদ্যু-তের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা, ইহাদের হস্তে পদ্ম ও অভয়মুদ্রা আছে। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে এই কেশবকী-র্ত্ত্যাদিন্যাস করিবাত্র মনুষ্যগণ বিষ্ণুপদ লাভ করে। এই ন্যাস করিতে প্রথমে অকারাদি এক একটি বর্ণ। তৎপরে কেশবাদি এক একটি নাম ও কীর্ত্তি প্রভৃতি এক একটি নাম এবং অন্তে নমঃ শব্দ উল্লেখ করিয়া মস্তকাদি শরীরের এক-পঞ্চাশৎ স্থানে ন্যাস করিতে হইবে। আগম কল্পদ্রুম ও অগস্ত্যসংহিতাদি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ লিখিত আছে। এই ন্যাসে অং কেশবায়কীর্ত্ত্যৈ নমঃ এইরূপ পৃথক পৃথক বিভক্তিযোগ করিয়া ন্যাস করিবে কিন্তু অং কেশবকীর্ত্তি-ভ্যাং নমঃ এইরূপ এক বিভক্তি যোগ করিয়া, করিবে না। এবং ওঁ শ্রীঁ অং কেশবায় কীর্ত্তৈ নমঃ এই প্রকার শ্রীবীজাদি ও ওঁ ঐঁ অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ এইরূপ বাগ্বীজাদি-ন্যাস করিলে ভক্তি মুক্তি ও বাগীশত্ব লাভ হয়। যে বীজ আদিতে যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে, সেই বীজদ্বারা অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। এই ন্যাস করিলে স্মরণশক্তি, ধৈর্য্যগুণ ও মহালক্ষ্মী লাভ হয় এবং অন্তকালে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়।

অথ বৈষ্ণবানাং তুলসীবনপূজা।

স্কান্দে—

প্রাগ্দত্ত্বার্ঘ্যং ততোঽভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিনা।
স্তুত্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেৎ প্রার্থ্য দণ্ডবৎ॥

অস্যার্থঃ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, প্রথমতঃ অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করত ভগবতী তুলসীকে স্তব করিবে। পরে প্রার্থনা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হয়।

তত্রার্ঘ্যমন্ত্রঃ।

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥

অস্যার্থঃ।

উপরোক্ত মন্ত্রে তুলসী দেবীকে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে হয় অর্থাৎ হে শ্রিয়াবাসে শ্রীধরসৎকৃতে দেবি! আমি ভক্তি সহকারে তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তোমাকে নমস্কার করি।

তত্র পূজামন্ত্রঃ।

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥

অস্যার্থঃ।

উপরোক্ত মন্ত্রে তুলসীর পূজা করিবে অর্থাৎ হে দেবি তুলসি! পুরাকালে দেবগণ কর্ত্তৃক তুমি নির্ম্মিত এবং সুরা-

সুর কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছ। তুমি আমার পাপ হরণ কর এবং মৎকৃত পূজা গ্রহণ কর, তোমাকে নমস্কার।

ততঃ স্তুতিঃ।

মহাপ্রসাদজননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধিহরী নিত্যং তুলসী ত্বং নমোঽস্তু তে॥

অস্যার্থঃ।

উক্ত মন্ত্রে তুলসীর স্তব করিবে অর্থাৎ হে দেবি তুলসি! তুমি মহাপ্রসাদের আধার, তোমা হইতেই সর্ব্বসৌভাগ্য সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং তুমি আধিব্যাধি বিনাশ কর, তোমাকে নমস্কার করি।

ততঃ প্রার্থনা।

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তির্মায়ুস্তথা সুখং।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রসীদ মে॥

অস্যার্থঃ।

উক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে অর্থাৎ হে তুলসি দেবি! তুমি আমাকে শ্রী, যশ, কীর্ত্তি, আয়ুঃ, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম প্রাদান কর এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

অথ তুলসীবনপূজামাহাত্ম্যং।

স্কান্দে—

শ্রবণাদ্বাদশীযোগে শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
যৎ ফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসীপূজনেন তৎ॥

অস্যার্থঃ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রবণাদ্বাদশীযোগে সাগ-

রসঙ্গমে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিলে যে ফল হয়, তুলসীপূজাদ্বারাও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

অপি চ গারুড়ে—

ধাত্রীফলেন যৎ পুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে।
খগেন্দ্র ভবতে নৃণাং তুলসীপূজনেন তৎ॥

অস্যার্থঃ।

গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ধাত্রীফলস্নান দ্বারা এবং উপবাস দ্বারা যে ফল হইয়া থাকে, তুলসীপুজা করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অপিচ——

মাঘে প্রয়াগস্নানে চ কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে।
যৎ ফলং বিহিতং দেবৈস্তুলসীপূজনেন তৎ॥

আরও লিখিত আছে যে, মাঘ মাসে প্রয়াগধামে স্নান করিলে যে ফল হয়, এবং কাশীধামে প্রাণত্যাগে যে পুণ্য বিহিত আছে, তুলসীপূজা দ্বারাও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

অগস্ত্যসংহিতায়াং—

চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি।
তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা।
প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে॥

অস্যার্থঃ।

অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, চতুর্ব্বিধ বর্ণের, চতুর্ব্বিধ আশ্রমের, বিশেষতঃ কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলের পক্ষেই তুলসী পূজনীয়া। ইহাঁকে পূজা করিলে মনোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তুলসী রোপণ করিলে, তুলসীমূলে বারিসিঞ্চন করিলে, তুলসী দর্শন করিলে এবং তুলসী স্পর্শ করিলে পবিত্র হওয়া যায়। ইহাঁকে যত্ন সহকারে আরাধনা করিলে সর্ব্বকামফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা প্রত্যহ তুলসীতরু প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নমস্কার করেন, তাঁহাদিগের শরীরে বিন্দুমাত্রও পাপ থাকে না।

বৃহন্নারদীয়ে—

পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি।
তস্য সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তেঽহরহর্দ্বিজাঃ॥

অস্যার্থঃ।

বৃহন্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে যে, যাহার বাটীতে তুলসী পূজিতা হইয়া অবস্থান করেন, অহরহঃ তাহার সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণে—

পক্ষে পক্ষে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং বৈশ্যসত্তম।
ব্রহ্মাদয়োপি কুর্ব্বন্তি তুলসীবনপূজনং॥
অনন্তমনসা নিত্যং তুলসীং স্তৌতি যো নরঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বদা॥

অস্যার্থঃ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে. প্রতিপক্ষীয় দ্বাদশীতি-

খিতে ব্রহ্মাদিদেবগণও তুলসীবন পূজা করিয়া থাকেন; অতএব যে ব্যক্তি একমনা হইয়া প্রত্যহ তুলসীর স্তব করেন, তিনি কি পিতৃগণ কি দেবগণ, সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকেন।

স্কান্দে—

দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ।
হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্।
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ।
নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসীবনবাটিকা।
রোপিতা যৈশ্চ বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদং।
ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণুস্তুলসীবনং।
তৎ শ্মশানসমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষ্ণবাঃ।
কেশবার্থে কলৌ যে তু স্থাপয়ন্তীহ ভুতলে।
কিং করিষ্যত্যসন্তুষ্টো যমোপি সহ কিঙ্করৈঃ।
দেবালয়েষু সর্ব্বেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু যো নরঃ।
বাপয়েত্তুলসীং পুণ্যাং তত্তীর্থং চক্রপাণিনঃ।
ঘটৈর্যন্ত্রঘটীভিশ্চ সিঞ্চিতং তুলসীবনং।
জলধারাভির্ব্বিপ্রেন্দ্র প্রীণিতং ভুবনত্রয়ং॥

অস্যার্থঃ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, দেবদেব জগৎপতি কেশব কলিকালে যাবতীয় তীর্থ ও শিলোচ্চয় পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর তুলসীকাননে অবস্থান করেন। যে সকল ব্যক্তি তুলসীকানন দর্শন করেন এবং যথাবিধানে তুলসী তরু রোপণ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যে স্থানে ফলবতী ধাত্রীতরু বিদ্যমান নাই, যথায় বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দৃষ্ট না হয়, যে স্থানে তুলসীকানন নাই, এবং যে স্থানে বৈষ্ণবগণ অধিষ্ঠান না করেন, সেই স্থান শ্মশানসদৃশ। যে সকল ব্যক্তি কেশবপূজার্থ মহীতলে তুলসী রোপণ করেন, সানুচর যম রুষ্ট হইলেও তাঁহা-দিগের কোন অপকার করিতে সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি দেবালয়ে অথবা অন্যান্য তীর্থস্থলে তুলসীতরু রোপণ করেন, সেই সেই স্থান চক্রপাণি বিষ্ণুর পরম তীর্থ বলিয়া পরি-গণিত হয়। ঘট দ্বারা বা অন্য কোন পাত্রদ্বারা তুলসী-মূলে জলধারা সিঞ্চন করিলে ত্রিভুবন তৃপ্ত হয়।

তত্রৈব ব্রহ্মনারদসম্বাদে——

তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ।
দিশো দশ চ পূতাঃ স্যুর্ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে লিখিত আছে যে, পবন-দেব তুলসীগন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক যে যে স্থানে প্রবাহিত হন, সেই সেই স্থানের দশদিক পবিত্র হয়, এবং দশদিকস্থিত চতুর্ব্বিধ জীব অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ, সকলই পবিত্র হইয়া থাকে।

অবন্তীখণ্ডে——

তুলসীং যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তৎকরপল্লবাঃ।
কেশবার্থে কলৌ যে চ রোপয়ন্তীহ ভূতলে।
স্নানদানে তথা ধ্যানে প্রাশনে কেশবার্চ্চনে।
তুলসী দহতে পাপং রোপণে কীর্ত্তনে কলৌ॥

অস্যার্থঃ।

অবন্তীখণ্ডে লিখিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি তুলসী চয়ন করেন, তাঁহাদিগের করপল্লব ধন্য। যাঁহারা কেশব-পূজার্থে কলিকালে তুলসীতরু রোপণ করেন, তাঁহারাও ধন্য। স্নান, দান, ধ্যান, প্রাশন, কেশবার্চ্চন, রোপণ, গুণকীর্ত্তন এই সকল দ্বারা তুলসী যাবতীয় পাপ হরণ করিয়া থাকেন।

কাশীখণ্ডে——

তুলস্যলঙ্কৃতা যে যে তুলসীনামজাপকাঃ।
তুলসীবনপালা যে তে ত্যজ্যা দূরতো ভটাঃ॥

অস্যার্থঃ।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, যমরাজ তাঁহার দূত-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে দূতগণ! যে সকল ব্যক্তি তুলসী দ্বারা অলঙ্কৃত, যাহারা তুলসীনাম জপ করে এবং যে সকল ব্যক্তি তুলসীকাননের রক্ষক, তোমরা কদাচ তাহাদিগের নিকটে গমন করিবে না। তাহাদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিবে। তাহাদিগের প্রতি আমার কিছু-মাত্র অধিকার নাই।

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

তুলস্যাং সিঞ্চয়েদ্‌যস্তু চুলুকোদকমাত্রকং।
ক্ষীরোদশায়িনা সার্দ্ধং বসেদাচন্দ্রতারকং॥

অস্যার্থঃ।

হরিভক্তিসুধোদয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যে

ব্যক্তি তুলসীমূলে চুলুকোদকমাত্র জলসিঞ্চন করে, সে যাবৎ চন্দ্র তারা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ ক্ষীরোদশায়ী হরির সহিত একত্র অবস্থান করে সন্দেহ নাই।

গরুড়পুরাণে—

মুখে ভূ তুলসীপত্রং দৃষ্ট্বা শিরসি কর্ণয়োঃ।
কুরুতে ভাস্করিস্তস্য দুষ্কৃতস্য তু মার্জ্জনং॥

অস্যার্থঃ।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তির মুখে, মস্তকে ও কর্ণদ্বয়ে তুলসীপত্র বিরাজিত আছে, যম তাহাকে দর্শন করিয়া তাহার যাবতীয় দুষ্কৃত ক্ষমা করিয়া থাকেন।

অপিচ স্কন্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

ভূগমিতৈস্তুলসীমূলৈর্ম্মৃত্তিকা স্পর্শিতা তু যা।
তীর্থকোটিসমা জ্ঞেয়া ধার্য্যা যত্নেন সা গৃহে॥
যস্মিন্ গৃহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তুলসীমূলমৃত্তিকা।
সর্ব্বদা তিষ্ঠতে দেহে দেবতা ন স মানুষঃ॥
তুলসীমৃত্তিকালিপ্তো যদি প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
যমেন নেক্ষিতুং শক্তো মুক্তঃ পাপশতৈরপি॥

অস্যার্থঃ।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে লিখিত আছে যে, তুলসীর মূল ভূতলে যে মৃত্তিকা স্পর্শ করে, সেই মৃত্তিকা কোটিতীর্থ সম জ্ঞান করিয়া যত্নসহকারে গৃহে রাখিবে। যাঁহার গৃহে এবং যাঁহার দেহে তুলসীমূলস্থ মৃত্তিকা বিরাজ করে, তিনি মানুষের মধ্যে পরিগণিত নহেন, তাঁহাকে

দেবতাসদৃশ জ্ঞান করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি তুলসীমৃত্তিকার দ্বারা লিপ্তদেহ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে শত শত পাপ করিলেও যম তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং বৈষ্ণবানাং তুলসীবনপূজনবিধিঃ।

অথ বৈষ্ণবানাং দন্তধাবনবিধিঃ।

তত্র কাত্যায়নঃ—

উত্থায় নেত্রে প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্য চ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

মন্ত্রশ্চায়ং—

আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুরসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনস্পতে॥

অস্যার্থঃ।

বৈষ্ণবেরা যেরূপে দন্তধাবন করিবে, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে, প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নেত্র প্রক্ষালন করিয়া শুচি ও সমাহিত ভাবে "আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত দন্তধাবন করিবে।

অস্য নিত্যতা কাশীখণ্ডে—

অথো মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্ণীয়াদ্দন্তধাবনং।
আচান্তোপ্যশুচির্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনং॥

অস্যার্থঃ।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, দন্তধাবন না করিয়া

আচমনাদি করিলেও অশুচি থাকিতে হয়; অতএব মুখ-বিশুদ্ধির জন্য দন্তধাবন করা অবশ্য কৰ্ত্তব্য।

অপিচ বারাহে—

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।
সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি॥

অস্যার্থঃ।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি দন্তধাবন না করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সর্ব্বকালকৃত পুণ্যকর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অথ দন্তকাষ্ঠ-নিষিদ্ধদিনানি।

মনুসংহিতায়াং—

চতুর্দ্দশ্যষ্টমীদর্শপৌর্ণমাস্যর্কসংক্রমঃ।
এষু স্ত্রীতৈলমাংসানি দন্তকাষ্ঠানি বর্জ্জয়েৎ॥

অস্যার্থঃ।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রমণ এই সমস্ত দিনে স্ত্রীসহবাস, তৈলাভ্যঙ্গ, মাংসভক্ষণ ও দন্তকাষ্ঠ পরিত্যাগ করিবে।

অপি চ কাত্যায়নঃ—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলং॥

অস্যার্থঃ।

এই বিষয়ে কাত্যায়ন ঋষি বলিয়া গিয়াছেন যে,

প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী ও নবমী এই সকল দিনে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে সপ্তপুরুষ দগ্ধ হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ—

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যেকাদশীরবৌ।

দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং॥

বৃদ্ধ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী, একাদশী ও রবিবার এই সকল দিনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিলে পুরাকৃত পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাশীখণ্ডে—

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাসরে।

গণ্ডূষা দ্বাদশ গ্রাহ্যা মুখস্য পরিশুদ্ধয়ে॥

অস্যার্থঃ।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, যদি দন্তকাষ্ঠ না পাওয়া যায়, অথবা যে সকল দিনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ, তত্তৎকালে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে।

অথ দন্তকাষ্ঠানি।

স্মৃতৌ—

সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যা আয়ুর্দ্দাঃ ক্ষীরিণঃ স্মৃতাঃ।

কটুতিক্তকষায়াশ্চ বলারোগ্যসুখপ্রদাঃ॥

অস্যার্থঃ।

স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, সকলপ্রকার কণ্টকীবৃক্ষই পুণ্যজনক, সুতরাং তৎকাষ্ঠে দন্তধারণ করিবে। ক্ষীরীবৃক্ষও আয়ুপ্রদ বলিয়া কথিত। যে সকল কাষ্ঠ কটু, তিক্ত

ও কষায়, তাহা দ্বারা দন্তধাবন করিলে বল, আরোগ্য ও সুখ লাভ হইয়া থাকে।

কূর্ম্মপুরাণে—

ক্ষীরিবৃক্ষসমুদ্ভূতং মালতীসম্ভবং শুভং।
অপামার্গঞ্চ বিল্বঞ্চ করবীরং বিশেষতঃ।
বর্জ্জয়িত্বা নিন্দিতানি গৃহীত্বৈকং যথোদিতং।
পরিহৃত্য দিনং পাপং ভক্ষয়েদ্বৈ বিধানবিৎ॥

অস্যার্থঃ।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, ক্ষীরিবৃক্ষজাত বা মালতী-বৃক্ষজাত অথবা অপামার্গ, বিল্ব ও করবীরজ কাষ্ঠই শুভ-প্রদ। নিন্দিত বৃক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত বৃক্ষের যে কোন একটীর কাষ্ঠ লইয়া নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত অন্যদিনে যথাবিধানে দন্তধাবন করিবে।

কাশীখণ্ডে—

কনিষ্ঠাগ্রপরীণাহং সত্বচং নির্ব্রণং ঋজুং।
দ্বাদশাঙ্গুলমানঞ্চ সার্দ্রং স্যাদ্দন্তধাবনং॥

অস্যার্থঃ।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, যে কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিতে হইবে, উহা কনিষ্ঠাগ্রবৎ স্থূল, ত্বক্‌যুক্ত, নির্ব্রণ, সরল ও সার্দ্র (অশুষ্ক) হওয়া উচিত এবং উহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশ অঙ্গুল হইবে।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশিকায়াং বৈষ্ণবানাং দন্তধাবনবিধিঃ।

অথ বৈষ্ণবানাং স্নানপ্রকরণং।

তত্র স্নানার্থ জলাশয়নিরূপণং।

বিষ্ণুপুরাণে—
নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু চ।
নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষু চ।
কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি॥

অস্যার্থঃ।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, নদী, নদ, তড়াগ, দেবখাত ও গিরিপ্রস্রবণ এই সকল জলাশয়ের জলে নিত্যক্রিয়ার্থ স্নান করিবে। অথবা কূপ হইতে কলসাদি দ্বারা উদ্ধৃত জলেও স্নান করিতে পারে।

অথ স্নাননিত্যতা।

কাত্যায়নঃ—
যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ।
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানাৎ বিশোধনং॥

অস্যার্থঃ।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে, যে প্রকারে প্রতিদিন স্নান করিতে হয় অর্থাৎ যেমন মধ্যাহ্নকালে স্নান করা যায়, সেইরূপ প্রাতঃকালেও স্নান করা বিধেয়। কারণ এই মানবদেহ অত্যন্ত মলিন ও নবচ্ছিদ্রবিশিষ্ট, দিবারাত্রিই এই নবচ্ছিদ্র হইতে মল নির্গত হইতেছে। প্রাতঃস্নান করিলে এই দেহ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

শঙ্খসংহিতায়াং—

অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপাদিহবনাদিষু॥

অস্যার্থঃ।

শঙ্খসংহিতায় লিখিত আছে যে, অস্নাত ব্যক্তি কদাচ জপ, হোম প্রভৃতি কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না।

কূর্ম্মপুরাণে—

প্রাতঃস্নানং বিনা পুংসাং পাপিত্বং কর্ম্মসু স্মৃতং।
হোমে জপে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥

অস্যার্থঃ।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, প্রাতঃস্নান না করিয়া যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহাতেই পাপসঞ্চার হইয়া থাকে; বিশেষ জপ হোম ইত্যাদি কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না; সুতরাং প্রাতঃস্নান করা সর্ব্বথা বিধেয়।

পদ্মপুরাণে—

স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্‌ক্তে মলাশী স সদা নরঃ।
অস্নায়িনোঽশুচিস্তস্য বিমুখাঃ পিতৃদেবতাঃ।
স্নানহীনো নরঃ পাপী স্নানহীনোঽশুচিঃ সদা।
অস্নায়ী নরকং ভুক্ত্বা পুক্কশাদিষু জায়তে॥

অস্যার্থঃ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া আহার করে, তাহার মলভোজন করা হয়, সে ব্যক্তি অশুচি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং পিতৃগণ ও দেবগণ তাহার প্রতি বিমুখ হয়েন। স্নানহীন ব্যক্তি পাপ-

ভাক্ ও অশুচি হয় এবং সে নরকভোগের পর চণ্ডালিনী-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

অথ স্নানমাহাত্ম্যং।

মহাভারতে—

গুণা দশ স্নানশীলং ভজন্তে বলং রূপং স্বরবর্ণপ্রসিদ্ধিঃ।
স্পর্শশ্চ গন্ধশ্চ বিশুদ্ধতা চ শ্রীঃ সৌকুমার্য্যং প্রবরাশ্চ নার্য্যঃ॥

অস্যার্থঃ।

মহাভারতে উদ্‌যোগ পর্ব্বে বর্ণিত আছে যে, বিদুর বলিয়াছিলেন, দশবিধ গুণ, বল, রূপ, স্বর, বর্ণ, স্পর্শ, গন্ধ, বিশুদ্ধতা, স্ত্রী, সৌকুমার্য্য, প্রবরা নারী এই সকল স্নানশীল পুরুষকে ভজনা করে।

অথ স্নানবিধিঃ।

অথ তীর্থগতস্তত্র ধৌতবস্ত্রং কুশাংস্তথা।
মৃত্তিকাঞ্চ তটে ন্যস্য স্নায়াৎ স্বস্ববিধানতঃ।
অধৌতেন তু বস্ত্রেণ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াং।
কুর্ব্বন্ ন ফলমাপ্নোতি কৃতা চেন্নিষ্ফলা ভবেৎ।
ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচান্তঃ কৃত্বা সঙ্কল্পমাদরাৎ।
গঙ্গাদিস্মরণং কৃত্বা তীর্থায়ার্ঘ্যং সমর্পয়েৎ।
সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক।
জগৎস্রষ্টর্জ্জগন্মর্দ্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর।
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তীর্থস্নানং সমাচরেৎ।
অন্যথা তৎফলস্যার্দ্ধং তীর্থেশো হরতি স্বয়ং।
নত্বাথ তীর্থং স্নানার্থমনুজ্ঞাং প্রার্থয়েদিমাং।
দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর।

দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে।
বিধিবন্মৃদমাদায় তীর্থতোয়ে প্রবিশ্য চ।
প্রবাহাভিমুখো নদ্যাং স্যাদন্যত্রার্কসংমুখঃ।
দিগ্বন্ধং বিধিনাচর্য্য তীর্থানি পরিকল্প্য চ।
আবাহয়েদ্ভগবতীং গঙ্গামাদিত্যমণ্ডলাৎ।
দর্ভপাণিঃ কৃতপ্রাণায়ামঃ কৃষ্ণপদাম্বুজং।
ধ্যাত্বা তন্নাম সংকীর্ত্ত্য নিমজ্জেৎ পুণ্যবারিণি।
আচম্য মূলমন্ত্রঞ্চ সপ্রাণায়ামকং জপন্।
কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ জলে ভূয়ো নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ॥

অস্যার্থঃ।

নদ্যাদি তীর্থজলাশয়ে গমন পূর্ব্বক তত্তীরে ধৌতবস্ত্র, কুশ ও মৃত্তিকা রাখিয়া নিজ নিজ বর্ণাশ্রমশাখাদ্যুক্ত আচারানুসারে স্নান করিবে। অধৌতবস্ত্রে নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়া করিলে কোন ফল নাই, সেই ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে। পাণিপাদ প্রভৃতি ধৌত করিয়া আচমন পূর্ব্বক সংকল্প করিবে। পরে গঙ্গাদি স্মরণ পূর্ব্বক তীর্থোদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। অনন্তর "সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক। জগৎস্রষ্টর্জ্জগন্মর্দ্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তীর্থস্নান করিবে। ইহার অন্যথা করিলে তীর্থেশ্বর ফলার্দ্ধ হরণ করিয়া থাকেন। অনন্তর তীর্থকে নমস্কার পূর্ব্বক স্নানার্থ অনুজ্ঞা লইবে। "দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর। দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতে হয়। পরে যথাবিধি মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক

দৃষ্ট্বা সংপূজিতং দেবং নৃত্যমানোনুমোদয়েৎ।
অসংশয়মতিঃ শুদ্ধঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

অস্যার্থঃ।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে পূজিত ও পূজ্যমান হরিকে দর্শন করে এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে হরিদর্শনে আনন্দিত হয়, সে যোগফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে যথাবিধানে সংপূজ্যমান হরিকে দর্শন করে, তাহার সমগ্র যোগফল লাভ হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি পূজিত হরিকে দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করে, সে অসন্দিগ্ধমতি ও পবিত্র হইয়া পরব্রহ্মে বিলীন হয়।

অথ শ্রীভগবৎপূজনমাহাত্ম্যং।

তলে প্রত্যহ শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, তাহারা বিষ্ণুর আনন্দময়, শাশ্বত পরম পদে প্রস্থান করিয়া থাকে।

অথ ভগবন্নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্যং।

পদ্মপুরাণে—

হত্যাযুতং পানসহস্রমুগ্রং
গুর্ব্বঙ্গনাকোটিনিষেবনঞ্চ।
স্তেয়ান্যনেকানি হরিপ্রিয়েণ
গোবিন্দনাম্না নিহতানি সদ্যঃ॥

অস্যার্থঃ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, অযুত হত্যা, সহস্র উগ্র সুরাপান, কোটি গুরুদারাগমন ও অশেষবিধ চৌর্য্য এই সকল দ্বারা যে পাপসঞ্চয় হয়, হরিপ্রীতিকর গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন দ্বারা সেই সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অথ ভগবন্নামজপমাহাত্ম্যং।

'রাণে—

ৰূপাসক্তানপি পাপকৃতো জনান্।
ৈব বিঘ্না যমদূতাশ্চ দারুণাঃ॥

অস্যার্থঃ।

ছে যে, বাসুদেব নাম জপ করিলে
বিঘ্ন বা যমদূতগণ আগমন

াহাত্ম্যং।

তং।

অস্যার্থঃ।

যে সকল ব্যক্তি হরিনাম স্মরণ করে এবং অপর ব্যক্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কলিযুগে . .ারাই কৃতার্থ ও ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই।

জাবালিসংহিতায়াং—

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরং।
কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্ব্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা॥

অস্যার্থঃ।

জাবালিসংহিতায় লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি নির্ব্বৃতি কামনা করে, সে সর্ব্বদা হরিনাম জপ করিবে, হরিনাম ধ্যান করিবে, হরিনাম গান করিবে এবং হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

অথ বৈষ্ণবশাস্ত্রমাহাত্ম্যং।

স্কন্দপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে——

মম শাস্ত্রাণি যে নিত্যং পূজয়ন্তি পঠন্তি চ।
তে নরাঃ কুরুশার্দ্দূল মমাতিথ্যং গতাঃ সদা॥

অস্যার্থঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছি
শার্দ্দূল! যে সকল ব্যক্তি প্রত্যহ মদীয় বৈ
বা তাহার পূজা করে, তাহারা সর্ব্বা
প্রাপ্ত হয়।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মপ্রকাশি
শাস্ত্রমাহাত্ম্যং স

সম্পূর্ণ